অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চেয়ে
পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ঐ ব্যক্তি হতে কথায় আর কে উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর দিকে
ডাকে ও সে নিজে সঠিক আমল করে এবং ঘোষণা করে
"আমি শুধুমাত্র মুসলিম, আমার আর কোন পরিচয় নেই"??

وَمَنْ أَحْسَنُ قولاً مِمَّنْ دَعَا إِلىَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (আল্ কুরআন)

বিশ্ব ইস্লামী ঐক্য এবং ইসলামে ফের
আসার অকাট্য যুক্তির আহ্বান পত্র
رسالة الوحدة العالمية والرجوع و العودة إلى الإسلام الحنيف

এ পত্র বিশেষ করে ঃ

ইরানের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনাঈ,
রাষ্ট্রপতি হাশেমী রাফসানজানী ও ইরানী শীর্ষ ওলামা পরিষদের প্রতি

এবং সাধারণ ভাবে ঃ

বিশ্বের সকল শিয়া-সুন্নী বিজ্ঞ বিবেকবান আলেম ও চিন্তাবিদদের প্রতি

الداعي إلى كلمة سواء بين الناس

বিশ্বের সকল মানুষের উপর সমানভাবে
প্রযোজ্য আবেদনের প্রতি আহ্বানকারী
ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব
তারিখ : ১৪.০৯.১৪১৪ হিজরী
২৬.০৩.১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ

২৪৮/২, দ্বিতীয় কলোনী, মাজার রোড, মিরপুর ঢাকা।

এ পত্র কী ও কেন?

ইরানী বিপ্লবের পর ইমাম, আয়াতুল্লাহ খোমেনী হাফেজ্জী হজুরকে ইরান সফরে আমন্ত্রিত করেন। তার সফর সঙ্গীদের সাথে এ পত্র লেখককেও বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। লেখক সে সফরে খোমেনী ও ইরানী শীর্ষ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

পরে ইরানী কর্তৃপক্ষ বার বার পত্র লেখককে তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানায়। লেখক সে সমস্ত সম্মেলনে যোগ না দিয়ে ইরানী কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপক ভিত্তিক ঐতিহাসিক পত্র মূল আরবী ভাষায় লিখে।

দেশী বিদেশী যে সমস্ত চিন্তাবিদরা এ পত্র পড়েছে, তারা প্রায় সবাই এ পত্রটির বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদের জন্য লেখককে প্রচন্ডভাবে বার বার আবেদন ও অনুরোধ জানিয়েছে। এটি সে পত্রের বাংলা ভাষান্তর।

আল্লাহর দরবারে সকল অভিশপ্ত শয়তান থেকে
পানাহ চেয়ে করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি ।

এ পত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবি ও তাতে প্রবেশের পথ ও তার যোগ্য পাঠক এবং সমঝদারদের প্রতি উৎসর্গীকরণ ।

* "আল ফাদলু লিলমুতাকাদ্দিমীন" (الفضل للمتقدمين) মুসলিম মোল্লা ও আলেমদের মধ্যে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে সকল মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র পূর্ববর্তীদের প্রাপ্য । এ পূর্ববর্তীদের তারা "আকাবিরে উম্মত" ও বলে থাকে । এর মধ্যে তারা সাহাবী, তাবেঈ, মাযহাব সমূহের ইমাম, তরীকাসমূহের পীর ও সংস্কারক মুজাদ্দিদদের বোঝাতে চায় ।

এ কথাটি প্রত্যাখ্যাত ও মারাত্মক ভুল । সৌভাগ্যের পর সকল দুর্ভাগ্যের জন্মদাত্রী মা ।

আমরা যদি ধরে নেই যে মর্যাদা শুধুমাত্র পূর্ববর্তীদেরই প্রাপ্য, তা হলে সকল মর্যাদার অধিকারী হবেন মানবজাতির আদি পিতা, আদম, নূহ ও ইদরীস আঃ গন । মুহাম্মাদ, ঈসা ও ইয়াহইয়া আঃ গন তার অধিকারী হবেন না । কারণ তাঁরা সর্বশেষে প্রেরীত হয়েছেন ।

তদরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা শুধুমাত্র পরবর্তীদেরও প্রাপ্য নয় । কারণ তা হলে আদম, নূহ ও ইব্রাহীম আঃ তা পাবেন না, কারণ তাঁরা যে পূর্বে এসেছিলেন!

মূলতঃ সকল মর্যাদা আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত । তিনিই সকল মর্যাদার একচ্ছত্র মালিক । যাকে তিনি যোগ্য বিবেচনা করেন, তাকেই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন ।

তিনি কাল জয়ী । তাঁর তুল্য কেউ নেই । তাঁর পূর্বেও কেউ নেই । তাঁর পরেও কেউ নেই । তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ । তিনিই পূর্ববর্তী, তিনিই পরবর্তী! তাঁর মতো কেউ নেই ।

তিনি তাঁর দাসদের পূর্বাপর নির্বিশেষে মর্যাদার যোগ্যতার ভিত্তিতে মর্যাদা দান করে থাকেন । তাতে কোন প্রকার তারতম্য হয়না । তিনি সর্বপ্রথম মানব ও প্রথম নবী বাবা আদমকে মর্যাদায় আসীন করেছেন । যেরূপ তিনি তাঁর আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ কে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন । বরং তিনি মুহাম্মাদ সঃকে অধিক মর্যাদার সুযোগ দিয়েছেন (إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْراً) কারণ তিনি আল্লাহর রিসালাতকে পূর্ণ করার নিমিত্য সর্বশেষে প্রেরীত হয়েছেন । তিনি "খাতামুন্ নাবিয়্যীন" তারপর কোন নবী নেই ।

ঠিক এরূপ আরম্ভ হয়ে পরম্পরা মর্যাদা চলে এসেছে মুহাম্মাদ সঃ এর অনুসারীদের মাঝে, আবু বকর, উমর ও আলীদেও মধ্যে ক্রমে বর্ধিত হয়ে । এ মর্যাদা বেড়ে, তা বাড়তে বাড়তে চরম রূপ নেবে চূড়ান্তরূপে তাদের মাধ্যমে, যারা সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত রূপ দেবে আমাদের বর্তমান যুগে, ক্বেয়ামতের পূর্বের পূর্ণতার যুগে । এ পূর্ণতা ইস্রাফীলের বাঁশী বাজানোর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলবে ।

তাই মর্যাদার চূড়ান্ত পর্যায় অপেক্ষা করছে বিশ্ব হেদায়েতের বিপ্লবী নেতা ইমাম মাহদী ও তাঁর অনুসারী সৈনিকদের জন্য ।

অতএব, হে আল্লাহর দাসেরা, দৌড়াও, ধেয়ে আসো আল্লাহর পানে, তওবা ও অনুশোচনার মাধ্যমে । "অনুশোচনা করে তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো, আল্লাহ তোমাদের বিজয় যাত্রার উত্তম পাথেয় সরবরাহ করবেন, এবং প্রত্যেক মর্যাদার যোগ্যকে তিনি মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন; (اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْاالَيْهِ لِيَمَتَّعكُمْ مَتَاعاً حَسَناً (وَيُؤتِ كُلَّ فِي فَضْلٍ فَضْلَه) (হুদ-৩) পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকে সমানভাবে, বরং শেষোক্তদেও একটু বেশী দেবেন । কারণ, তারা যে পূর্ণতার সৈনিক ।

এরূপ সত্য ও ন্যায়াদর্শ কখনো ব্যক্তিদের দ্বারা মাপা যায়না। বরং ব্যক্তিদের মাপা হয় ন্যায়াদর্শেও মানডন্ড দিয়ে একমাত্র হক্ব বা ন্যায়ই ন্যায় পরায়ন ব্যক্তিদের মাপার মানদন্ড। মানুষ ব্যক্তিরা, তারা যে কোন স্তরেরই হোক না কেন, তারা ন্যায় অন্যায় পরিমাপের মাপকাঠি হতে পারে না। কারণ তারা মানুষ, আর মানুষ তার সীমাবদ্ধতায় ভালো মন্দ ও ভুল-ভ্রান্তি করে ফেলে। 'খোলেক্বাল ইনসানু দায়ীফা' (خَلَقَ الإِنْسَانَ ضَعِيْفاً) মানুষ দুর্বল প্রকৃতির সৃষ্টি। (নিসা-২৮) আখেরী নবী সঃ আবু বকরকে বলেছেন "আমি জানিনা তোমরা আমার পর কি ঘটাবে"। (মুয়াত্তা মালিক)

* আল্লাহ তা'আলার জাত ও সত্ত্বাই একমাত্র হক্ব। তিনি জাল্লা জালালুহু। তিনি তাঁর হক্ব এবং ন্যায় দন্ড দিয়ে মানুষের আদর্শ রূপে নবীদের প্রেরণ করেন। তাঁরা সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী। তিনি তাঁর নবী রাসূলদের তাঁর সংরক্ষণ বিধি দিয়ে ভুল ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করেন, যাতে তারা মানব সমাজের জন্য আদর্শ হতে পারেন।

নবী রাসুলদের পর কোন মানুষই ন্যায় অন্যায়ের মানদন্ড নয়। হোকনা সে নবী সঃ এর গুহায় আত্মগোপনের দ্বিতীয় ব্যক্তি আবু বকর, বা উমর অথবা রাসূল সঃ এর "জ্ঞান নগরীর" দুয়ার আলী। তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে কোন রক্ষাকবচ ছিলোনা, বা জিবরাঈলও তাদেও নিকট অহী নিয়ে আসতোনা। বরং খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ স্বয়ং বারবার তাদের ব্যাপারে ব্যাতিক্রমহীনভাবে তাঁর আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে বলেছেন "তোমার জাতি যদি জাহিলিয়্যাত, কুফ্র এবং শির্কে মজ্জাগত ও ঈমানে নবাগত না হতো"। তিনি আরো বলেছেন "অবশ্যই যদি ক্বোরেশরা ইসলামে নবাগত এবং শির্কে মজ্জাগত না হতো........"। রাসূল সঃ এর এ উক্তি থেকে স্বয়ং মা আয়েশা তার পিতা আবু বকর অথবা উমর, ওসমান ও আলী কেউই বাদ পড়েনি। এ হাদীসের বর্ণনাকারী বোখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইব্ন্ মাজাহ, দারেমী ও মাসনাদে আহমাদ।

অতএব, এসো হে আল্লাহর বান্দারা, এখন থেকে স্বতঃসিদ্ধ রূপে বুঝে নাও যে এক মাত্র হক্ব বা ন্যায়ই ন্যায়ের মাপকাঠি, অন্য কিছু নয়। হক্ব বা ন্যায়কে আল্লাহর ক্বোরআনে বর্ণিত অপরিবর্তনীয় বিধানে জেনে নাও। সকল নবীদের আল্লাহ সে মানদন্ডের উপর প্রেরণ করেছেন। সর্ব অবস্থা ও সর্বক্ষেত্রের জন্যে সূত্ররূপে জেনে রাখো "সত্য বা হক্ব কখনো ব্যক্তির দ্বারা জানা যায় না, হক্বকে জেনে নাও, তা হলেই তোমরা হক্বপন্থী ন্যায় পরায়নকে চিনতে সক্ষম হবে।"

* * *

কালের শপথ, অবশ্যই মানব জাতি বিপন্ন। আবার তাদের মধ্যে জ্ঞান পাপীরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ও অভিশপ্ত। এরা বিভক্ত ধর্ম ও মাযহাবের পুরোহিত শ্রেণী, যেমন ইয়হুদীবাদ খৃষ্টবাদ, হিন্দু ব্রাম্মন্যবাদ ও মুসলিম নামধারী শিয়া সুন্নীদেও প্রবক্তরা। এরা অন্যায়ভাবে জনসাধারণের ধন সম্পদ আত্মসাতের নিমিত্ত আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে। এরা সত্যকে জেনেশুনে তা গোপন করে। এভাবে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি। এভাবে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির পাপের কারণে আল্লাহ তাদের সাথে রোজ ক্বেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না এবং তাদের পাপমুক্ত করবেন না। (আল ক্বোরআন)

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র দ্বীন যার উপর তিনি তাঁর সৃষ্টি জগৎ কে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর এ দ্বীনী বিধানে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। এমন দ্বীন, যার উপর সব কিছুর ভিত, যা এক এবং ঐক্যবদ্ধ করে। তাতে কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যোগ করার ফাঁক নেই। ফেরক্বা ও বিভক্তি নেই, নেই মাযহাব সৃষ্টি ও শিয়া সুন্নী মতবাদের স্থান, "হিযবুল্লাহ" বা একমাত্র আল্লাহর দল ব্যতীত অন্য কোন দলাদলির কোন্দলের কোন সুযোগ নেই। ইসলামের আদি অনন্তের চূড়ান্ত এক বাক্য ও কালেমা (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله) "যে বলবে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই", বেহেশ্ত তার ঠিকানা। রাসূল সঃ বলেছেন (مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) সফলতা অর্জনের করতে হলে বলো (قُوْلُوْا لاَّ إِلَه إِلاَّ الله تُفْلِحُوْا) "লা ইলাহা ইল্লালাহ"। এর বাইরে ইসলাম নেই, ঈমান নেই।

কোন নবী রাসূল তাঁর নিজের জন্যে বা নিজ নামে কোন উম্মত বানাতে আসেন নি। তেমন অধিকার কারো ছিলো না। ইসলামের উম্মত এক, উম্মাতুন্ ওয়াহিদাহ্। তাতে কোন প্রকারের বিভাজন ও বিভক্তি নেই।

কিন্তু ইবলিস্, তার উপর আল্লাহর লা'নত এবং সকল অভিসম্পাতকারীর অভিসম্পাত, সে আল্লাহর নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে "মুস্তাকবির" হয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে একমাত্র দ্বীনের স্থলে বহু দিন। যাতে এক দ্বীন দিয়ে অপর দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়তে ও লড়াতে পারে।

অভিশপ্ত ইবলিস প্রথম যে কাজটি করেছে, তা হলো সে আল্লাহর একমাত্র দ্বীনকে বিভক্ত করেছে। এবং তারপর প্রত্যেক বানোয়াট ধর্মের জন্য পৃথক পৃথক পুরহিত ও মোল্লা দাঁড় করিয়েছে, যারা মানব ঐক্যকে খন্ডবিখন্ড করে মানুষকে বিভক্ত মায্হাব ও সম্প্রদায়ের দিকে ডাকে। ফলে জন্ম নেয় ইয়াহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ ও মোহামেডানবাদ প্রভৃতি। এ পুরোহিতরাই হলো ইয়াহুদী রাব্বাই, খৃষ্টান পাদ্রী ও তথা কথিত মুসলমান মোল্লা। এদের সবাইকে আল্লাহ ক্বোরআনে বলেছেন (سَمَّاعُون لِلْكَذِبِ أكاَّلُوْنَ لِلْسُّحْتِ) মিথ্যার প্রবক্তা ও হারামভোগী। এরাই হলো বনী আদমর পিতামাতার দাম্পত্য মিলনে জন্মানো শয়তানের বংশধর। শয়তান জন্ম লগ্নে এদের মাতাপিতার সাথে অংশগ্রহণ করে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআনে বলেছেন। وشَارِكْهُمْ فِيْ الأمْوَال والأوْلاَد "ওদের সন্তান ও ধন সম্পদে তুই ভাগ বসা"। (أَفَتَتْخِذُوْنَهُ وذُرِّيته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟) "হে মানুষ, তোমরা কি তারপরও শয়তান ও তার প্রজন্মকে আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু বানাবে? ওরা না তোমাদের শত্রু?

তবে হ্যাঁ, সঠিক ইসলামী আলেমরা ? তারাতো রাসূল সঃদের উত্তরাধিকারী! তারাইতো নবীদের আমানতের আমানতদার! " ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া" ও "উমানাউর রসুল"। তারা হালাল ব্যতিত খায়না, কালেমায়ে তাইয়েবা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মানুষকে আহ্বান করেনা, তারা একমাত্র অবিভাজ্য দ্বীনের প্রতি মানুষকে ডাকে, তারা আর কোন ফেরক্বা সৃষ্টি করেনা, সুন্নীও হয়না শিয়াও হয়না, মাযহাবও মানেনা এবং দলাদলিও করেনা। তাদের শিকড় একমুলের উপর দৃঢ়, তা অতল তলে স্থিত। এবং তাদের ঈমানবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা মহাকাশ ও মহাশূন্যে ব্যাপ্ত ও ব্যাপক। আল্লাহ স্বয়ং তাদের অন্তরে ঈমান অঙ্কিত করেন এবং তাদের তিনি সফল আল্লাহর দল।

আমার এ পত্রখানা শেষোক্ত আলেমদের জন্য উৎসর্গকৃত। অন্ধকার থেকে বের হতে নূরের পথের দিশা। চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত আল্লাহ তাদের অভিভাবক।
হে প্রভু আমার, আমাকে তুমি তোমার সত্যের দ্বারে প্রবেশ করাও, তোমার সত্যের নির্গমন পথে নির্গমন করাও, আমার জন্য তুমি অপরাজেয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থ করে দাও এবং তুমি সর্বশ্রুত সত্য ভাষা দান করো। আমীন

فقير رحمة ربه
ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব
তারিখ :১৪.০৯.১৪১৪ হিজরী
২৬.০৩.১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

যে শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়- সে শয়তানের প্ররোচণা থেকে পানাহ চেয়ে নিচ্ছি আল্লাহ্‌র নিকট । কারণ, শয়তান তার মিত্রদের মাঝে তার কুমন্ত্রণা বিনিময় করে মানুষের মধ্যে অন্যায় নিয়ে বিবাদ বাধানোর উদ্দেশ্যে । وإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلى أوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ، وإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ وإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْن অবশ্যই শয়তান তার মিত্রদের অহী বিনিময় করে তোমাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করতে । তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, "তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশ্‌রিক" । (আনআম-১২১)

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি বিশ্বাসীদের অভিভাবক । তিনি তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করেন, তাদের অন্তরে ঈমান অংকিত করেন, তাঁর রূহ দিয়ে সমৃদ্ধ করেন এবং তাদের তাঁর দলভুক্ত করেন । সবাই জেনে রাখো,"একমাত্র আল্লাহর দলই সফলকাম হবে ।" آلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْن.(মুজাদালাহ্‌-২২)

সম্মানীয় ভাই আয়াতুল্লাহ্‌ শাহরুখী খুররামাবাদী, আল্লাহ আপনাকে সে যোগ্যতা দিন, যাতে আপনার ও মুস্‌লিম উম্মাহর কল্যাণ সাধিত হয় । السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ وعلى مَنْ لَدَيْكُمْ مِنْ عِبَاد الله الصَالِحِيْن

আপনার ও আপনার সঙ্গী আল্লাহর ন্যায় পরায়ন বান্দাদের প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক ।

এ পত্রখানা আপনার জন্য এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের আধ্যাত্মিক নেতা ভাই আলী খামেনাঈ, আপনাদের রাষ্ট্রপতি ভাই হাশেমী রাফসানজানী এবং ইরানের উচ্চ পরিষদের আলেমদের জন্য ।

এ পত্র লেখক আপনাদের ভাই তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দানের স্বীকৃতি স্বরূপ লিখছে যে এ বান্দার জন্ম হয়েছে এমন এক পরিবারে, যে ঘরে ইসলামের গভীর চর্চা ছিলো । সে ঘরের শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক ছিলো আল্‌ ক্বোরআন, যা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল কৃত কিতাব । যে ক্বোরআনের শিক্ষা ডান ও বামে সম্মুখে ও পেছনে অসত্য শিক্ষার অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ । কৈশোরে এ বান্দা এতীম হয় । তখন তার প্রতিপালক আশ্রয়হীন অবস্থায় তাকে আশ্রয় দেন, পথের দিশাহারা অবস্থায় পথের দিশা দেন এবং সম্বলহীন অবস্থায় সম্বল দান করেন ।
অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান দানে ধন্য করতে থাকেন এবং তাঁর বিশেষ অনুকম্পায় তার ভাষায় ও কলমে আল্‌ ক্বোরআনকে সহজ করে দেন, যাতে বিশ্বাসীদের সুসংবাদ এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সতর্ক করতে সক্ষম হয় । যার ফলে ক্বোরআনের শিক্ষার অবমূল্যায়নের অপরাধে তাকে ও আপনাদের আল্লাহ ধ্বংস না করে দেন । কারণ ক্বোরআনের দ্বারা ন্যায় হয়েছে উদ্ভাসিত এবং অন্যায় অপসারিত । এরপরও যদি আমরা ক্বোরআনের শিক্ষায় ফেরৎ না আসি, তা হলে অচীরেই আমরা ও আপনারা এমনভাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নির্মূল হবো যে পিপিলিকার পদচারণার মতো ক্ষীণ শব্দও পৃথিবীতে আমাদের থাকবেনা । আমি সবার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সে পরিনাম থেকে পানাহ চাই ।
এ অধম বুঝ হওয়ার বয়স হতেই সত্যের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু হয় । তারপর থেকে গত চল্লিশ বছর ধরে একাধারে এ পথের পরিব্রাজক । বিরাম বিশ্রাম নেয়নি । এর মধ্যে হিজরত করে মক্কা ও মদীনায় এক নাগাড়ে দীর্ঘ ন'বছর কাটিয়েছে । এ দু'পবিত্র নগরীর পার্বত্য ও সমতল ভূমি, পাহাড় ও উপত্যকা ঘুরে বেড়িয়েছে । জাবালে "নূর" ও জাবালে "সৌর" এর গুহায় খাতামুন নাবিয়্যীনের পদ চিহ্ন খুঁজেছে । একদিনও আরব ও ক্বোরেশী জাহিলিয়াতের ছায়ায় কাটায়নি এবং ইব্রাহীম খলীল আঃ এর রূহের পরশ খুঁজে অতিবাহিত করেছে ।

মানুষের তৃপ্ত আত্মা সমূহ এক সংঘবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো । "আল আরওয়াহু জনুদুম মুজান্নাদাহ" । আল্লাহর সমৃদ্ধ আত্মারা সর্বদা নিজেদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলে । মক্কায়, কা'বাতুল্লাহে হজ্জ ও ওমরায় যাওয়ার বিধান সেখানকার স্মৃতিতে গাঁথা নবী রাসূলদের আত্মার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তার পরশ পেতে করা হয়েছে । ব্যাক্তি, পরিবার ও সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব পরিবার গঠনের শপথ, প্রশিক্ষন ও বিশ্ব সম্মেলনের অভিষেক এ হজ্জ । পর্যটন ও ভ্রমনের আনন্দ উপভোগ করে নামের সাথে "হাজী বা আল্‌হাজ্জ" যোগ করার জন্য এ হজ্জ যাত্রা নয় ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর হেদায়েতের নে'মত দানের শুকরানায়। আল্লাহর রহমতের দানের এ ভিক্ষুকের জীবনে আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম ও তাঁর আখেরী নবীর পদচারণা ভুমিতে ন'বছরের ধ্যান ও অধ্যাবসার জীবন তার বিশ্বাস, বুঝ, জ্ঞান ও ধ্যান ধারণাকে হযরত ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সঃদের রিসালাত ও সুন্নাতের প্রতিফলন দান করেছে। ফলে তার জীবন ও ধর্মীয় চিন্তা চেতনা সকল ফের্ক্বা, মাযহাব ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। তাই আজ সে শুধু একজন "হানীফ মুসলিম," যেমনটি ছিলেন বাবা ইব্রাহীম ও আখেরী নবী সঃ। সে নবীদের রিসালাত ভিত্তিক ইমামাতে বিশ্বাসী, এবং জাতি, বর্ণ ও গোত্র সংকীর্ণতা মুক্ত বিশ্ব ঐক্যের আহবায়ক।

সে জাহেলী ও অন্ধকার যুগের ক্বোরেশী খেলাফত ও ইমামতে বিশ্বাস করেনা। ফলে আখেরী নবী সাঃ এর ইন্তেকালের পর মিথ্যার উপর দাঁড় করানো ক্বোরেশী আবু বকরদের খেলাফত ও ক্বোরেশী-হাশেমী আলী ও তার বংশের ইমামতে বিশ্বাসী নয়। এবং ক্বোরেশী গোত্রবাদী খেলাফতের সুন্নী মতবাদকে ইয়াহুদী বর্ণবাদ, ও বনী হাশেমের আলীর পারিবারিক শিয়া ইমামতকে "ঈসা মারইয়াম" মতবাদের খৃষ্টীয় সংস্করণ মনে করে, যার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ বারবার সতর্ক করে গিয়েছেন।

রাসূল সাঃ আবু বকরকে তাঁর খলিফা নিয়োগ করে যান নি। এবং আলীকেও তাঁর বেলায়েত দিয়ে যান নি। কেন না নবীরা নিজেরাই খলিফা। তাঁদের আল্লাহ পৃথিবীতে খলিফা বানিয়ে প্রেরণ করেন। আর খলীফারা অন্য কাকেও খলীফা বানাতে পারে না। আল্লাহ ক্বোরআনে বারংবার বলেছেন, "আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাই এবং আমিই পৃথিবীতে ইমাম নিয়োগ করি"। إنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً وإنِّي جَاعِلُكَ لِلْنَّاسِ إمَاماً আল্লাহর এ ঘোষণার ভিত্তিতেই নবী রাসূলগন আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানান رَبَّنَا واجْعَلْنَامُسْلِمَينَ لَكَ ومِنْ ذُرِّيَتِنَا أمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ "হে আমাদের রব্ব, আমাদের ও আমাদের বংশধর থেকে আপনি মুস্লিম ও মুস্লিম উম্মাহ্ বানিয়ে দিন।" তদ্রূপ মুস্লিম জনগণকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তোমরা বলো,"হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেও প্রতিপালক আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।" رَبَّنَا اجْعَلنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِياً واجْعَلْنَا مِن لدنك نصيراً

নবী রাসূলগণ তাঁদের অনুসারীরা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ইমাম ও নেতা চেয়ে দোয়া করতে পারেন যিনি সবকিছুর "একমাত্র করনেওয়ালা"। যখনই কোন ব্যক্তি নিজে তার দাবী করে বসে, তখনই কোন ব্যাক্তি নিজে তার দাবী করে বসে, তখনই সে শয়তানের প্রভাবে পড়ে যায়। যেমন ইবলিস বড়াই করে নিজে খেলাফতের দাবী করে বসেছিলো। তাই সে ধিকৃত ও অভিশপ্ত হয়েছে চিরতরে।

আদম ও আদম সন্তানেরা আল্লাহর নিয়োজিত খলীফা, বা পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর প্রতিনিধি। যারা তাঁর শরীআ' বা বিধানের অনুগত, তারা তাঁর বাধ্য খলীফা বা 'মুসলিম'। যারা তাঁর বিধানে অমান্যকারী সৃষ্টির বিধান ও আইন মানে, তারা বিদ্রোহী খলীফা। এরাই ক্বোরআনের পরিভাষা "তাগুত", স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী। এরা আল্লাহর "কাফের" খলীফা।

অতএব প্রত্যেক মুসলিম মাত্রেরই সর্ব প্রথম ঈমানী কর্তব্য হলো যে তারা আল্লাহর বিধানের অনুসারী ইমামের পেছনে একত্র হয়ে তাদের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবণ যাপন করবে। এটাই হলো তাদের মুসলিম হওয়ার সনদ। ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তার ইমামের পরিচয়ে সনাক্ত করবেন। যারা আল্লাহর বিধানের অনুসারী ইমামের পরিচিতি লাভ করবে, তারা জান্নাতবাসী হবে। আর যারা খোদাদ্রোহী আইন ও তার নেতৃত্বের পরিচয় পত্র লাভ করবে, তারা তাদের নেতা ও প্রেসিডেন্টের সাথে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ এরা আল্লাহর বিধানের ইমামতের বিদ্রোহী।

হে রাসূল। দ্বীনকে বিভক্ত করে বিভিন্ন শিয়া (সম্প্রদায়) হয়েছে, তুমি তাদের কেউ নও। إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء (আনআম - ১৫৯) আল্লাহ ইয়াহুদীদের প্রতি লা'নত করেছেন তারা ইয়াহুদীবাদকে ধর্মরূপে গ্রহণ করার ফলে এবং ওযাইর নবীকে আল্লাহর বেটা বলার পাপে তদ্রূপ আল্লাহ বিপথগামী ঘোষণা করেছেন খৃষ্টানদের, খৃষ্টবাদকে ধর্মে রূপান্তরিত করার ফলে এবং মসীহকে আল্লাহর পুত্র বলার পাপে। এরা উভয়ই হযরত ইব্রাহীম আঃ প্রদর্শিত দ্বীনকে বিভক্ত করে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান হয়েছে। এর ফলে এরা সূরায়ে ফাতেহায় বর্ণিত "মাগদূব"

ও "দোয়াল্লীন" অর্থাৎ অভিশপ্ত ও বিপথগামী হয়েছে। এই পাপের ফলেই তারা আল্লাহর নির্বাচিত মানবজাতির ইমামত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এরা তাদের পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীম খলীল আঃ এর মাধ্যমে মানব জাতির ইমামত পেয়েছিলো। আল্লাহ যখন হযরত ইব্রাহীমকে অগ্নী পরীক্ষার পর বলেন, "আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম নিয়োগ করবো"إني جاعلك للناس إماماً তখন ইব্রাহীম আঃ বলেছিলেন "আমার বংশধরদের ইমাম বানাবেন না?" তখন আল্লাহ পাক বলে ছিলেন, জালেমরা আমার নিয়োগপত্র পাবে না।" "যারা আল্লাহর দ্বীনের সত্যকে গোপন ও বিকৃত করে, তারা ধরা পৃষ্ঠে নিকৃষ্ট জালেম,"؟وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ كَتِمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله "যারা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করে, তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট জালেম আর কে হতে পারে?" (বাক্বারা-১৪০)

হযরত ইব্রাহীমের বংশধরদের নিকট সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য ও শপথ ছিলো "খাঁটি দ্বীন কী একমাত্র আল্লাহর নয়?" এবং তিনি ব্যতিত তোমরা কাকেও বিধায়ক প্রতিপালক বানাবে না। কিন্তু তারা আল্লাহর সাক্ষ্য ও অঙ্গিকারের বিশ্বাস ঘাতকতা করে বলে ফেললো "হেদায়েত বা ঠিক পথ পেতে হলে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও।" وَ قَالُوْا كُوْنُوْا هُوْداً أَو نَصَارَى تَهْتَدُوْا.

ইব্রাহীম আঃ তো কখনো ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না! বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আত্মসমর্পক , তিনি কখনো মুশ্‌রিকদের মাঝে শামিল ছিলেন না । مَا كَانَ إِبَ◌ْرَاهِيمَ يَهُوْدِياً وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَ لَكِنْ كَ◌َانَ حَنِيْفًا مُسْلِماً অতঃপর আল্লাহ ইয়াহুদী-খৃষ্টান বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের হাত থেকে তাঁর দ্বীনকে পুনরুদ্ধার করে তাকে পনঃ তাঁর আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ কে প্রেরণ করে ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর পনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কারন আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম আঃ কাবা ঘর পুনঃ নির্মাণের সময় বিশেষ ভাবে দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ যেনো মক্কায় এমন একজন রাসূল পাঠান, যে মানব জাতির সামনে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পড়ে শুনাবে, আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা দিবে, ক্বোরআনী শিক্ষা বিশ্বময় প্রয়োগের প্রজ্ঞা শিখাবে এবং একমাত্র ক্বোরআনী শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে মানব জাতিকে পুতপবিত্র করবে। رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ(বাক্বারা-১২৯)

আল্লাহ তাঁর একনিষ্ঠ বন্ধু ইব্রাহীমের দোয়া ক্বুবুল করে সে অনুযায়ী মক্কায় আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে প্রেরণ করে অকৃতজ্ঞ ইয়াহুদীদের কর্তৃক ইব্রাহীমী দ্বীনকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টবাদের বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে পুনঃ একত্র করেন। দীর্ঘ তেইশ বছর সংগ্রাম করে মক্কা সহ সমগ্র আরবভূমিকে পবিত্র ও মুক্ত করে আখেরী নবী সঃ তাঁর বিদায় হজ্জে সে ঘোষণা দিয়ে যান। আল্লাহ তখনও অহী পাঠিয়ে অনুমোদন দান করেন। اَلْيَ◌ْ◌َومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً "আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ন করলাম, পূর্ন করে দিলাম তোমাদের উপর আমার নে'মতকে এবং তোমাদের জন্য দ্বীন রূপে ইসলামকে চূড়ান্ত অনুমোদন দান করলাম।" (মা'ঈদা-৩)

কিন্তু মরুবালুর মতো অনৈকের আরবজাতি, তাদের মজ্জাগত কুফরী স্বভাব এবং ইসলামে নব দীক্ষার ফলে তারা নবী সঃ মৃত্যুর পরই আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করে গোত্রীয় কুফরে প্রত্যাবর্তন করে। এবং আল্লাহর দ্বীনে মিথ্যা সংযোগ করে বিশ্ব ঐক্যের দ্বীনকে "আল আইম্মাতু মিন ক্বোরেশ" বা "নেতৃত্ব উমাইয়া ও হাশেমী হয়, শিয়া ও সুন্নী হয়, যেমনটি মিল্লাতে ইবরাহীমকে ভেঙ্গে বনী ইস্রাঈলরা ইয়াহুদী খৃষ্টবাদেও জন্ম দিয়ে অভিশপ্ত ও বিপথগামী হয়। বিশ্বময় মুসলিম নামধারী জাতি আজ সে অমার্জনীয় পাপে প্রায়শ্চিত্ত রত।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশেষ প্রদত্ত হয়ে তাকে অমান্য করে তারা আংশিক কাফের ও মুশরিক। আপনাদের ও আমাদের নিকট পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। আপনারা ও আমরা সে পূর্ণ কিতাবকে পেছনে ফেলে ঠেলে দিয়েছি, তাকে পূর্ণ ত্যাগ করেছি। যেমনটি রাসূল সঃ ক্বেয়ামতের দিন বলবেন, وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْراً "হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতি এ ক্বোরআনকে পরিত্যাগ করেছিলো"। (ফোরক্বান-৩০)

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন: তুমি কি যাদের কিতাবের অংশ বিশেষ দেয়া হয়েছিলো, তাদের দেখছোনা? أَلَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِيْنَ أُوْتُو نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ؟ (আল-ইমরান- ২৩) আংশিক কিতাব প্রাপ্ত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর আংশিক কিতাব ত্যাগ করে তারা আংশিক কাফের আংশিক অভিশপ্ত পাপী। আর পূর্ণ আল-ক্বোরআন প্রাপ্ত

আরব, পারস্য, আফগানিস্থান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী নামধারী শিয়া সুন্নীরা পূর্ণ ক্বোরআন ও পূর্ণ নবীর শিক্ষা পরিত্যাগকারী পূর্ণ অভিশপ্ত পাপী। এ পাপের গুরু ও লঘুর মানদন্ডে মেপে আল্লাহ লঘু পাপকারী ইয়াহুদী ও খৃষ্টান শক্তিকে গুরু পাপে পাপী মুসলিম বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আপনারা যে আমেরিকাকে "শয়তানে বুজুর্গ" বা বিশ্বের বড় শয়তান বলে আখ্যায়িত করছেন, তার সঠিক নয়। তারা যেমন আংশিক কাফের তেমনি আংশিক শয়তান। ধরা পৃষ্ঠে পূর্ণ কাফের পূর্ণ শয়তান হতে হলে যে পূর্ণ কিতাব ও ইসলাম প্রাপ্ত হতে হয়! ওটা তো ওদের নেই! ওটা যে চৌদ্দশত বছর ধরে শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের মাঝে!!??

আল্লাহ আমাদের পূর্ণ কিতাব দিয়ে আদেশ করেছেন পূর্ণ কিতাবে ঈমান এনে, নবীদের মাঝে কোন পার্থক্য না করে তাদের সমানভাবে মেনে পূর্ণ কিতাবে আমল করে সমগ্র বিশ্বে তার বিধান ও নীতিমালা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। আমরা ও আপনারা কি তা করছি?
আমরা ও আপনারা তা না করে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণে سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا "শুনলাম ও মানলাম" ত্যাগ করে سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا "শুনলাম ও অমান্য করলাম" (বাক্বারা - ২৮৫-৯৩) বলে আল্লাহর পূর্ণ দ্বীন ও খাতামুন নাবিয়্যীনের দীক্ষা বর্জন করেছি! ওদের মতো একাধিক ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি করে এক মানবজাতিকে খন্ডবিখন্ড করে শিয়া সুন্নী, আরবী আজমী, ইরানী, আফগানী ও তুর্কী তাতারী হয়েছি।

অতএব, আপনারা শিয়ারা ও সুন্নীরা হযরত ইব্রাহীম ও আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃ উভয়ের উত্তম আদর্শের পূর্ণ দ্বীন, বিকৃত ও প্রত্যাখ্যানকারী বড় কাফের ও বড় শয়তান, যে পর্যন্ত না পূর্ণরূপে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃদের দ্বীনে ফেরৎ আসবেন। তা'না আসা পর্যন্ত ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্রের পদতলে পিষ্ট হতেই থাকবেন।

ইসলাম থেকে অ-ইসলামে প্রবেশের এ অধঃপতন আরম্ভ হয় প্রত্যক্ষভাবে আবু বকরের মৃত্যুর পর থেকে। আবু বকর আখেরী নবী সঃ এর রিসালাত প্রকাশের পূর্বে প্রকৃতি ও স্বভাবে ইসলামের নিকটবর্তী ছিলো । সে এভাবে রাসূল সঃ এর উপর ঈমান আনে, যেনো সে তার অপেক্ষায় ছিলো। তাই আবু বকরের অনভুতিতে দ্বিধা ও সন্দেহহীনভাবে ইসলামে প্রবেশ করে। আবু বকরের পর যদি ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব রাসূল এর লালিত শিষ্য আলী বিন আবি তালিবের হাতে পড়তো, তাহলে সম্ভবনা ছিলো যে ইসলামী ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতো। কিন্তু আবু বকরের পরে উমর ইবন আল খাত্তাবের ক্ষমতায় আরোহন ইসলাম ও মুস্লিম উম্মাহর ভাগ্যকে একটি দ্বিমুখী রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। একটি রাস্তায় দিক ছিলো ধর্মের অধীনে রাষ্ট্র, এবং অপরটির
গন্তব্য ছিলো রাষ্ট্রের অধীনে ধর্ম। কিন্তু উসমান ইব্‌ন আফফানের খেলাফত, ধর্মকে রাষ্ট্রের অধীন করে দেয়, রাষ্ট্রের ধর্মের অধীন হওয়ার পরিবর্তে।

ওমর ইব্‌ন আল খাত্তাবের মধ্যে নিঃস্বার্থতা থাকা সত্বেও সে ছিলো তড়িৎ পরিবর্তনশীল ভাবপ্রবণ ব্যাক্তি। যেমন সে রাসূল সঃ কে হত্যা করতে এসে নিজেই মুসলমান হয়ে যায়। তা সরলতা সত্বেও চিন্তা চেতনা অগভীর ও দূর দৃষ্টি হীন ছিলো। অথচ রাসূল সঃ এর বিদায়ের পর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার জন্য বুঝের গভীরতা ও দূর দৃষ্টি অপরিহার্য ছিলো।

উমরের আমলে চার দিকে বিজয় ও মুসলিম রাষ্ট্রের সীমা সম্প্রসারণ কালে ইরান, সিরিয়া ও মিশরের মতো সমৃদ্ধ রাজ্য সমূহ বিজয় হলে দরিদ্র আরবদের হাতে সম্পদের বন্যা এবং ঐ সমস্ত দেশের সমৃদ্ধ অনৈসলামি সংস্কৃতি মদিনায় মহা প্লাবনের মতো এসে এক জগা খিচুড়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তখনই বিপরীত মুখী ধ্যান ধারণা ও জীবন মরণের সংঘাত শুরু হয়ে যায় জাযীরাতুল আরবে।

এ চরম স্পর্শকাতর সন্ধিক্ষনে, যখন মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত মাত্র স্থাপিত হচ্ছিলো, ওমরদের পক্ষে তখন পরাজিত সাম্রাজ্যবাদেও অপসংস্কৃতিকে একা সামাল দেয়া সহজ ছিলোনা। তখন উমর তাড়াহুড়া করে "দুষ্ট দিয়ে দুষ্ট দমন" চিন্তার বশবর্তী হয়ে রাসূল সাঃ এর হাতে মক্কা বিজয় কালে সাধারণ ক্ষমায় প্রাণে রক্ষা পাওয়া ইসলাম ও রাসূল সঃ এর চির শত্রু আসল মুসতাকবিরদের বিজিত এলাকায় শাসক নিয়োগ করে। উমর চাবুক মেরে চাবুকের ভয় দেখিয়ে এদের নিয়ন্ত্রণ করতো ও এদের থেকে কাজ নিতো। কিন্তু এরা তলে তলে তাদের বিষদাঁত ধারিয়ে নিজ নিজ অবস্থান মজবুত করে সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

www.janahjibreel.com +880 1552 331 779

সে সময় যদি উমর আলী সহ রাসূল সঃ এর কিছু ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের নিকট থেকে উপদেশ ও সহযোগিতা না নিতো, তাহলে তখনই বিপর্যয় ঘটে যেতো। উমরের এ শুভ বুদ্ধির ফলে তার শাসনামল চরম বিপর্যয় থেকে কোনরকম রক্ষা পেয়ে যায় সাময়িক ভাবে।

কিন্তু উমরের পর উমাইয়া বংশের উসমান খেলাফতে আসীন হলে সুযোগ সন্ধানীরা তাদের বিষদাঁত বের করা আরম্ভ করে। এবং উসমান রাসূল সঃ এর দ্বারা বিতাড়িতদের এনে তার চারিপাশে জমাতে শুরু করে। অপর দিকে এরা সবাই মিলে আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক পরিক্ষিত নিঃস্বার্থ "মুস্তাদআফ" দের অপসারণ করে তাদের পেছনে ঠেলে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এভাবে আল্লাহ তার রাসূলের চির শত্রু ও তাদের সন্তানদের হাতে প্রথমে মিশর ও সিরিয়ার কর্তৃত্ব চলে যায়। এর তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে বসে মদীনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে, এবং পরিনামে উসমানকে হত্যা করে। এ কুচক্রিদের এ প্রচেষ্টা এ জন্য ছিলো যে, যদি কোন প্রকারে মদীনার ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে উসামানের হাত থেকে আলীর হাতে হস্তান্তর হয়ে যায়, তাহলে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে এবং মুসলিম উম্মাহর ইমামত পুনঃ নবী সঃ এর শিক্ষার "অবশিষ্ট" ব্যক্তির হাতে চলে যাবে। ফলে তাদের চক্রান্তের আর কোন পথ থাকবেনা।

এরূপে "হিযবুশ শাইতান" বা "শয়তানের দল", "হিযবুল্লাহ" বা আল্লাহর দলের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে থাকে। ফলে পরবর্তী জানা ঘটনা ঘটে যায় এবং উসমান নিহত হয়। তার পর ঘটনা দ্রুত আরো জটিল মোড় নেয়। অসময়ে ক্ষমতা আলীর হাতে আসলেও তা আর সুসংহত করা আলীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এবং জাতির ভাগ্য ইসলামের চিরশত্রুদের হাতে চলে যায়, যাদের সাম্রাজ্যকে আখেরী নবী সঃ "মুলকুন আদূদ" বা কামড়ানো কুকুরের সাম্রাজ্য বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান।

মূল থেকে বিচ্যুত ইসলামী খেলাফাতকে পুনঃ তার মূলে ফেরৎ আনার আলীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো, আলী বিরোধীদের মজ্জাগত জাহিলিয়্যাত ও ইসলামে নব দীক্ষা। তার সাথে যোগ দেয় নারীর ফিতনা। রাসূল সঃ তাঁর জীবনাবসানের পূর্বে "আমি তোমাদের মধ্যে যতো বিপদ রেখে যাচ্ছি, তন্মধ্যে নারীদের ফিতনা সবচে মারাত্মক"। ما تركت أكبر فتنة للرجال من النساء

মা আয়শা আলীর বিরূদ্ধে তার অপূর্ণ বুদ্ধির ফলে যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়ে। অথচ ক্বোরআনে তা আল্লাহ সম্পূর্ণ রূপে হারাম করে দিয়েছেন। মা আয়শা মসজিদে নববীতে হাযার হাযার মানুষের উপস্থিতিতে চিৎকার দিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলো "উক্বতুলূ না'সালান, ইন্নাহু কাফারা", দাড়িয়া উসমানকে ক্বতল করো। সে অবশ্যই কাফের হয়ে গিয়েছে।

আবার আলীর সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতার ফলে উসমান হত্যার পর আলী খলিফা হলে মা আয়শা বলে ফেলে "উসমান মযলুম রূপে নিহত হয়েছে"। এ হলো মেয়ে মানুষের সীমাবদ্ধতার দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সীমাবদ্ধতার বন্দী মা আয়শা নাকি এ পদস্খলনের জন্য শেষ জীবনে কেঁদেছেন অনেক। কিন্তু সময় হারানোর পর কাঁদলেও ক্ষতি পূরণ হয়না। যে সর্বনাশ হওয়ার তা হয়েই গিয়েছিলো, যার মাশুল আজ পর্যন্ত গোটা মানবজাতি দিয়ে যাচ্ছে।

আলীর দু'পুত্র হাসান ও হোসেইন। হোসেইনের যে বুঝ ছিলো, তা তার বড়ো ভাই হাসানের ছিলোনা। হাসান তার নানা রাসূল সাঃ এবং তার পিতা আলীর প্রজ্ঞা ও দুরদৃষ্টি পেয়েছিলো। তাই সে অবস্থার পূর্ণ মূল্যায়ণ করে মুয়াবিয়া পুত্র ইয়াযিদের রাজা হওয়ার পর ঘোষণা দিয়েছিলো যে "ইব্রাহীম খলীল ও আখেরী নবী সঃ দের আদর্শ ইমামত ইয়াযিদের সিংহাসনারোহন ফলে উৎখাত হয়ে গিয়েছে, তাই এখন থেকে জুমআ' ও ঈদের জামাতের বৈধতা বাকী রইলোনা।"

অপর দিকে হাসান মুয়াবিয়ার সাথে মোটা ভাতার বিনিময়ে মুসলমান জাতির মধ্যে রক্তক্ষয় বন্ধের অজুহাতে সন্ধি করে ইসলামী খেলাফতকে উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার হাতে হস্তান্তর করে। হোসেইর এর ভয়াবহ পরিনাম আঁচ করতে পেরে এ সন্ধির বিরোধীতা করলে হাসান তাকে লৌহ বেড়ী দিয়ে শৃঙ্খলিত করার হুমকি দেয়।

উমাইয়া ঘাতকদের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগে হাসানের জীবনাবসান হওয়ার পর হোসাইন তার পরিনাম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কুফর ও জাহিলিয়্যাতের অপবিত্রদের অধীনে অপমানকর জীবন যাপনের চেয়ে তার নানা নবী সঃ এর পতাকা উত্তোলন করে শাহাদাৎ বরণকে শ্রেয় জ্ঞান করে কারবালায়, সপরিবার প্রাণ দিয়ে নানা ও বাবার সম্ভ্রম নিয়ে দাফন হয়ে মুয়াবিয়া ইয়াযিদের সাম্রাজ্যবাদের মুখে ক্বেয়ামত পর্যন্ত কালিমা লেপন করে যায়।

ইসলাম আল্লাহর দ্বীন। কোনো জন সম্প্রদায় বা নবী সম্প্রদায়ের কোন পৃথক দ্বীন নেই। তাই মানব সাধরণের কাজ হলো শুধু নবী রাসূলদের অনুসরণে, নবীদের প্রতি অহী মারফত যেরূপ নির্দেশ হয়েছিলো , সেভাবে জীবণ মরণ করা। আল্লাহ, তিনি একাই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের মালিক, সৃষ্টির প্রতিপালক তিনি। সৃষ্টির দ্বারে তিনি মুখাপেক্ষী নন। কোন ব্যাপারেই তিনি কারো দ্বারস্থ নন। সকল সৃষ্টি তার অস্তিত্ব ও টিকে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্ত তাঁর দুয়ারে ভিক্ষুক। নবী রাসূল ও পীর আউলিয়ারাও তাই। সকল সৃষ্টির তাঁর দাসত্ব করা তাদেরই স্বার্থে। যে যতো খাঁটি দাসত্ব করবে, তার ততো লাভ।

নবী রাসূলগণ, আদম থেকে মুহাম্মাদ সঃ পর্যন্ত, এবং ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সঠিক অনুসারী মানব গোষ্ঠি সবাই মিলে ইসলামী উম্মাহ। একমাত্র আল্লাহই তাদের সকলের প্রতিপালক। إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ/فَاعْبُدُوْنِ এ হলো তোমাদের একমাত্র উম্মাহ, আমি তোমাদের প্রতিপালক। তোমরা আমাকে শুধু ভয় করবে। (আল মু'মিনূন-৫২, আম্বিয়া-৯২)

কোন নবীর সাধ্য নেই নিজের কোন উম্মাৎ গড়ার বা নিজের প্রতি ডাকার, নিজের শিয়া বা দল গঠন করার। অথবা নিজের দিকে ডাকা, কোনটারই অধিকার তাদেরকে দেওয়া হয়নি। তাদের সবার একমাত্র কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে ডাকবে, যে বা যারা যখনই আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহর সাথে তাদের নিজের দিকে মানুষকে ডাকবে তারা নিশ্চিতরূপে তাদের নিজেকে আল্লাহর শরীকরূপে দাঁড় করাবে।

ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তারা নিজেদের ধ্বংস করবে, তাদের অনুসারীদেগকেও এমনভাবে ধ্বংস করবে যে তাদের দুনিয়া ও পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে। আমরা সবাই এ পরিনাম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

মানুষের মধ্যে যে ফেরক্বা সৃষ্টি ও বিভাজন, তা প্রাচ্য প্রতিচ্যের নামেই হোক, রক্ত, বর্ণ , ধনী দরিদ্রের নিরীখে বা দেশ ও ভাষার নামেই হোক, প্রত্যেকটি কাজ শয়তানের কাজ। যেমন অভিশপ্ত শয়তান ঘোষণা করেছিলো "অতঃপর আমি তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবো, পেছনে দাঁড়াবো, ডানে বামে হাতছানি দেবো ফলে দেখবেন যে তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ (আরাফ - ১৭)

আল্লাহ তার রিসালাতকে পূর্ণ করেছেন ধরার পৃষ্ঠে এবং তার দ্বীন ইসলামকে পূর্ণ করেছেন ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁর আখেরী নবীর মাধ্যমে। কিন্তু আরবরা তার রাসূলের দ্বীনকে তাঁর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই বিকৃত করে ফেলে। এবং এ দ্বীনের অবশিষ্ট অংশকে আলী ও তার ছেলে হোসাইনকে হত্যার মাধ্যমে প্রকারান্তে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলে।

মাসজিদে নববীকে ঘোড়ার আস্তাবলে রূপান্তরিত করে অপবিত্র করা, রাসূল দঃ এর দশ হাযার সাহাবীকে হাররায় ক্বতল করা এবং মাদীনায় মুসলিম নারীদের সপ্তাহ ধরে নির্বিচারে ধর্ষণ করা এবং সর্বশেষ বাইতুল্লাহকে আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার মাধ্যমে মুস্তাকবির আরবরা বস্তুতঃ তাদের জাহিলিয়্যাতে প্রত্যাবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। তারপর শুধু সাধারণ মুস্তাদআফ মু'মিনদের ভিতরে হাতে গোনা কিছু সাধারণ মানুষই তাদের ব্যক্তিগত দ্বীন-ঈমান রক্ষা করে মুসলিম রয়ে যায়। কিন্তু সমাজ গঠনে, সমাজ নিয়ন্ত্রণে ও রাষ্ট্রীয় রূপদানে তাদের কোন ক্ষমতাই আর রইলোনা। এভাবে আরবরা আল্লাহর জমীনে সম্পূর্ণ সংস্কারের পর পুনঃ জাহিলিয়্যাতে প্রত্যাবর্তনের ভিত রচনা করে। তারপর দিগবিদিকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মানসে পবিত্র জেহাদের নামে যে সমস্ত দেশ দখলের যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়, তা ধন সম্পদ লুটপাটের মাধ্যমে ভোগবিলাসের স্বপ্নপুরী প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছু ছিলোনা। এতে সবচাইতে ক্ষতি এই হয়েছে যে, এ সমস্ত দূষ্কর্মগুলো ইসলাম, ইসলামী পোষাক ও ইসলামী মুখোশ পরে করা হয়েছিলো।

কারণ, আরব মরুর দারিদ্র্য পীড়িত আরবরা তাদের জীবনে ইসলামের আগমনের ফলেই সর্বপ্রথম একচ্ছত্র রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিচয় এবং এর মাধ্যমে ভোগবিলাসের মুখ দেখতে পায়।

বিশেষ করে কথিত চার খলিফার যুগ শেষ হওয়ার পরে উমাইয়া ও আব্বাসীদের পূর্ব-পশ্চিমের অভিযাত্রা সমূহ এবং উত্তর দক্ষিনে তার সম্প্রসারণ আফ্রিকা, স্পেন এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলো দখলের অভিযাত্রা আরবদের ভোগবিলাসের জুয়ার নামান্তর ছিলো।

এই লুণ্ঠিত ধন দিয়ে আলহামরা প্রাসাদ তৈরী, কর্ডোভা ও স্পেনে ধরার স্বর্গ নির্মান, এগুলো কি ইসলামের নামে ইসলামের পর্দার আড়ালে দাজ্জালী ছিলোনা? ইসলামী সংস্কারের পরে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি ছিলোনা? আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সঃ এর রেসালাতের দ্বারা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পূর্নাঙ্গ রূপের তা' কি পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী ফিৎনা ছিলোনা?

ইসলাম, যাতে কোন সিজার খসরুও কল্পনাও করা যায়না, ইসলামের আখেরী নবীর বিদায়ের পরই কোন খসরু ও সিজারের অনুকরণে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষদিগকে শোষণের সূচনা আরম্ভ করে ক্বোরেশী, উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্যবাদীরা। ভরত ও মধ্য এশিয়ায় এবং ইউরোপের দ্বার প্রান্তে মোঘল ও তুর্কী অত্যাচারীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তারই ধারাবাহিকতা বৈ আর কিছু ছিলোনা।

রাসূল সঃ এর বিদায়ের পরপর যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাপ্রবাহ ঘটতে থাকে, তারই ফলশ্রুতিতে শয়তানের তরফ থেকে শিয়া সুন্নীর ধ্যান-ধারনা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়ানোর সূত্রপাত হয়। এর ফাঁকে সুন্নী ধারণা ও রাসূল সঃ পরিবারের অমূলক অতি ভালোবাসার ধ্যান ধারণা দাঁড় করানো হয়। অথচ বৈধ সুন্নত বলতে একমাত্র আল্লাহর সুন্নত ও বিধানই বুঝায়। যাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অকল্পনীয়। আহলে বাইত?! তারাতো বাইতুল্লাহর আদর্শের অনুসারী ও তাদের অনুসারীর প্রজন্মরা!

মুসলিম্ এবং মুমিনরা দুনিয়াতে পথিক! তাদের জীবন পথিকের বিরামহীন পথ যাত্রা বৈ আর কিছু নয়। তাদের ঘর নামের ঠিকানাতো তাদের প্রতিপালকের ঘর, কেননা তারা তো ঘরের মালিক নয়। তাদের ঘরবাড়ীগুলো কিছুদিনের বিরতিস্থল ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ তার খলীল ইব্রাহীম সঃকে তাঁর ঘর নির্মান করার স্থান নির্দেশ করেন। সেখানে নির্মিত ইব্রাহীম আঃ এর ঘর তাঁর সন্তানদের জন্য মাত্র কিছুদিনের ঠিকানা। আর তাঁর প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সে ঘর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। সে ঘরের পরিবেশে সেখানকার বাসিন্দা ও বহিরাগতদের সমান অধিকার। সে জন্য আল্লাহ ইব্রাহীম ও ইসমাঈল সঃদের আদেশ করেছেন। "তোমরা আমার ঘরকে শির্ককারী ও পাপাচারীদের অপবিত্রতা থেকে তাওয়াফকারী, এ'তেকাফকারী ও রুকূসিজদাকারীদের জন্য পবিত্র ঘোষণা করো"।

বনী আদমের জন্য এ পৃথিবী কর্মপ্রচেষ্টার স্থল মাত্র। আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে নির্দেশ করেছেন "তুমি মানুষদের বলো, তোমরা আমল করো, আল্লাহ তোমাদের আমল দেখেন। অতএব, মানুষের প্রাপ্য শুধু তার কর্মফল। অন্য কিছু তাকে দেওয়া হবেনা। তাই আল্লাহ তাঁর খলীলকে নির্দেশ করেছেন তাঁর যমীনকে তাঁর রিসালাত দ্বারা পবিত্র করতে এবং ঘরকে অন্যান্যদের আদর্শরূপে পবিত্র করতে। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আঃ ও তাঁর ভাইকে আদেশ করেছিলেন তাঁরা যেনো মিশরে তাঁদের ঘরগুলোকে এমনভাবে তৈরী করে, যেখানে সালাত ক্বায়েমের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই অমোঘ সুন্নাতের উপরই আল্লাহ তাঁর আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃকে দিয়ে এমন একটি ঘর দাঁড় করাতে বলেছিলেন, যে ঘরটি সকল পঙ্কিলতা থেকে হবে পবিত্র। যেমনটি আল্লাহ তাঁর খলীল ইব্রাহীম সঃ এর ঘর সম্পর্কে চেয়েছিলেন। তাদের উভয়কেই তাঁদের ঘরকে তাদের প্রতিপালকের জন্য মুক্ত ও পবিত্র করতে বলেছিলেন।

অতএব, ইব্রাহীমের "আহলে বাইত" তারাই, যারা ইব্রাহীমের আল্লাহর সাথেকৃত অঙ্গীকারের অনুসারী। আর যারা সে অঙ্গীকার ভংগ করবে, তারা ইব্রাহীম সঃ এর রক্তের সন্তান হলেও তারা তাঁর "আহলে বাইত" নয়। তদ্রূপ যারা আখেরী নবী সঃএর সঠিক অনুসারী, একমাত্র তারাই তাঁর "আহল" ও "আহলি বাইত"।

এই নিরিখে সালমান ফারসী এবং আম্মার ও যায়দ সদৃশ্য ইবন আল মাস্উদ, বিলাল ও সুহাইব, এবং রাসূল সঃএর "আহল" ও "আহলে বাইত"। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যারাই এ নিরক্ষর নবীর হুবহু অনুসরণ করবে, তারা সবাই নির্বিশেষে রাসূলের রেসালাতের ঘরের "আহলে বাইত"। তারা রাসূলের রক্তের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা নাই হোক। আর যারা এ সত্যের সাক্ষ্যকে গোপন করেছে, করে ও করবে কেউই আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অঙ্গিকার ও তার প্রতিফল পাবেনা। হোকনা তাদের অবস্থান পারিবারিক, গোত্রীয় ও ভাষায় নিকটতম।

আল্লাহ না করুন, এমন যারা অতীতে করেছে, বর্তমানে করছে ও ভবিষ্যতে করবে, তারা জঘন্যতম জালিম। তারা নবীদের সাথেও কৃত কোন অঙ্গিকারের আওতায় আসেনা, আসবে না। এর পরেও কি আমরা বলবো যে মুহাম্মাদ সঃ ও তার অনুসারী আবু বকর, আলী, উমর ও তাদের নাতি পোতারা শিয়া সুন্নী ছিলো? যেমনটি ইয়াহুদীরা বলেছিলো, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের নাতি পোতারা ইয়াহুদী ও নাসারা ছিলো?

এই মিথ্যা সৃষ্টি ও বাড়াবাড়ি শয়তানের প্ররোচনা থেকে সুত্রপাত হয়েছে। যাতে আমাদের মধ্যে ফেরক্বা ও বিবাদ বাধাতে পারে। এবং আমাদের ঠিক ঠিক ইহুদী খৃষ্টানদের পরিনাম ও পরিনিতির দিকে ঠেলে দিয়ে "মাগদ্বুব ও দোয়াল্লীন" বানাতে সক্ষম হয়।

আমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে এ পূর্ণ কিতাব এসেছে। এ কিতাব আল্লাহ তাঁর স্বীয় ইল্ম দিয়ে বিশদ ভাবে মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমতকে উদ্ভাসিত করেছেন। তার পরও কি আমরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের দিকে হাত বাড়াবো? অথচ যে দ্বীন বর্তমানে মানব সমাজে প্রচলিত আছে, তার দ্বারা বিভ্রান্ত মানুষ যখন রোজ কেয়ামতে ক্বোরআনের স্পষ্টরূপ দেখতে পাবে, তখন পৃথিবীতে যারা ক্বোরআন ভুল ব্যাখ্যার পিছনে দিন কাটিয়েছে, তারা তখন আর্তনাদ করে বলে উঠবে "আমরা কেন ব্যাখ্যার পেছনে দাড়িয়ে ছিলাম? আমাদের রাসূ লতো ঠিক ঠিক হক্ব তা আমাদের পৌছিয়ে দিয়েছিলেন "?

এরূপ কিছু ঘটবে বলেই আল্লাহ তাঁর রাসূল সঃকে আভাস দিয়েছিলেন। তার ফলে রাসূল সঃ বারংবার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, "আমার ব্যাপারে ক্বোরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখবে না। যদি কেউ কিছু লিখে থাক, তা হলে তা অবশ্য তা মুছে ফেলো।"(মুসলিম)لا تكتبوا عني غير القرآن شيئا ومن كتب غير القرآن شيئا فليمحة

রিসালাত সম্পর্কে উত্তম হাদীসে হলো আল্লাহর কিতাব "আল ক্বোরআন"। উত্তম হাদীসের কাছাকাছি "আদনাল হাদীস" হলো রাসূল সঃ এর নামে মিথ্যা বানিয়ে তা বিশ্বময় ছড়ানো হয়েছে। উত্তম হাদীস ও তার নিকটতমসমূহ সে গুলোই, যে গুলো ইসলামী উম্মাহকে এক ও ঐক্য বদ্ধ করে। আর নিকৃষ্টতম হাদীস গুলো সে গুলোই, যে গুলো ইসলামী উম্মাহর মধ্যে ফেরক্বা সৃষ্টি করে আনসার ও মুহাজির, আরবী, আজমী ও শিয়া সুন্নী সৃষ্টি করেছে।

আল্লাহর খাঁটি দ্বীন তাই, যা মু'মিন ক্রমে উন্নত করে, যে রূপ যায়্দ, বেলাল, আম্মার সালমান, সুহাইব প্রভৃতি মুস্তাদআফদের ও আরব মরুভূমির অজ্ঞ, কুফর ও নিফাক্বে পিড়িতদের ঈমান আনা সন্তানদের উন্নীত করেছিলো। এই নিরাময় ও নিরোগ করার "শিফা" প্রথাই আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত ইসলাম। **"এ নিরাময়ের ব্যবস্থা পত্র সর্বযুগ ও সর্বকালে ও সর্বস্থানের মানবসমাজের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য"।**

আর দ্বীনই যদি অখাঁটি হয়, তাহলে পুরো জিনিসটিই ওলোট পালোট হয়ে যায়। যেমন কথিত খেলাফতে রাশেদার পর "দ্বীনি দ্বায়িত্ব" "বদদ্বীনি" শাসকদের হাতে যাওয়ার ফলে ঘটেছিলো।

এধরনের বিকৃতি ও তার সর্বশেষ পতিক্রিয়া ও প্রতিফল হলো, ইরানী বিপ্লব ও তার বর্তমান অবস্থান। ইরান তার প্রাথমিক বিপ্লবে ইসলামের ঘোষনার ফলো - যে ইরানী বিপ্লব শুধু ইসলামী বিপ্লব-তাতে পূর্ব-পশ্চিম-আরবী-অআরবী এবং শিয়া সুন্নী এর বিভাজন নেই, তখন দেখতে দেখতে ইরানী বিপ্লব সুনামের শিখকে পৌছে যায়। কিন্তু যখন প্লাবনের ফেনা মিলিয়ে যায় এবং তলে তাই রয়ে যায় যা মূল-যে মূলতঃ ইরানী বিপ্লব আসলে শিয়া বিপ্লব, তখন তা ধপাস করে শিখর থেকে নীচে পড়ে যায়।

প্রথম প্রথম ইরান থেকে যখন নির্ভেজাল ইসলামী বিপ্লবের দাবী প্রচার করা হয়, তখন বিশ্বময় খাটি ইসলামের পিপাসু মানুষগুলো, যারা রাসূল সঃ এর বিদায় ও বিদায় ও তার খাটি অনুসারীদের স্মরনে খাটি ইসলামী বিপ্লবের অপেক্ষায় তাদের নিজ নিজ দেশের তাগুতি শাসনের যাঁতা কলে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো, তারা বিশ্বময় ইসলামী বিপ্লবের আশায় বিষ্ফোরনোন্মুখ হয়ে আশান্বিত হয়েছিল। এবং ঐ সমস্ত দেশ সমূহের স্বৈরাচারী ও নির্যাতক শাসকরা এক ভূকম্পের ভয়ে আতংঙ্কিত হয়েছিলো।
এ সন্ধিক্ষনে আপনারা ইরানী বিপ্লবের উন্মুক্ত আকাশের প্রস্থতা থেকে যদি সংকীর্ণতার গহ্বরে প্রত্যাবর্তন না করতেন , তাহলে আপনারা অবশ্যম্ভাবীভাবে বিশ্ব ইসলামী জাগরণের অবিসংবাদিত নেতা ইমাম হতেন।

আরেকটি অতি সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনা, যা এ পত্র লেখককে সর্বক্ষন পীড়া দিচ্ছে, তা হলো আফগানিস্তানের পরিস্থিতি। আল্লাহ সারা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য মনে হয় শেষ পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন। আফগানিস্তানে যেনো তিনি আফগান দেহ থেকে বিষাক্ত রক্ত বের করার জন্য অপারেশন আরম্ভ করেছিলেন। কারন আফগানিস্তান মুসলিম বিশ্বের সন্মিলিত দেহে তার অবস্থানের দিক দিয়ে হৃৎপিন্ডের মতো, পাকিস্তান, ইরান, ভারত, ও রাশিয়ার কবল থেকে সদ্যমুক্ত মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মাঝে।

এ অপারেশনের ফলে যখন আফগানিস্তানের দেহ থেকে পুরাতন জাতি গত দ্বন্দ্বের বিষাক্ত রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিলো, তখন যদি আপনারা তৈরী হয়ে তার স্থলে ফেরক্বাবাজি, ও শিয়া সুন্নী বিভেদেও বিষমুক্ত রক্ত সরবরাহ করতেন, তাহলে ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাওয়া এক অনন্য মাজেযা আফগানিস্তানে ঘটে যেতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আপনারাও সে মূহুর্তে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মতো বিষাক্ত রক্ত আফগান দেহে সরবরাহের প্রচেষ্টায় রত হন। মনে হয় যেনো সেখানে গোষ্ঠী স্বার্থের বিষাক্ত রক্ত সরবরাহের একটি নগ্ন প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছিলো। পাকিস্তানিরা দৌড়েছিলো সুন্নী রক্ত নিয়ে, সৌদিরা দৌড়েছিলো আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত ওয়াহাবী ইয়াহুদী খৃষ্টান মিশ্রিত কলুষিত রক্ত নিয়ে, এবং আপনারাও তাতে পিছপা হননি, আপনারা দৌড়িয়েছেন শিয়াদের ছয়দলের মিশ্রিত রক্ত নিয়ে।

এটা যে কতো দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়! ফলে আফগানিস্তান বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতিতে আপনাদের ও আমাদের কর্মফলে ভুগছে। সাবধান! আল্লাহর পর্যবেক্ষন কিন্তু সবার উপরে রয়েছে। সেই পর্যবেক্ষনকে মানুষের দৃষ্টি শক্তি দেখতে পায় না। কিন্তু সে মানুষের অন্তেরের দৃষ্টিও ধরে ফেলে। আল্লাহ সুক্ষ্মাতি সূক্ষ খোঁজ রাখেন। لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُوَاللَّطِيْفُ الْخَبِيْر (আন'আম-১০৩)

স্বচ্ছ উৎস থেকে ঝর্ণা বয়। তা মাটিকে সমৃদ্ধ ও শোধিত করে উর্বর করে, যার ফলে উত্তম ফসল হয়। তদ্রুপ দুষিত উৎস থেকে প্রবাহিত পানি মাটিকে দুষিত করে ফসলকে নষ্ট করে।

আল্লাহ নবী রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন কল্যাণ ও শোধনের উৎস থেকে। এবং আল্লাহর এ নিয়মে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সঃকে প্রেরণ করে দ্বীন রূপে ক্বেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির হেদায়েতের জন্য পৃথিবীর নিকৃষ্ট মুনাফেক্বী, কুফর ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে জর্জরিত জাতিকে হেদায়েত দান করে মানবতার চরম উৎকর্ষে উন্নীত করেছিলেন। তার পাশাপাশি শির্ক ও কুফরের নেতৃত্বদানকারী সম্মিলিত মুস্তাকবিরদের পরাজিত ও পদদলিত করেন। এটাই পৃথিবীতে অনাসৃষ্টির পর চরম কল্যানের সংস্কার। কিন্তু হায়, আরবরা পরাজিত ও পদদলিত করেন। এটাই পৃথিবীতে অনাসৃষ্টির পর চরম কল্যাণের সংস্কার। কিন্তু হায়, আরবরা এ মানদন্ড বদলিয়ে সংস্কারের পরে পুনঃ কুসংস্কার নিয়ে ধর্মের নামে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরে এবং আল্লাহর দ্বীনের নামে বানোয়াট ধর্ম নিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে দূর্নামগ্রস্থ করে। এর ফলে আল্লাহ স্পেন ও অন্যান্য জায়গা থেকে এদের নির্মুল করেন। ইহা সংস্কারের পরে কুসংস্কারের পাপে আল্লাহর আযাব। ইহাই সীমালজ্ঘন। আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেননা। কুফরী ও কুসংস্কারের পর যারা পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদর্শিত সংস্কার আনে তারাই "মুহসিনূন" বা বা উত্তম আল্লাহর বান্দা। "মনে রাখো অবশ্যই আল্লাহর রহমত মুহসিনদের জন্য অতি নিকটে"। إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (আ'রাফ -৫৬)

প্রত্যেক জাতির জন্য ভালমন্দ ক্রিয়া কর্মের আল্লাহর তরফ থেকে নির্দিষ্ট একটা সীমা বাঁধা রয়েছে। যখন সে সময় ফুরিয়ে যায় তখন তার ফলাফল রহমতের এ ভিক্ষুক তার দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে আসতে আগ পিছু হয়না وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ (আ'রাফ- ৩৪)

আল্লাহর রহমতের এ ভিক্ষুক তার দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে যে, আল্লাহ যে রূপ সুন্নীদেরকে তওবা ও ফেরৎ আসার সুযোগ দিয়েছিলেন, সেরূপ আপনাদের শিয়াদেরও আল্লাহর কিতাবের দিকে ফেরৎ আসার সুযোগ দিয়েছিলেন, সেরূপ আপনাদের শিয়াদেরও আল্লাহর কিতাবকে যারা স্বার্থকভাবে তেলাওয়াত করে, তারাই এতে বিশ্বাসী হয়। আর যারা এর অমান্য করে বা অমর্যাদা করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أوْلَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ أوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ (বাক্বারা - ১২১)

আল্লাহ দীর্ঘ চৌদ্দশত বছর ধরে সুন্নীদেরকে যে সুযোগ দিয়েছিলেন সঠিক ভাবে আল্লাহর কিতাবে ফেরৎ আসার জন্য, সুন্নীরা তার সদ্ব্যবহার করেনি এবং আল্লাহর নাযিল করা কিতাবেও ফেরৎ আসেনি। অথচ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উমর ইবন আব্দুল আযীযের ঘটনাকে তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। যাতে তারা বলতে না পারে যে আমাদের সামনে তো কোন দৃষ্টান্ত নেই যে আমরা তা দেখে পুনঃ নবী সঃ এর প্রদর্শিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ফেরৎ আসবো? কিন্তু সুন্নীরা এ সকল সুযোগ তাদের অন্যায়ের উপরে এগুয়েমীর ধৃষ্টতা সহকারে কাটিয়ে দিয়েছে। তার ফলে আল্লাহ তাদের সবাইকে "ফিলিস্তীনী" রূপে অভিশপ্ত করেছেন।

ঈমানদার বা বিশ্বাসী মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহর ঘোষনা "সৃষ্টি যার, নির্দেশ তার" أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ (আরাফ-৫৪) এবং আসমান জমিন ও ভূগর্ভে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক একমাত্র আল্লাহ । لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (ত্বহা– ৬) কিন্তু কাফেররা, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের ধারণা, মাটি ও তার সকল সম্পদ ,অর্থাৎ "আল ফুলূস ওয়াত্বীন" তাদেরই মালিকানাধীন , আল্লাহর নয়।

আরবীতে মাটিকে "ত্বীন" বলা হয় এবং সম্পদ ও ধনরত্নকে "ফুলূস" বলা হয়। যারা দেশের মাটিকে ও তার সম্পদের পূজারী হয়, তাদের আমরা "ফিলিস্তিনী" বলতে পারি। আরব বিশ্বের ফিলিস্তিন সমস্যাটা শুধু তাদের ভূখন্ড ও তার সম্পদেরই সমস্যা নয়। বরং তা মুসলিম নামধারী এক জনগোষ্ঠির ব্যাপক জাতীয় ও ধর্মীয় চরিত্রের বিকৃতির সমস্যা । যারা তাদের ধ্যান ধারণায় তাদের দেশের মাটি ও তার সম্পদের হিসাব নিকাশেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তারা কক্ষনো মুসলিম জাতি হয়না। এবং পরকালের কল্যাণও চায়না। তারা তাতে বিশ্বাসীও নয়। বরং তারা তাদের এ সীমাবদ্ধতায় ফিলিস্তিনী হয়ে যায়। তাদের একমাত্র হয় ভূমি দখল করা এবং তার সম্পদ আহরণ করা। এজন্য আল্লাহ যিনি সকল দেশ ও ভূমির মূল মালিক, তিনি ক্রমে এ সকল জতি সমূহের মাটির মালিকানা ছিনিয়ে নেন এবং তাদেরকে উদ্বাস্তু বানিয়ে দেন। এবং তিনি বহুক্ষেত্রে তাদের বিশ্বের ঘোষিত কাফেরদের পদতলে পিষ্ট করেন, যাতে তাদের পরিনামে বিবেকবান মানুষদের জন্য শিক্ষনীয় হয়। ঠিক এরূপে আরব সুন্নীরা আল্লাহ প্রদত্ত সময় কাটিয়ে তাদের খন্ডিত দেশ সত্বার মাটি ও পুজা আরম্ভ করে। ফলে তারা নিজ নিজ দেশে বিদেশী হয়ে নিজ জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। যদি তারা অচিরে আল্লাহর প্রদর্শিত পথে ফেরত না আসে, তাহলে তারা ইয়াহুদীদের পরিনামে নিক্ষপ্ত হবে। ইয়াহুদীরা এ পাপ করেই সারা পৃথিবীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিতাড়িত উদ্বাস্তু জীবন যাপন করেছে।

শিয়া ভাতৃগন, আল্লাহ আপনাদের প্রথম বারের মতো পরীক্ষার জন্য ইরানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত করেছেন, এটা দেখতে যে আপনারা প্রথমে মুস্‌লিম না শিয়া। আপনাদের ক্ষমতাধর শাহকে বিতাড়িত করে আল্লাহ গোটা ইরানে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দান করেছেন। এ ঘটনা আল্লাহ আল ক্বোরআনে বর্নিত সময়-যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে বিমুখ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের বাদ দিয়ে অন্য এক জাতিকে সে দায়িত্ব দেবেন, যারা তোমাদের মতো হবেনা। وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا أمْثَالَكُمْ (মুহাম্মাদ -৩৮)

আল্লাহ ঘোষিত সে নেতৃত্ব বদলের সময় উপস্থিত বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আমানত খেয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতক আরবদের হাত থেকে মুসলিম উম্মার ইমামত ও নেতৃত্ব আল্লাহ তাদের হাতে তুলে দেবেন, যারা সন্দেহাতীতরূপে প্রমান করবে যে তারা মুসলিম উম্মার চূড়ান্ত বিশ্বায়নে যোগ্যতম জাতি। কারণ, ইসলামী উম্মাহ

তার ঊষালগ্ন থেকে ক্বেয়ামত পর্যন্ত এক, অভিন্ন ও অবিভাজ্য জাতি। তারা নবী রাসূলদের এমন উত্তরসূরী উত্তরাধিকারী যে, নবী রাসূলদের যেমন কোন ব্যাপারে একত্রিত করলে সবার মুখ থেকে এক কথা বের হবে, তদ্রূপ তাদের মুখ থেকেও এক কালেমা ও শব্দ ব্যতীত কিছু শোনা যাবেনা।

অথবা আল্লাহ আপনাদের ইরানের ভূখন্ডে সর্বময় ক্ষমতায় আরব ও অনারব সুন্নী এবং শিয়া নির্বিশেষে প্রকৃত ইসলামে ফেরৎ আনার জন্য সেরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য বসিয়েছেন বলে মনে হয়, যেমনটি আল্লাহ হযরত ঈসা আঃ ও তার অনুসারীদের পাঠিয়েছিলেন বনী ইসরাঈলদের হযরত ইব্রাহীমের "হানীফ" ইসলামে ফেরত আনতে। কিন্তু তারা শয়তানের প্ররোচনায় সে দায়িত্ব ভুলে ও ত্যাগ করে হযরত ঈসার অনুপস্থিতির পর ইয়াহুদী ও খৃষ্টান নামে দুটি ফেরক্বায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে খৃষ্টানরা শয়তানের প্ররোচনায় বিবি মারইয়াম ও হযরত ঈসা আঃ এর আহলে বাইতের অতি প্রেমে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ, ঈসা ও মারইয়ামের নামে ত্রিত্ববাদ (Trinity) এর জন্ম দিয়ে নিজেরা বিপথগামী হয়ে অন্যদেরও বিপথগামী করে।

আল্লাহর রহমতের এ ভিখারী বান্দার আশংকা যে শয়তান আপনাদের সে ফাঁদ দিয়েই শিকার না করে, এবং আপনারা আখেরী নবী সঃ এর কল্পিত আহলে বাইতের অতি ভক্তির চক্রে পড়ে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের মতো "পাক পাঞ্জেতনের" যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যান। তাহলে আপনারা এ কুচক্রে পড়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সাধনের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে নিজেদের ইরানের চৌহদ্দীর মাঝে বন্দী হয়ে যাবেন এবং ফিলিস্তিনীদের মতো "ফিলিস্তিনী" আরেক ফিৎনা হয়ে যাবেন। অর্থাৎ ইরানের মাটি ও তার সম্পদ এবং আপনাদের শিয়া মতবাদ নিয়েই আপনাদের ভূবন গড়ে উঠবে। মুসলিম জাতিকে শিয়া সুন্নী ও বিভিন্ন ফেরক্বা থেকে মুক্ত করে "উম্মাতে মুসলিমায়" একত্র করার মহান কাজ আপনাদের দ্বারা আর হবেনা। আপনারা শিয়ারা মুসলিম জাতির খৃষ্টান সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করবেন, এবং সুন্নীরা ধারণ করবে মুসলিম জাতির ইয়াহুদী রূপ!

তার পর কি হবে? আল্লাহর সুন্নাহ বা অমোঘ বিধানে তার ঘোষণা অনুযায়ী তার গযবে আপনারা ও সুন্নীরা "Mistaken Word " বা ভুল শব্দের মতো মুছে যাবেন। ইসলামের বিশ্বায়নের জন্য আল্লাহ সম্পূর্ণ এক নতুন দেশের মানব গোষ্ঠিতে সেই গৌরবময় কাজের জন্য মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবেন। আপনারা কি বিশ্বাস করেননা যে আল্লাহ ঝুলন্ত তরবারীর মতো তার সাবধানবাণী ঘোষণা করেছেন যে তাঁর এ সতর্কবানীর বাস্তবায়ন হবেই হবে ? "হে রাসূল, বলে দাও যে প্রত্যেক জনগোষ্ঠির মর্যাদা নির্ধারিত হবে তাদের আমল অনুযায়ী। মানুষ যা করে সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক মোটেও নির্বিকার নন। তোমার প্রতিপালক দয়াশীল, তবে কারো মুখাপেক্ষী নন। তোমরা অবাধ্য হলে তিনি চাওয়া মাত্র তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার পর তিনি তাঁর কাজের জন্য অপর জাতিদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা করবেন, তোমাদের স্থলে তাদের উত্তরাধিকারী করবেন। যা তিনি তোমাদের সাবধান করেছেন, তা হবেই হবে। তোমরা তা কখনো ঠেকাতে পারবেনা। হে রাসূল ! তুমি তোমার জাতিকে বলে দাও "হে আমার জাতি, তোমাদের স্ব-স্ব অবস্থানে আমল করে যাও, যেমন আমি আমার অবস্থানে আমল করছি। তোমরা তোমাদের কর্মফলের দ্বারাই তোমাদের পরিনাম জানতে সক্ষম হবে। অবশ্যই জালিমরা সফলকাম হবেনা। " وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوْ الرَّحْمَةِ، إِنْ يَشَأ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ قَوْمٍ آخَرِيْنَ، إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لآت، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ، قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّار، إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمِيْنَ (সূরা আনআম - ১৩২-১৩৫)

এ পরিনাম থেকে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই আল্লাহর দরবারে পানাহ চাওয়া কর্তব্য।
আল্লাহ তার এ বান্দার অন্তরের পর্দা ইসলামের মর্মবাণী অনুধাবনের জন্য খুলে দিয়েছেন। তাই সে ইব্রাহীমী হানীফ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ফেরক্বার ধার ধারেনা। তাতে যেমন ইয়াহুদী খৃষ্টবাদ নেই, তেমনি শিয়া সুন্নীবাদও নেই। এ দৃঢ় এবং সুষ্ঠ অবস্থানে নিজেকে স্থাপন করে আমি সারা বিশ্বের খুঁটি-নাটি ঘটনা প্রবাহ নিরীক্ষণ আরম্ভ করি। বিশেষ করে তথাকথিত মুসলিম বিশ্বের সকল ক্রিয়াকলাপের উপর দৃষ্টি রাখা আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

গত ৪০ বছর ধরে বিরামহীনভাবে আমার এ যাত্রাতে কোথাও বিরতি নেই। এ সাধনায় এক মাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন এবং ক্বেয়ামতের দিন আমার মুক্তি। মক্কায় অবস্থানকালে ইরানে ঘটে যাওয়া বিপ্লব ও তার গতিবিধি নিরীক্ষণ করা আমার নিকট অগ্রধিকার পায়। যাতে আমি আমার প্রতিপালকের সন্মুখে রোজ ক্বেয়ামতে

ইরানের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হতে পারি। أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىَ نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، أَوْلَئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُبِيْنَ، اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيْثِ كتاباً متشابهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَىَ ذِكْرِ اللهِ، ذَلِكَ هُدَى اللهِ، يَهْدِيْ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ، وَمَنْ يُضْلِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

অতঃপর আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, সে তার প্রতিপালকের নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর স্মরনে যাদের অন্তর ফোটেনা, তারা স্পষ্ট বিপথগামী। আল্লাহ উত্তম হাদীস নাযিল করেছেন, যা পরস্পর সাদৃশ্য। যা বুঝার জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়। যাদের, অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তাদের দেহে শিহরণ জাগে। সে শিহরণ চামড়া থেকে হৃতপিন্ড পর্যন্ত সব বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের রূপ ধারণ করে। এটাই হলো আল্লাহর হেদায়েত প্রাপ্তি। যারা তা চায়, তিনি তাদের হেদায়েত দান করেন। আর এ থেকে আল্লাহ যাদের বঞ্চিত করেন, তাদের পথ প্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা থাকেনা। (ঝুমার ১২-২৩)

আমি আল্লাহর দরবারে আমার ও আপনাদের জন্য ইসলাম বুঝার সে অন্তরের প্রশস্তি চাই, যাতে তিনি আমাদের তাঁর নূরের উপর স্থাপন করেন। এবং কখনো যেনো তিনি আমাদের তাঁর কিতাবের মর্মার্থ বুঝার ব্যাপারে পাষাণ হৃদয় না করেন। তিনি যেনো তাঁর উত্তম হাদীসের অনুসারী করেন, যাতে দেহ ও অন্তঃকরণ আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয়। তিনিই একমাত্র সঠিক পথ দেখান। আমীন।

হে জ্ঞানী আলেম ভাইয়েরা, আল্লাহই একমাত্র হক্ব যিনি তাঁর হক্ব দিয়ে, হক্বের যোগ্য "আহলে হক্ব"দের মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। অতএব, হক্বের ধারক ও বাহক ব্যক্তি ও তার পরিবার বর্গ কখনো সমান হয়না। বরং এদের দুয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য। আল্লাহ সত্যের জন্য ইব্রাহীম আঃকে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা কতগুলো কালেমার মাধ্যমে পরীক্ষার পর। তিনি যখন কালেমা সমূহের পরীক্ষায় পূর্ন উত্তীর্ণ হলেন, আল্লাহ বললেন, "আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম নিয়োগ করতে যাচ্ছি"। ইব্রাহীম আঃ বলেছিলেন, "আমার বংশধরদের করবেননা ?" উত্তরে আল্লাহ পাক বলেছিলেন, "জালেমরা আমার নিয়োগ পাবে না।" অতএব, হক্ব, হক্বের যোগ্য লোকের কাছেই আসে। তার পরিবারবর্গের কাছে আসে না। আহলে বাইতের কাছেও আসে না, যে পর্যন্ত না তারা হক্বকে ধারণ ও বাস্তবায়নের যোগ্য হয়। এ হক্ব পরিবার ভুক্তদের বাইরের ব্যক্তিদের কাছেও আসে , যদি তারা আহলে হক্বের আদর্শের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়।

মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল্লাহ তার প্রতিপালকের প্রতি তার নিজের সর্বস্ব সমর্পন করে তার প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, যেমনটি তার আদি পিতা ইব্রাহীম করেছিলেন। তাই হক্বের রিসালাত তার কাছে এসোছিলো। এ রিসালাত কখনই তার কাছে ক্বোরেশী, হাশেমী ও আরবী হিসেবে আসেনি।

আলী ইবন্ আবি তালিব মুহাম্মাদ সঃ এর চাচাতো ভাই ছিলো। পোষ্যরূপে, সে তারই ঘরে শৈশব থেকে লালিত পালিত। তার প্রশিক্ষণে সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছিলো, যার ফলে তিনি তাকে তার মেয়ের জামাতা বানিয়েছিলেন। অতএব, আলী রিসালাত ও হক্বের ধারক বাহকের অনুসারী। আবু তালিব ও আব্বাস, তারা আব্দুল মুত্তালিবের দুই পুত্র। আবু তালিব সল্প সম্পদ ও অধিক সন্তানের জনক। পরিবার ও সন্তানের ভরণ পোষনে অপারগ। সে অবস্থায়ও সে তার এতীম ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মাদকে লালন করে। আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মাদের পিতা আব্দুল্লাহর ভ্রাতা। কিন্তু আব্বাস সূদের কারবারী, কুফর এবং সম্মিলিত কুফরির নেতা আবু সুফইয়ানের সহচর এবং আবু সফইয়ানের স্ত্রী হিন্দার অবৈধ প্রণয়ী। যার ফলে মুয়াবিয়াকে আব্বাসের ঔরসজাত সন্তান বলা হয়।

ইবন আব্বাস মুহাম্মাদ সঃ এর চাচাতো ভাই। তার জন্ম ও লালন পালন আলীর বিপরীত প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের পরিবেশে। তাই দেখা যায় যে, আলী কুফার প্রচন্ড শীতে পাতলা চাদর গায়ে কাঁপছে। কিন্তু মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ভান্ডার বাইতুল মাল থেকে নিয়ে মোটা কম্বল গায়ে দিচ্ছে না। তার ভয় তাতে যদি সে রাসূল সঃ এর প্রদর্শিত আদর্শের সীমা লঙ্ঘন করে ! আর আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ! সে যখন আঁচ করতে পারে যে আলী হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় হওয়া অনিশ্চিত এবং আলী তার নিকট বাইতুল মালের যে সুক্ষ্ম হিসাব চেয়ে বসেছে, তা তার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়, তখন সে রাতের অন্ধকারে বাইতুল মাল লুট করে মক্কায় আশ্রয় নেয়। এবং বাইতুল মালের সে অর্থ দিয়ে সুন্দরী সুন্দরী দাসী ক্রয় করে, তার পক্ষে যা স্বাভাবিক, সে ভোগে লিপ্ত হয়। আলী যখন পত্র লিখে বারবার দূত পাঠিয়ে

বাইতুল মালের অর্থ ফেরত চায়, তখন ইবন আব্বাস আলীকে ভীতি প্রদর্শন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি, যে আলী যদি বাইতুল মালের হিসাবের জন্য চাপ অব্যাহত রাখে, তাহলে ইবন আব্বাস সে অর্থ আলীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুতির জন্য মুয়াবিয়াকে দান করবে।

এর দ্বারা কি এ সত্যই অকাট্য রূপে প্রমান হয় না যে, কোন ঘর বা পরিবারই সে ঘর বা পরিবারের সদস্যদের সমান চরিত্রের করে গড়ে তুলে না, এবং তা সম্ভবও নয় ? অথবা কোন এক আদর্শের ঘরের বাসিন্দা হলেই সে ঘরের সকল বাসিন্দা সমান আদর্শের হবে, তাও অচিন্তনীয় ?

রাসূল সঃ এর চাচা হামযা তার ভাতিজা রাসূলের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে স্বগোত্রীয় ক্বোরেশী শত্রুদের কচু কাটা করে। অপর দিকে রাসূলের আর এক চাচা আব্বাস মক্কা অভিযান অবশ্যম্ভাবী টের পেয়ে পথিমধ্যে রাসূলের সাথে একত্রিত হয়। রাসূলের আশ্রয় পেয়েই সে তার সকল দুস্কর্মের সঙ্গী এবং সম্মিলিত কুফরী শক্তির নেতা আবু সুফইয়ানের প্রান রক্ষার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এর পরেও কি এসত্যেও স্পষ্ট হয় না যে, কোন ঘরই মহাপুরুষের জন্ম দেয় না ? একমাত্র ঈমান এবং ঈমানী জিন্দিগীর জন্য আত্মৎসর্গয় কালজয়ী মানুষের জন্ম দেয়।

আরও দৃষ্টান্ত সরূপ ভাবা যেতে পারে যে, হাসান ও হোসেঈন আলী ও ফাতেমার সন্তান, রাসূল সঃ আদরের কলিজার টুকরা। তারা উভয়ই কি দায়িত্বানুভূতি ও দায়িত্ব পালনে সমান ছিলো ? আমরা দেখতে পাই যে, হাসান তার পিতার সঠিক খেলাফতের উত্তারাধিকার ত্যাগ করে কোন বিশেষ এলাকার রাজস্বের বিনিময়ে মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অপর দিকে হোসেঈন পরিস্থিতির সঠিক মুল্যায়নের পর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কারবালায় সপরিবারে শাহাদাত বরণ করে চিরদিনের জন্যে বাতিলের মুখে কালিমা লেপন করে অমরত্ব অর্জণ করে।

আল্লাহই সঠিক জানেন রিসালাত, খিলাফত ও ইমামতের যোগ্য তার কোন বান্দা বা বান্দারা। অন্য কারো সাধ্য বা অধিকার নেই যে তার পূর্ব বাছাই করে। হোক না সে মোস্তফা, মুজতবা অথবা মোরতাদা। এরা কেউ খেলাফত বা ইমামতের নির্ধারক নয়। অতএব, এসো হে ঈমানদার ভাইয়েরা, আমরা সবাই আল্লাহর হুজুরে আত্মসমর্পণ করি। যে রূপ ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ গন করেছিলেন সে আল্লাহর কাছে, যিনি প্রকৃত রূপে বাছাই করে তার বান্দাদের কর্তৃত্ব দান করে থাকেন। বর্তমানে আমরা পৃথিবীর আয়ুষ্কালের পূর্নতার দ্বার প্রান্তে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সব দিক থেকে পৃথিবী তার দিগন্তকে সংকুচিত করছে। আল্লাহ ফিলিস্তিনি আরবদেরকে ইয়াহুদীদের পদতলে নিক্ষেপ করেছেন, বসনিয়ার নাম সবর্স্ব মুসলমানদের নির্মূল করছেন, ভারতে দীর্ঘ আটশো বছর ইসলামী শাসনের নামে শোষণকারী মুসলামানদের গরুর পুজারী হিন্দুদের হাতে নিধন করছেন এবং আপনারা যে দীর্ঘ আট বছরের যুদ্ধে সাদ্দামকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাকে আল্লাহ পেষণের যাঁতা কলে নিক্ষেপ করেছেন। আপনারা না বলতেন "সাহক্বান সাহক্বান বিল আক্বদাম, সানুহাত্তিমু রা'সাকা ইয়া সাদ্দাম " ! আপনারা কি তা পেরেছিলেন (পায়ের নিচে পিষে পিষে, সাদ্দামের মাথাকে আমরা গুঁড়িয়ে দেবো)।

একমাত্র আল্লাহই সম্মানিত করেন, আল্লাহই অপদস্ত করেন। সুন্নীদের কল্পিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থান আজ মৃত্যুর প্রহর গুনছে। এদেশটিই সে দেশ, যা আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকারে তার সরল সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ভাবতে কতো আশ্চর্য লাগে যে ভারতের সুন্নীরা একটি সুন্নী ইসলামী রাষ্ট্র নাকি প্রতিষ্ঠা করেছে একজন মূল ইসলামী অবিশ্বাসী আগা খানী শিয়া "মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র " নেতৃত্বে !! যেমনটি আপনাদের ইরানী শিয়াদের রাষ্ট্রের শাহেনশাহ ছিলো একজন ইসলামে অবিশ্বাসী "মুরতাদ শিয়া " ! আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে এরূপ ঠাট্টা তামাশার দৃষ্টান্ত কি আর মেলে ? তাই বর্তমানের সকল তথাকথিত সুন্নী ও শিয়া রাষ্ট্রসমূহের দিকে তাকালে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই যে, আল্লাহ ক্বোরআনে যে বলেছেন "তোমরা যদি আমার দ্বীনে ঠাট্টা তামাশা কর, তাহলে আমিও পরিনামে তোমাদের সাথে, তোমরা যেরূপ করেছো, সেরূপ অবশ্যই তোমাদের বিরূদ্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবো। إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ (সূরা হূদ-৩৮)

আল্লাহর এহেন ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র হওয়া থেকে আমি আমার ও আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

আয়াতুল্লাহ ভাইয়েরা এখনকি আপনারা আপনাদের অবস্থান ও অবস্থিতি বুঝতে পারছেন ? আপনারা এবং আপনাদের দেশটি চূড়ান্ত রূপে দু'টি পরিনামে নির্দিষ্ট, যার কোন তৃতীয় বিকল্প নেই। তা' হলো, হয় আপনার সারা বিশ্বে আল্লাহর নূরকে আল্লাহর বিজয় আল্লাহর সাহায্যের দ্বারা পূর্ণ বিজয়ী করবেন, অথবা সে দায়িত্ব পরিত্যাগ করার শাস্তিতে

এমনভাবে নিপতিত হবেন যে পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির ভাগ্যে তা জুটেনি। কারণ আল্লাহ আপনাদের ইরানী বিপ্লবকে এমনভাবে থলিতে সাজিয়ে আপনাদের দান করেছেন, যেমনটি আল্লাহ হযরত রূহুল্লাহর হাওয়ারীদেরকে আসমান থেকে "মা'ঈদা" দান করে করেছিলেন। আল্লাহর এই ফকীর যখন আপনাদের এ বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে চালিত করেছিলেন, তখন মক্কায় আল্লাহর খলীলের ঘর এবং মদীনায় আল্লাহর শেষ নবীর মসজিদে বিশেষভাবে এ'তেকাফ রত ছিলো। একদিকে বিশ্ব মুস্তাকবির তাগূতদের এজেন্ট আপনাদের শাহ অপর দিকে তখনকার মুস্তাদআফ আপনারা। তখন মুস্তাদআফদের চূড়ান্ত রূপে বিজয়দানের শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী "যদি দ্বীন পৃথিবী হতে বা ধরার মাটি থেকে বিতাড়িত হয়ে আকাশের সপ্তর্শীমন্ডলীর কাছে গিয়েও পৌছায়, তাহলে সেখান থেকেও পারস্যের কিছু লোক আল্লাহর সে দ্বীনকে ধরায় এনে তা প্রতিষ্ঠিত করবে ", এর প্রেক্ষিতে এ বান্দা আরও বহু এ ধরনের আল্লাহর বান্দাদের সাথে একাত্ম হয়ে আপনাদের সফলতার জন্য দোয়া করেছিল।
আপনাদের বিপ্লবের বাহ্যিক সফলতা দেখে এ বান্দা তার ধারাবাহিকতার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য হিজরতের জীবন সমাপ্ত করে দেশে ফেরৎ আসে। বাংলাদেশের মাটির উর্বরতা যাচাইয়ের জন্য প্রথমে বাংলাদেশেরই একজন শ্রদ্ধাভাজন আলেমে দ্বীনকে ময়দানে নামানো হয়। তিনি হাফেজ্জী হুজুর। তার ময়দানে অবতরন একটি আশাব্যঞ্জক সাড়ার সৃষ্টি করেছিলো। এ বান্দা তখন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তার ফলাফল নিরীক্ষণ করছিলো। হাফেজ্জী যেমন বয়োবৃদ্ধ ছিলো, তেমনি রাজনৈতিক ময়দানে তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণ দৃষ্টির অভাব ছিলো। তাই অতি সহজেই হাফেজ্জী এক অশুভ চক্রের মাঝে নিপতিত হয়ে তার সৃষ্ট জাগরণ হারিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

হাফেজ্জী হুজুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচরণের মধ্যবর্তী সময়ে তাকে আপনাদের ইরান সফরে আমন্ত্রিত করা হয়। ঘটনাক্রমে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর সময় পরিচিতি ঘটলে আয়াতুল্লাহ জান্নাতী এ বান্দাকেও নিমন্ত্রণ জানায়। হাফেজ্জী এ নিমন্ত্রণকে জোরালো সমর্থন জানালে এ বান্দাও তার সফরসঙ্গী হয়। কিন্তু সফরে তার নিজ খরচে যাতায়াতের শর্তে যেতে রাজী হয়। এ সফরকালে এ অধম বান্দা আপনাদের প্রয়াত নেতা, খোমেনী, বর্তমান আধ্যাত্নিক নেতা আলী খামেনাঈ, রাষ্ট্রপতি রাফসানজানি এবং বিশিষ্ট আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরী, শাহাবুদ্দিন মারআশী ও গুলপাইগেনী প্রভৃতির সাথে সাক্ষাৎ করে।

এ সাক্ষাতসমূহের প্রেক্ষিতে এ বান্দা আশাবাদের পরে খুব সতর্ক হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে। সফরে যাওয়ার পূর্বে আমি একটু বেশী আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু আপনাদের নেতৃবর্গের সাথে মত বিনিময়ের পর আমি অনেকটা শংকিত হয়ে পড়ি। তাই আমি এ পত্র লিখতে বসেছি। এ পত্র লেখার উদ্দেশ্য হলো আমার ও আপনাদের অবস্থান ও অনাগত পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহর মূল্যায়নের পূর্বে আমাদের ও আপনাদের মূল্যায়ন করে নেয়া। কারন সময় ফুরিয়ে গেলে সেদিন আর কারও অনুশোচনা ও সংশোধনের সুযোগ থাকেনা। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এ পত্র লেখায় বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণ ও তার পথ নির্দেশ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কারণ আল্লাহ মানব অন্তরের গোপনতম তথ্যও জানেন এবং তিনি সর্ব কাজের সর্বেত্তম সাক্ষী।

মু'মেনদের ঈমান ও বিশ্বাস হলো যে বিজয় একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকে আসে। আপনাদের শাহের বিরুদ্ধে বিজয় আল্লাহর তরফ থেকে যেমন এসেছিলো, তদ্রূপ "তাবাসের " সেই ঘটনাও আল্লাহ পাঠানো সৈন্যদের দ্বারা ঘটেছিলো। এর ফলে আপনদের আরও বিনয়ী হওয়া উচিৎ ছিলো।

অবশ্য সাদ্দাম আপনাদের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমন করেছিলো, ইরানের ভুখন্ড দখল করেছিলো এবং পাশবিক ধ্বংসাত্নক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিলো আপনাদের শহর ও গ্রামগুলোর উপর। কিন্তু আল্লাহ তাঁর দানে আপনাদের মাধ্যমে সাদ্দাম ও ও তার সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে আপনাদের ভুখন্ড উদ্ধার ও মুক্ত করার তৌফীক দিয়েছেন। তারপরে আপনাদের জন্য উচিৎ ছিলো বসর জয় করনার্থে আপনাদের লক্ষ লক্ষ অমূল্যপ্রাণ বিসর্জন না দিয়ে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা। তাহলে যুদ্ধ প্রান্তের বার সাম্য আপনাদের পক্ষে অবস্থান করতো। তখন বিশ্ব জনমত বলতো যে, ইরান শুধু তাদের নিজেদের ভুখন্ড পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ চালিয়েছে, অন্যের ভূখন্ড দখলের জন্য নয়।

কিন্তু আপনারা যুদ্ধ চালিয়েই গেলেন যে পর্যন্ত না সাদ্দাম বৃষ্টির মতো তেহরানের উপর ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করলো এবং আপনারা উপায়ন্তর না দেখে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হন। এভাবে ভারসাম্য আপনাদের পক্ষ থেকে সাদ্দামের পক্ষে চলে যায়।

ইমাম খোমেনীর সাথে সাক্ষাতকালে আমি নিরাশ হয়েছি যে, আপনাদের ইমাম সাদ্দাম বিরোধী তিক্ততায় চরম প্রান্তে অবস্থান করছিলো। তখন আমার মনে হয়েছিলো আপনাদের নেতৃত্বের মাঝে ঈমান ছিলো শক্তিশালী, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ছিলো দুর্বল। ফলে আপনাদের ভান্ডারে যদি সে সমস্ত অস্ত্রাদি থাকতো, যেগুলো সাদ্দামের কাছে ছিলো , সে গুলো আপনারা নির্দ্বিধায় সাদ্দামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। অপরদিকে সাদ্দামের কাছে ছিলো ক্ষীণ ঈমান ও সবল ধৈর্য্য ও সহনশীলতা। ফলে সে সমস্ত মারাত্মক অস্ত্র সমূহ আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেনি, যেগুলো সে কুয়েত সংকটের সময় সৌদী আরব ও ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলো এভাবে যুদ্ধের পাল্লার ভার সাদ্দামের দিকে চলে যায়, যা পূর্বে ইরানের পক্ষে ছিলো। ইরান দীর্ঘ আট বৎসরের যুদ্ধে যখন বশ করতে অপারগ হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তাঁর অভাবনীয় পন্থায় এক ধাক্কা মেরে সাদ্দামকে আপনাদের কাছে আত্মসমর্পন ও আশ্রয় চাইতে বাধ্য করে। ঠিক সে মুহুর্তে ইরান চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই ব্যর্থতা আপনাদের সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছে। অপর দিকে সাদ্দাম বিশ্বের ত্বাগূতদের মোকাবেলায় দৃঢ়তার পরিচয় রেখেছে।
মান সম্মান ও শক্তি সবটাই আল্লাহ তাআ'লার হাতে। যখনই বান্দা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্মান পেতে চায়, তখনই আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন। আরবরা কুফরী করেছে, যখন বলেছে "আল ইয্যাতু লিল আরাব" অর্থাৎ সকল সম্মান আরবদের।

সাদ্দাম আগ্রাসনকারী, তারা নিজেকে সম্ভাব্য সকল সমর সম্ভার দিয়ে সজ্জিত করেছিলো। ফলে দম্ভ করার মতো শক্তি তার দৃষ্টিতে তার হাতে ছিলো। কিন্তু সে সত্যিকারে মু'মিনের ঈমান ও বিশ্বাস থেকে উলঙ্গ ছিলো। এই নগ্নতা ও বঞ্চনা রূহানী সমৃদ্ধি লাভ করে।
ঈমানহীন আরব সাদ্দামের এই রূহানী শক্তি না থাকার ফলে শয়তান একবার তাকে উৎসাহিত করে কুয়েত দখল করতে। আল্লাহ বলেন, "তুমি কি দেখোনা আমি কাফেরদের কাছে শয়তানকে পাঠাই। শয়তান তাদের উপর সওয়ার হয়ে খোঁচাতে থাকে। তাই তুমি কাফেরদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা। আমি তাদের ধরার জন্য প্রতি মুহুর্তে গণনা করছি ? " أَلَمْ تَرَ أَناَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَأُزُّهُمْ أزاً فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَداً (সূরা মারইয়াম ৮৩-৮৪)

সাদ্দাম যদি মু'মিন হতো অথবা সঠিকভাবে তওবা কওে আল্লাহর দ্বীনে ফেরত আসার ঘোষণা করে তা এক বছর কাল আমলের মাধ্যমে প্রমাণ করতো, তারপর যদি সে গোটা সৌদী আরব, আমিরাত, ওমান ও ইয়েমেন দখল করে নিতো, তাহলে গোটা এলাকার সাধারণ জনগণ "তালাআল বাদরু আলাইনা" বলে তাকে স্বাগত জানাতো, যেমনটি আখেরী নবী সঃ কে হিজতের সময় মদীনাবাসী জানিয়েছিলো। আরব বিশ্ব সহ সারা মুসলিম বিশ্বের আপামর জনতা সাদ্দামের পক্ষে ইস্পাত ঢালাইকরা প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতো।

আল্লাহর রহমতের এ ফক্বীর বান্দা অহী অবতরণের স্থল এবং মদীনা মুনাওয়ারায় দীর্ঘ নয় বছর অবস্থানকালে সেখানে আগমন ও নির্গমনের সাথে সংযোগ স্থাপন করায় সচেষ্ট ছিলো। মুসলিম বিশ্বে পুনঃ সত্যিকার ইসলামী জাগরণের আশা ও আকাঙ্খায় বিদগ্ধ আল্লাহর বান্দাদের অন্তরের এ আকুতি সে অনেকের নিকট থেকে শুনতে পেয়েছে যে, তারা দোয়া ক্ববূলের স্থানগুলোতে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বিগলিত আত্মায় নিজেদের উজাড় করে আল্লাহকে ডেকেছে এবং বলেছে," হে আল্লাহ তুমি আমাদের বর্তমান অবস্থায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তোমার তরফ থেকে বিশেষ সাহায্যকারী অভিভাবক স্বরূপ ইমাম ও নেতা দান করো" رَبَّنَا اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًاً (সূরা নিসা -৭৫)

এ রূপ অবস্থায় ইরান যদি তার ঘোষিত সঠিক ইসলামী অবস্থানে দৃঢ় হয়ে যেতো এবং তার বিপ্লবের আবেদন সারা মুসলিম জনগণের মধ্যে বয়ে নিয়ে যেতো, যারা তাদের স্ব-স্ব ত্বাগূতী সরকারের নির্যতানে চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তাহলে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত হযরত নূহের তুফানের মতো ইসলামী বিপ্লবের এক মহা প্রলয় সংগঠিত হয়ে যেতো। সে বিপ্লবের ঢেউকে ঠেকানো মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের বিদেশী প্রভুদের সম্মিলিত শক্তির পক্ষেও সম্ভব হতোনা। কারণ, তা হতো আল্লাহর মদদ্পুষ্ট বিপ্লব। আল্লাহ কখনো তাঁর বিপ্লবের নূরকে পূর্ণ না করে ক্ষান্ত হননা, যদিও বিশ্বের ত্বাগূতী কাফের শক্তি তা কখনো চায়না। وَيَأْبَى اللهُ إلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ (সূরা তাওবা - ৩২)

যদি সাদ্দাম বেঈমান না হতো, যেরূপ আমি পূর্বে ঈঙ্গিত করেছি, তাহলে গোটা আরব বিশ্ব দখল করার পর সৌদী রাজ পরিবার ও কুয়েতের সাবাহ পরিবারের নাম নিশানাও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মিটে যেতো। তারা এক মুহূর্ত সুযোগও পেতোনা তাদের ইহুদী খৃষ্টান প্রভুদের তাদের রক্ষার জন্য অবশিষ্ট থাকতো না।

অতএব, মুসলিম বিশ্বের পুরা সমস্যাটাই বহির্শত্রুদের ব্যাপার মোটেও নয়। পুরো সমস্যাটাই আপনাদের ও আমাদের ঈমান, চরিত্র ও আমলের মানদন্ডের। আমরা সবাই নির্বিশেষে তৌহীদ বাদ দিয়ে বহু ইলাহ বানিয়ে তাদের আল্লাহর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়েছি। মূল দ্বীন ত্যাগ করে শিয়া সুন্নীর মতো বহু বানোয়াট ধর্মমতের জন্ম দিয়ে তাতে বিবাদে লিপ্ত রয়েছি। পরন্তু এ মিথ্যাচারকেই দ্বীন বলে আল্লাহকে তা শেখাতে চেষ্টারত রয়েছি। ফলে এই ভ্রষ্টাচারের জন্য আমরা যখনই মানুষ কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছি, তখনই এ পাপের শাস্তিকে আমরা আল্লাহর আযাব মনে করছি। আল্লাহ কি আমাদের এই মনের পচন ও পংকিলতা জানেন না? فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ (সূরা আনকাবূত - ১০) আমি আল্লাহর নামে শপথ করে তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি, অতীত ও বর্তমানে আমাদের উপর যা ঘটেছে সে সমস্ত সংকট ও মহাবিপদ সমূহ আল্লাহ তাঁর দ্বীনের শত্রুদের তরফ থেকে আমাদের উপরে নিপতিত করেননি মোটেও, বরং আমাদের অর্জিত পাপের স্বাদ উপলব্ধির নিমিত্ত তা আমাদের উপর আল্লাহ সব সময় প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন। আমাদের এসকল অপরাধগুলো আল্লাহতার নেয়ামতের নাশুকুরী করে আমরা তা ঘটিয়ে থাকি। ফলে ইয়াহুদীদের মতো পাপকার্যে ধৃষ্টতাপূর্ণ একগুয়েমীর ফলশ্রুতিতে আমাদের উপর আল্লাহ আযাব নেমে আসে।

বর্তমানে সাদ্দাম ও তার ইরাক একটি দুর্ভেদ্য লৌহ পিঞ্জিরায় পতিত হয়েছে। তা থেকে কখনো তার মুক্তি নেই যে পর্যন্ত না শিকারীরা তাদের স্বার্থে তা উম্মুক্ত করে।

ইরানে ক্ষমতায় অধিষ্টিত ভাইয়েরা, সাদ্দামের এ বন্দী দশায় আপনাদের আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। সে আপনাদের উপর আগ্রাসন করেছে বলে আপনাদের বলে আপনাদের কেরামতে তার এ দশা হয়নি। বরং তা আল্লাহর অমোঘ বিধান অনুযায়ী ঘটেছে। যখন মানব জাতি পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়, তখন দুষ্ট দমনে আল্লাহ এক দুষ্টের মাথা দিয়ে আরেক দুষ্টের মাথা ভাঙ্গেন। وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسِ بَعْضَهِمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الاَرْضُ (সূরা-বাক্বারা-২৫১)

রূহানী ভাইয়েরা আমার, সত্যিকারের রূহানী দৃষ্টি দিয়ে পরিস্থিতির গভীরে তাকিয়ে দেখুন, আরবরা আল্লাহ দ্বীন ত্যাগ করে মুস্তাকবির হয়ে স্বীয় কর্মে ও পাপে এক দাসত্বের বাঁধনের ফাঁদে পতিত হয়েছে। বিশ্বের তাগুতের হাতে এ বাঁধনের রশি। তারা প্রতিক্ষন ফাঁসির রশির মতো একে টানছে। ফলে আরবদের তা থেকে মুক্তির সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে এ ফকির বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস যে আল্লাহ তাঁর ক্বোরআনে ঘোষিত সতর্কবানী অনুযায়ী আরবদের মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব হতে চিরতরে বরখাস্ত করেছেন। إِنْ يَشَأ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ، كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِيْنَ (সূরা আনআম-১৩৩) আল ক্বোরআন ভিত্তিক আখেরী নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের নিরিখে আরব বিশ্বের নেতারা সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহ দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের স্বস্ব রাষ্ট্রীয় সীমার জনসাধারণকে ইহকাল ও পরকালের জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوارِ جَهَنَّم

অপরদিকে আপনাদের অবস্থান কোথায়? আপনাদের পশ্চিম সীমান্তে বিশ্বের তাগুতদের বেষ্টনী সুদৃঢ়। পশ্চিম দিকে কোন গমন পথ বা পশ্চিম থেকে কোন প্রবেশ পথ আপনাদেও জন্য অকল্পনীয়। অতএব, পশ্চিম সীমান্ত আপনাদের জন্য বন্ধ যে পর্যন্ত না আপনারা দুনিয়ার জন্য আখেরাত বিক্রি করে তাগুতের সাথে পনঃ মৈত্রীতা স্থাপন করেন। কারণ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা মোমেন থাকাবধি ওরা তোমাদের কোনো ছাড় দেবে না لا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤمِنٍ إلاًّ وَلاَ ذِمَّةًّ (তওবাহ-১০) আর যদি তাগুতের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে আপনারা সম্মত হন, তাহলে পারস্যবাসির ভাগ্যেও আরবদের ভাগ্য একাকার হয়ে যাবে। যদি আপনারা ঈমানী অবস্থানে দৃঢ় থাকেন, তাহলে আপনারা সর্বক্ষন তাগুতের পর্যবেক্ষনের অধীনে থাকবেন। যে মুহুর্তে বিশ্বের তাগুত শক্তি আপনাদের উপরে ঝাপিয়ে পড়বে।

অতএব, বৈরী আরবদের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক পনঃ স্থাপন এবং তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে আপনাদের কখনো অবস্থার উন্নতি হবে না। বরং তাগুতের দোসরদের সাথে সন্ধি স্থাপন হলে আপনারা আল্লাহর

সাহায্যে হারাবেন। কারন, আরবরা অবশ্যই ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্রের সাথে মিত্রতা করার পাপে আল্লাহর সীমা লংঘনকারী পাপিষ্ট খোদাদ্রোহী জাতি।

এ পরিস্থিতিতে সকল মু'মিনদের তাদের ঈমানী শক্তিকে আরও দৃঢ় করার একমাত্র পন্থা হলো, আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে তাক্বওয়ার রশিকে কামড়ে ধরে রাসূল সঃ এর অনুসরনে ক্বোরআনের উপর আমল করা। তাহলেই আল্লাহর সেই নূর আমাদেরকে পৃথিবীর তাগুতের আনবিক অস্ত্রের 'নার' অর্থ্যাৎ আগুন থেকে সে ভাবে রক্ষা করবে যেভাবে সে নূর আল্লাহর খলীল ইব্রাহীমকে নমরুদের আগুন থেকে রক্ষা করেছিলো। আপনাদের উত্তরে কাফের রাশিয়ার অজগর বিষাক্ত নিঃশ্বাস ত্যাগরত, যাতে আপনারা আপনাদের ইসলামী বিপ্লবের প্রভাব সোভিয়েত খবীসদের হাত থেকে সদ্য মুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ছড়াতে না পারেন।

অতএব আপনাদের উত্তর ও উত্তর সীমান্ত অবরুদ্ধ। আর আপনাদের দক্ষিন?! সেখানে তো সমুদ্রের অথৈ পানি!

আপনাদের পূর্বে আহত ক্ষতবিক্ষত আফগানিস্তান। এ পরিস্থিতিতে সকল মুসলিম বান্দাদের যারা আল্লাহর ও তার ফেরেশতা, আসমানী কিত্বাব সমূহ এবং রাসূলগনের তাওহীদি ঈমান রাখে-তাদের কর্তব্য হলো ক্ষতবিক্ষত আফগানিস্তানে তাজা ও নির্দোষ রক্ত দানে সশ্রুশার মাধ্যমে তাকে সারিয়ে তোলা। সেখানে কি হচ্ছে? কোথায় তার শশ্রুশা করা হবে, সেখানে আপনারা দৌড়াচ্ছেন কসাইর ছুরি নিয়ে। এক অঙ্গ কাটার জন্য চার মাযহাবের কসাইরা দৌড়াচ্ছে। আর এক অঙ্গ কাটার জন্যে সৌদি ভাড়াটে সালাফী নামধারী খঞ্জর নিয়ে ছুটছে। এবং আপনারা ইরানী শিয়ারা কি করছেন?

এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের জন্য আফগানী দেহে কি বাকি রইলো? এ আফগানিস্তানেই একদা ইসলামী বিপলব সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌছেছিলো। সৈয়দ আহম্মদ বেরলভীর জেহাদে অর্জিত বিজয়ের ফল সেখানকার মাযহাবী ফেরক্বার দন্দ্বে নস্যাৎ হয়ে যায়।

আমি মনে করি এ সন্ধিক্ষনে আপনারা আপনাদের অবস্থান ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়কিফহাল। কিন্তু আমার মনে হয় কোন অজানা কারণে আপনারা তার গভীরে পৌঁছুচ্ছেননা এবং তার গুরুত্বও অনুভব করছেননা।

যুদ্ধ ও সংঘাতের আগুন আপনাদের পশ্চিমে, আপনাদের উত্তরে এবং আপনাদের দক্ষিনে লোনা পানির সমুদ্র। অথচ আপনারা তথাকথিত মুসলিম বিশ্বে সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশ ষাট মিলিয়ন। তার বেশী নয়। তাহলে এই অবস্থায় সফলতার পথ কোনদিকে?

আমি আশংকায় দিন কাটাচ্ছি যে, আপনাদের বিরুদ্ধে না শাহের চেয়েও ক্ষুদ্র রোষে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়। কেননা শাহ বিশ্বের শক্তিধর ত্বাগূতদের ক্রীড়নক ছিলো। তাই শাহ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাকে তারা আশ্রয় দিয়েছিলো। কিন্তু আমরা আপনারা যদি প্রতিবিপ্লবের শিকার হই, তাহলে পৃথিবীর কোথাও কি আমরা আশ্রয় খুঁজে পাবো? কেউ কি আমাদের আশ্রয় দেবে? আল্লাহ তো আমাদের পূর্বেই সতর্ক করে ক্বোরআনে বলে দিয়েছেন সাবধান! তোমাদের কিন্তু ওরা সামান্য রেয়াতও দেবেনা। لاَ يَرْقُبُوْنَ فِي مُؤمِنٍ إلاًّ وَّلاَ ذِمَّةً (তাওবা -১০)

এ তিক্ত সত্যও ও তার অনুভুতিই আমাকে বাধ্য করেছে এ দীর্ঘ পত্র লিখতে। এ পত্রটি আশা ও আশংকার, এবং সুসংবাদ ও সতর্ক করার। কেননা, আমি আমার নিজেকে গোটা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর **তাআ'লার এক ক্রীতদাস মনে করি। তাই আমার অধিকার রয়েছে আমার মুসলিম ভাইদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। তেমন তাদেরও সমান অধিকার রয়েছে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার। এর ফলেই আমি** আল্লাহর **দ্বীন ও তার পথে সত্য বলায় কারো পুরষ্কার বা তিরষ্কারের ভয় করিনা। সমালোচনা ও পর্যালোচনায়ও আমার ভয় নেই। শুধু আমি চাই আমার এ কাজ যেনো** আল্লাহর **রাহে আমার পাথেয় এবং ক্বেয়ামতের দিন আমার সাক্ষ্য হয়।**

বর্তমানে আপনাদের পরিস্থিতি সরকার ও জনগণ রূপে এই হলো যে, আপনারা স্পষ্টরূপে আপনাদের ঘোষিত বিপ্লবের লক্ষ্য থেকে পশ্চাতে পলায়নরত। আপনাদের ঘোষণা ছিলো যে, ইরানী বিপ্লব ও বিপ্লবী ইরান বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের

প্রেরণা ও অগ্রযাত্রার কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করবে। এবং এ অগ্রযাত্রা থামবে না। এবং এ অগ্রযাত্রা থামবেনা যে পর্যন্ত না সারা বিশ্বে আল্লাহর কালেমার পতাকা উড্ডীন হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে,আপনারা আপনাদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং বহু শ্রম ও কঠোর ত্যাগের মাধ্যমে বোনা বিপ্লবের সূতাকে টুকরা টুকরা করে ছিন্ন ভিন্ন করকে যাচ্ছেন, ক্বোরআনে বর্ণিত সেই নারীর মত , যে তার সকল শ্রম দিয়ে সুতা পাকিয়ে তা নিজ হাতে ছিন্ন ভিন্ন করেছিলো। وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أنكاثا(সূরা-নাহল-৯২)

অথচ আপনারা যে কোনো মূল্যে আল্লাহর দ্বীনের চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে আল্লাহকে স্বাক্ষ্য রেখে ঘোষনা করেছিলেন। ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে শপথ নেওয়ার পরে তা ভঙ্গ করবেনা, কারন তোমরা অঙ্গীকারকালে আল্লাহকে স্বাক্ষী করেছিলে। তোমরা যা করো আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সূরা নাহাল-৯১)

বর্তমানে আপনারা পূর্ব ঘোষিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য ত্যাগ করে ইরানকে একটি জাতীয় সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র রূপ দান করতে যাচ্ছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। মনে হয় যে, আপনাদের হাতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পর ঈমানী শপথের স্থলে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে ফেলেছেন। যেনো আপনারা অন্যান্য দুনিয়া পুজারী রাষ্ট্র সমূহের সাথে রাষ্ট্র পুঞ্জে ফায়দা লুটার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন।

জেনে রাখুন, সর্ববিদ্যমান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অঙ্গীকার পালনের আদেশ দিয়ে সর্বদা তাঁর পর্যবেক্ষন করেন।
إِعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ আমরা আল্লাহর মু'মিন বান্দা রূপে সারা বিশ্বে কোথাও থেকে একটি ইসলামী বিপ্লবের নূরের সূর্যোদয় হোক, তার অধীর প্রতীক্ষায় ছিলাম, যাতে সারা আল্লাহর নূর পূর্ণতা লাভ করে। সে দোয়া ও আশায় রত থাকাকালীন ইরানী বিপ্লবকে আমাদের সকল অস্তিত্ব, অন্তর দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলাম। আমরা অধীর আগ্রহে ঘটনাবলীর উত্থান পতন পর্যবেক্ষন করছিলাম। কেননা ইরানী বিপ্লবের সফলতায় নিঃসন্দেহে আমাদের কাঙ্খিত বিশ্ব জয়যাত্রা শুর হবে। তদ্রূপ আল্লাহ না করুন, ইরানী বিপ্লবের ব্যর্থতা আমাদের মুখ মন্ডলকে কালিমাযুক্ত করবে এবং আল্লাহ ও বিশ্ব মুসলিম জাতির শত্রুদের এ প্রমাণ সরবরাহ করবে যে, ইসলাম ধাতূগতভাবে বিশ্ব নেতৃত্ব দিতে অক্ষম।

আমরা আপনাদের বিপ্লবকে সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো দেখেছি, দেখেছি তাকে কিশোরের মতো বাড়তে এবং সে পূর্ণ যুবক হিসাবে আমাদের সম্মুখে দন্ডায়মান। এই বিবর্তনকে যদি আমরা রাসূল সঃ এর ঘরে আলীর বিবর্তনের সাথ তুলনা করি, তাহলে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই, একটি আট বৎসরের শিশু রাসূল সঃ এর ছায়াতলে বড়ো হচ্ছে। যখন সে সতেরো আঠারো বছরের যুবকে পরিনত হয়েছে। তখন কি আমরা দেখিনি যে সে সিংহের মতো যুদ্ধের ময়দানে হায়দারী হাঁক ছাড়ছে! না তাকে দেখতে পেয়েছি যে সে নবী সঃ এর আদর্শে লালিত হয়ে তাঁর আহলি বাইতের নামে বা বনী হাশেমের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করতে? না আলীকে দেখতে পাচ্ছি সে মক্কা বিজয়কালীন সাধারণ ক্ষমায় প্রাণ ভিক্ষাপ্রাপ্তদের সন্তানদেও সাথে সন্ধি করে ক্ষমতায় ভাগ বসাতে?

বর্তমানে আপনাদের বিপ্লবের বয়স কতো? আলী ও তার শিক্ষার সাথে তার মিল কতটুকু? আপনারা না তার উত্তরাধিকারের দাবীদার? বিবেকবানরা, একটু থমকে দাঁড়াও। فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَار (হাশর - ২) পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে ভাবুন। আপনারা যে বর্তমানে ধিকৃত আরব বিশ্বের রাজা বাদশা ও শেখ আমীরদের সাথে সমঝোতা ও সহ অবস্থানের প্রচেষ্টায় কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যস্ত হয়েছেন, তা কিসের ইংগিত বহন করছে?

এ ঘটনা সমূহ প্রথমে ইংগিত বহন করছিলো যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আপনাদের ক্লান্তির দিকে। এখন কিন্তু আপনাদের পিছুটান প্রমান করছে। আল্লাহর সাথে জেহাদরত মু'মিনদের যুদ্ধের ময়দানে ক্ষত বিক্ষত হওয়া পলায়নের বৈধতা দেয়না। আল্লাহর ওয়াদা তোমরা ভগ্নোৎসাহ ও চিন্তিত হয়োনা। তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও। وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنِيْنَ (আল ইমরান-১৩৯)

যুদ্ধের ময়দানে যদি আপনাদের উপর আঘাত এসে থাকে, তার চেয়ে চরম আঘাত তো আল্লাহর রাসূল উপরও এসেছিলো। إِنْ مَسَّتْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ (আল ইমরান- ১৪০) অতএব আঘাত পেয়ে আপনাদের পিছু হটার কোন অবকাশ নেই।

অনতিবিলম্বে তওবা করে আপনাদের মূল শপথে ফেরত আসতে হবে। তাহলে আল্লাহ আপনাদেও পুনঃ দৃঢ় ভিতের উপর মজবুত করে দেবেন। يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (ইব্রাহীম ২৭) আল্লাহ ঈমানদারদের দৃঢ় ভিতের উপর মজবুত করেন। অপর দিকে আপনাদের শত্রু জালেমদের বিপথগামী করে তাদের যাচ্ছেতাই করেন। وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ (ইব্রাহীম - ২৭) আল্লাহ না করুন আপনারা যদি মূল ওয়াদায় ফেরত না আসেন, তাহলে আপনাদের শুভ পরিনাম আমি দেখছিনা। বরং আমি আশংকা করছি, আপনাদের অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের বিরুদ্ধে পট পরিবর্তন ঘটবে। তাই সঠিক পথে হাতে দাঁতে অঙ্গিকারকে আঁকড়ে ধরায়ই আপনাদের মংগল।

আল্লাহ না করুন, আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে আপনাদের বর্তমান পশ্চাৎ যাত্রায়ই আপনাদের কল্যাণের পথ, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও আপনাদের জন্য কল্যাণ জুটবেনা। কারণ আপনারা বিশ্বময় ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহকে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে সাক্ষী করেছেন। পশ্চাদাপসারণের ফলে আপনাদের দৃঢ়পদ স্খলিত হবে এবং প্রতিবিপ্লবের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আল্লাহর পথে ডাকার পর পিছু হটার অপরাধে। কারণ, এ বিপ্লবের দ্বারা আল্লাহ আপনাদের জন্য বিশ্বের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন তার বিশেষ সাহায্যে। এখন ঝুঁকিপূর্ণ আল্লাহর পথ ত্যাগ করে অন্যান্য রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের মতো শান্তির অন্বেষণ করলে আপনাদের ঘাড়ে বর্তাবে। কারণ আপনারা শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে আল্লাহর দ্বীনের শাসন প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে ইরানী জনগণকে অত্মাহুতির নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন যদি আপনারা ইরানী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজেদের সুসংহত কর্তৃত্ব পেয়েই তৃপ্ত হয়ে থেমে যান, তখন আমাদের সাথে ইরানের জনগণও ভাবতে বাধ্য হবে যে, ইরানের পট পরিবর্তনে যা ঘটেছে, তা হলো পাহলবী পরিবারের মুকুটধারী রাজাকে সরিয়ে সে স্থলে পাগড়ী ও জুব্বাধারীদের শাসনপ্রতিষ্ঠা। এবং আপনারা দ্বীনের কথা জনগণকে শাহের বিরুদ্ধে নামানোর জন্য "নেশার" বড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রতীয়মান হবে। এর বিরুদ্ধে আপনাদের পক্ষে কি জবাব ও যুক্তি দাঁড় করাতে আপনারা সক্ষম হবেন? ত্বাগূতীর বিরুদ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই না লক্ষ লক্ষ প্রাণ দিয়েছে? তাকি কখনো পার্থিব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য হতে পারে। খোদাভীরু মু'মিনদের দৃষ্টিতে তো গোটা পৃথিবী ও সম্পদ তুচ্ছ এবং নগন্য। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "হে রাসূল বলে দাও যে পার্থিব প্রাপ্তি তুচ্ছ, পরকালের তার কল্যাণই মোত্তাক্বীদের জন্য উত্তম। যা তোমাদেও হাতে রয়েছে তা ফুরিয়ে যাবে। শুধু যা আল্লাহর হাতে আছে তাই অফুরন্ত قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ، وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى- مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ، وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ. দ্বীন ও বিপ্লব মানুষকে পার্থিব রোগ ও দুর্ভাগ্য থেকে নিরাময়ের জন্য। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (বানী ইসরাঈল -৭২)

যা মানব সমাজে মানুষকে বিপথগামী করে এবং পার্থিব দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেয়, তা দ্বীনও নয়, দ্বীনী বিপ্লবও নয়। তা দ্বীন ও ঈমানের নামে প্রতরনা ও ধোকা। বরং কার্যতঃ তা দ্বীনের নামে দ্বীনের মুলোৎপাটন। محاربة الدين ضد الدين

আল্লাহর দ্বীন "ইসলাম" পথের দিশাহীন এক অনাথ মুহাম্মাদকে রাব্বুল আলামীনের রাসূলে উন্নীত করেছে। সে মুহাম্মাদ সঃ তাঁর চারিত্রিক বিপ্লবের সংস্পর্শে যায়দ, আম্মার, বেলাল, সালমান, ও সুহাইবদেও মতো
মুস্তাদআফদের ইসলামী উম্মাহ ও তার বিপ্লবী চরিত্রের পর্বত শিখর বানিয়েছেন। আর যারা, আরবী আজমী, বনু উমাইয়া- বনু আব্বাস, বনু আতরাক ও বনু মোঘল নামে ইসলামের পোষাক পরে কুসংস্কার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা নিঃসন্দেহে হযরত ইব্রাহীম ও মূসা পর তাদের আদর্শকে বিকৃত করে ইয়াহুদী খৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠা কারীদের পাপে পাপী।

আল্লাহর দ্বীনের নামে উত্থিত ইসলামী আন্দোলনের পদচ্যুতির আরেকটি দুঃখজনক দৃষ্টান্ত হলো ইখওয়ানুল মুসলিমীন বা মুসলিম ভাতৃসংঘের অকাল পতন। ভাতৃসংঘের লোকদের নাসের সর্ব প্রকার নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে হত্যা করেছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, জেলে দিয়েছে এবং অকথ্য অত্যাচার করেছে। কিন্তু এ সকল কিছু করেও স্বৈরাচারী নাসের

ও তার উত্তরসুরীরা ইখওয়ানীদেও ঈমানী আলো নেভাতে সক্ষম হয়নি। এবং যতোই তারা নির্যাতনের পরিমান বাড়িয়েছে, ততোই ইখওয়ানী আন্দোলনকারীদের চরিত্রের নূর জাহিলিয়াত ও ত্বাগূতদের শিবিরে আগুন ধরিয়েছে। কিন্তু যখনই ভুল করে ইখওয়ানীরা জামাল আব্দুন নাসের মতো আরব জাতিয়তাবাদী স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আরব শেখ ও রাজাদের অর্থনৈতিক অনুদান গ্রহন আরম্ভ করলো, তখনই এই মুনাফিক্বদের ধণ তাদের এমন ভাবে পেঁচিয়ে ফেললো যে তাদের আর সংশোধনের কোন পথ রইলোনা। এ ঘোমটা - জুব্বাধারী শেখরা এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করলো। তাদের মুল শত্রু খাঁটি ইসলামকে ভুয়া ইসলাম দিয়ে নিস্তেজ করে দিলো, এবং তাদের আগ্রাসী প্রগতিবাদীদের নির্মূল করলো অর্থের বিনিময়ে ধর্ম ব্যবসায়ীদের দ্বারা।

মধ্যপ্রাচ্যে ইখওয়ানীদের এই ভুল যদি না হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে মধ্যপ্রাচ্যের রূপ ভিন্নতরো হতো। অতএব, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের জন্য অধৈর্য্য এবং তাৎক্ষনিক লোভ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল সাদৃশ্য। এ পথে ধৈর্য্য ধারণ ও ধৈর্য্যের প্রতিযোগীতা অপরিহার্য পাথেয়। এপথে যারা সফল হয়, তাদের সফলতা যেমন প্রকান্ড, তদ্রূপ তাদের বিফলতা মারাত্মক ক্ষতির জন্ম দেয়।

আল্লাহর তাঁর এ ফকির বান্দাকে এ পরীক্ষায় তার অন্তরকে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমাকে আল্লাহ পাকিস্তানী রাজনীতির ময়দানে অল্প বয়সে কেন্দ্র পর্যন্ত পৌছিয়েছিলেন। স্বৈরাচারী আইয়ূব খাঁর আমলে যখন আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে ঐ নোংরা ফলে পাকিস্তান শয়তানের খপ্পরে জিম্মি হয়ে পড়েছে এবং পাকিস্তানের মৃত্যু অনিবার্য তখন আমি রাজনীতিকে তিন তালাক্ব দিয়ে ত্যাগ করি। আলী ইবন আবী তালিবকে যখন আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করে রাজনীতি করার পরামর্শ দিয়েছিলো, তখন আলী ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলো, الدنيا غري غيرى، طلقتك ثلاثا لا رجعة لك فيه অর্থাৎ হে দুনিয়ার হীন স্বার্থ, তুই আমাকে বাদ দিয়ে অন্যদের সামনে কোমর দোলা। আমি তোকে তিন ত্বালাক্ব দিয়েছি, যে ত্বালাক্বের পর তোকে আমি ঘরে ফেরৎ আনবোনা।

আমার জীবনে জাতীয় রাজনীতির কালে জনগণের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাকে ঘৃণা ভরে পরিহার করে চলেছি। সেখানে হারাম খেয়ে আমার পেটকে নষ্ট করিনি। তারপর ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ভাঙ্গার পর পবিত্র মক্কা ও খাতামুন্ নাবিয়্যীন সঃ এর দেশে হিজরত করে গিয়ে যখন দেখলাম যে মক্কা ও মাদীনা মিল্লাতে ইব্রাহীমের ইমাম হওয়ার অযোগ্য এক নিকৃষ্ট জাতির হাতে জিম্মি, তখনই আমি তাদের দান দক্ষিনা ভোগ না করার সিদ্ধান্ত নেই, এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমার হিজরতি জীবন যাপন করার অগ্নি শপথ করি। তার ফলে তার বিষাক্ত স্পর্শ থেকে আল্লাহ আমার রক্ত, মাংস ও অস্থিকে সে খবীসের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

কারণ, স্বভাবগতভাবে মানুষ দক্ষিণার দাস হয়ে থাকে। তাই দান খয়রাত খেলে মানুষ নীচ হতে বাধ্য। আমি শৈশবে এতীম হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ আমাকে এ জ্ঞান দান করেন। জীবন সম্পর্কে এ ধারণা আমাকে এমন এক তৃপ্তি দান করে যে, আল্লাহ তার ফলে আমার অন্তরে ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর রূহানী শক্তি দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ সূত্রেই আমি সুখে দুঃখে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে উঠা বসা, আহার, নিদ্রা ও চিন্তা-চেতনায় আল্লাহর সাথে মুনাজাতের স্বাদ পেতে আরম্ভ করি। এ পথ ধরেই "উলুল আয্ম" বা দৃঢ় চিত্ত নবীদের শিক্ষার রূহানী পরশ ক্বোরআনের মাধ্যমে আমার চিন্তা চেতনার সাথে সংযোজিত হয়। তাই স্ত্রী পরিজন ত্যাগ করে ইব্রাহীম খলীল নির্মিত বাইতুল্লাহ্ ও খাতামুন নাবিয়্যীন সঃ এর মসজিদ ও তাঁর কবরের বন্ধনীর মাঝে অবস্থিত ভূবনে আমার এক চরম তৃপ্ত জীবন কাটে।

রাসূল সঃ এর ভবিষ্যদ্বানী "দ্বীন যদি সপ্তর্ষী মন্ডলীতেও পৌছে যায়, তা হলে সেখান থেকেও সালমান ফার্সীর ইরানের কিছু লোক সে দ্বীন পৃথিবীতে এনে তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবে", এর ইংগিতের দিশায় যদি ইরানে আপনাদের বিপ্লব সংঘটিত না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি আমার দুই প্রিয়তম, ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দের ভূমিতে আমার অবস্থানকে আরও প্রলম্বিত করতাম। তাঁদের উভয়ের উপর অসংখ্য সালাম দূরূদ।

কিন্তু যা হবার হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ যা চান, তাই হয়। ইরানি বিপ্লব ঘটে গেলে আমি ইরানী বিপ্লবী নেতৃত্বে সালমান ফার্সীদের খুঁজতে থাকি। আর ইরানী ঘটনা প্রবাহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে নিরীক্ষণ করতে থাকি যে আসলেই কি ইরানী বিপ্লব একটি খাঁটি ইসলামী বিপ্ৰব, না আরেকটি ফিৎনার সংযোজন?!

এ লিপিখানা তারই সঠিক উত্তর বের করার প্রচেষ্টা ও প্রশ্নমালা। আমার অন্তর নিশ্চিত যে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর আখেরী নবী কর্তৃক পূর্ণতা প্রদত্ত্ব দ্বীনের ভিত্তিতে বিশ্ব সমাজ গড়ার ইমামের আবির্ভাবের সময় উপস্থিত। পশ্চিমা বিশ্বের ঘটনাবলী স্পষ্টত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে হযরত ঈসা রূহুল্লাহর আগমনও সন্নিকটে।

ইরানের বিবর্তন সম্পর্কে, বিশেষ করে সর্ব সম্প্রতি ঘটিত নীতিমালা পরিবর্তনের উপর আমার সমন্বিত দৃষ্টিপাত ও তার ফলাফল আমাকে গভীর ভাবে মর্মাহত করেছে। যার ফলে আমি মূল ব্যাপারটি উদঘাটিত ও বুঝার জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘপত্র লিখছি। বাহ্যিক যে ইংগীত আমি পেয়েছি ও পাচ্ছি, তা আদৌ আশা ব্যঞ্জক নয়, বরং চরম হতাশাব্যঞ্জক। ঈমানাদারগন পরস্পরের জন্য দর্পন স্বরূপ। আমার দর্পনে আপনাদের অবস্থার যে প্রতিফলন হচ্ছে, তার কিছু সংক্ষেপে আপনাদের সংশোধন ও কল্যাণের নির্দেশনা দান। অন্য কিছু নয়। আমার যোগ্যতার মাপকাঠি আল্লাহর দান। আমার অর্জিত ও কল্পিত নয়।

(১) আপনারা বিপ্লবের পরপরই সিংহ যেমন তার গুহা থেকে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে বের হয়, তদ্রুপ আপনারা সারা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং একাধারে বেপরওয়া হয়ে চারদিকে সংঘাতের ক্ষেত্র ও অঙ্গন বিস্তার করেন। কিন্তু প্রায় প্রতি রণাঙ্গনেই পরাজিত হয়ে ময়দান ত্যাগ করে ইদুরের মতো গর্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাতে যে অপূরনীয় ক্ষতিটি হয়েছে, তা হলো যে, আপনাদের সাথে যারাই সহযোগিতা করেছে, তাদের চরম সর্বনাশ করে ঘরে ফিরেছেন।

আপনারা লেবাননের শিয়া সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের পতাকা উত্তোলন করে রনাঙ্গন খুলে বিলিয়নকে বিলিয়ন অর্থ অপচয় করেছেন, যেমন করেছেন ইরাকের বিরুদ্ধে রনাঙ্গনে। সঠিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়নহীন রক্তক্ষয় ও অর্থোপচয় আপনাদেরকে মূল আকৃতি থেকে অর্ধেকের চেয়েও বেশী খাটো করে ফেলেছে। ফলে আপনারা বাইরে ও অভ্যন্তরে ক্লান্ত শ্রান্ত ও নিরাশ হয়ে ঘরে ঢুকে যান। তাতে বিশ্বের চার দিকে আপনাদের বিপ্লবের আবেদন বুঝানো ও তা সঠিক ভাবে পৌছানোর সামর্থ ও মনোবল আপনারা হারিয়ে ফেলেন। যার প্রয়োজন সশস্ত্র রনাঙ্গন খোলার চেয়ে বহুগুন বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংগ্রামে আপনাদের বিজয় এসেছিলো আল্লাহর সাহায্যে। কিন্তু আপনাদের পরবর্তী কার্যাবলী প্রমান করে যে আপনারা মনে করেছিলেন সে সে বিজয়ে মুখ্য ভূমিকা ছিলো আপনাদের পেশী ও বাহু লের। ঈমানের দাবিদার মুজাহিদরা যখনই, যেখানে এবং যে যুগে ও ক্ষনে এ ধারণার বশবর্তী হয়, তখনই আল্লাহ তাআ'লা তাদের সংগ্রাম থেকে তাঁর সাহায্য ফেরৎ বা স্থগিত করে দেন। **কারণ, আল্লাহর পথে যারা জেহাদ করে, তাদের সর্বদা এ স্মরণ রাখতে হয় যে** " বিজয় একমাত্র আল্লাহর দান"। وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ আল্লাহর চূড়ান্ত রাসূল সঃ মক্কা থেকে তাঁর দূর্বল "মুস্তাদআফ" অনুসারীদেও নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। বদরের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যে তাদের ভাগ্যে বিজয় নেমে আসে। তারপর তাদের কারো মনে শযতান এ ধারণার জন্ম দেয় যে, সে বিজয়ে তাদের বাহুবলেরও নিশ্চয়ই কৃতিত্ব রয়েছে। সে ধারণা নিয়েই তারা উহুদের যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হয়। তাতে তাদের এক অংশে রাসূল সঃ আদেশও অমান্য করার ঔদ্ধত্ব দেখায়। ফলে আল্লাহ এমন চপেটাঘাত করেন যে তারা পুনঃ ঈমানের মূলে ফেরৎ এসে সঠিক অবস্থান নেয়। তারপর একের পর এক তাদের ভাগ্যে বিজয় নেমে আসে। মক্কা বিজয় হয়। এ বিরাট ফাঁকে শয়তান আল্লাহর সংগ্রামী বান্দাদের মনের কোনে অবস্থান নিয়ে পুনঃ তাদের আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়।

হুনাইনের যুদ্ধ যাত্রার কালে আবু বকরের মতো আল্লাহর বান্দার মন্তব্য করেছিলো যে, এবার তাদের বিজয় ঠেকায় কে? তাদের বিরাট সৈন্য সংখ্যা বিরাট। তারপর কি হয়েছিলো।?

আল্লাহ তাদের জন্য প্রশস্ত করা ভূপৃষ্ঠকে সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন যে তারা এমনভাবে রাসূল সঃকে ফেলে পালিয়েছিলো যে, উসামা, আয়মান ও বারাকা, ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে ছিলোনা! পরে পুনঃ যখন তাদের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ ফেরৎ আসে, তারা ঈমানের মূলে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ বদরের মতো পুনঃ তাঁর ফেরেশতাদের অদৃশ্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বিজয় দান করেন।

বদর ও উহুদ ও হুনাইনের ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাঁর ঈমানদার দাসদের জন্য শিক্ষার দৃষ্টান্ত দাঁড় করিয়েছেন যে আল্লাহর দ্বীনের শক্তি গোপন প্রশিক্ষণের গুহা থেকে পালিয়ে ইঁদুরের মতো মাঠে আত্মপ্রকাশ করে, এবং আল্লাহর সাহায্যে তা সিংহের মতো ভূপৃষ্ঠে ছেয়ে যায়। মক্কা থেকে হিজরত করে পলাতক হামযা ও আলী কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অমর সিংহের রূপ ধারণ করেনি?

২) লেবাননে আপনাদের রনাঙ্গন ছিলো "হিযবুল্লাহ" নামের পতাকা তলে। তার উদ্দেশ্য ছিলো খৃষ্টান ও ইয়াহুদী শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি, লেবাননে উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনীদের এবং অধিকৃত এলাকায় ফিলিস্তিনীদের চূড়ান্ত বিজয় ও আল কুদস মুক্ত পর্যন্ত সাহায্য করা।

কিন্তু ফিলিস্তিনীদের চিন্তা ও চেতনায় কোন স্থির লক্ষ্যই ছিলো না পবিত্র ভুমিকে কুফর ও শির্কের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করার । তাদের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য ছিলো ইয়হুদীদের উৎখাত করে তাদের ভূখন্ড মুক্ত করা ও এবং তার সম্পদ হস্তগত করে তা ভোগে আনা। অর্থাৎ ফিলিস্তিনীদের সংগ্রামের লক্ষ্য হলো শুরু ও শেষ ভূখন্ড দখল কওে তার সম্পদ ভোগের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, যেমনটি ইয়হুদীদেরও লক্ষ্য! তাদের উভয়ের লক্ষ্যের শেষ ও শুরু আমাদের সুন্নী ও আপনাদের শিয়াদের অনুরূপ। "আমাদের ফুলুস আমাদের কর্তৃত্বে এবং আমাদের ত্বীন বা মাটি আমাদের দখলে"। ফালাস্তানা অর্থাৎ দেশের মাটি ও দেশের সম্পদের পুজা। আল্লাহর মালিকানার যমীন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাকে মুক্ত করে তাতে আল্লাহর বান্দাদের সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাকে প্রশস্ত করার ঈমান ও লক্ষ্য কারো মধ্যে নেই। আল্লাহর বিধান হলো, ঈমানদাররা পরস্পর ভাই এবং আল্লাহর যমীন আল্লাহর নেক বান্দাদের উত্তরাধিকার, তাতে বাসী ও প্রবাসীর সমান অধিকার। إِنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْن (আম্বিয়া - ১০৫) سَوَاءَنِ الْعاَكِفِ فِيهِ والْبَادَ (আল হাজ্জ - ২৫)

বিশ্ব ভূখন্ডের মালিক আল্লাহ। মানুষ যেমন জমিদারকে খাজনা দিয়ে জমির ভোগ দখল অর্জন কওে, তদ্রূপ নরনারী আল্লাহর দাসত্বের হক্ব আদায়ের জন্য পৃথিবীতে ভূখন্ডের অধিকার প্রাপ্ত হয়। খাজনা ও হক্ব বিহীন জমি দখল অবৈধ ও অপরাধ। অধিকার বর্জিত ভূখন্ড দখল ও তা ভোগ যদি অপরাধ হয়, তাহলে আপনারা ও আমরা সবাই জমি জবর দখলের পাপে অপরাধী। আমরা সবাই আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসত্ব ও তার হক্ব আদায় না করে তাঁর জমিন দখল করে আরবী, ইরানী ও তূর্কী খোদাদ্রোহী জাতীয়তাবাদের পতাকা গেড়ে মাটি ও সম্পদ ভোগে লিপ্ত।

নাস্তিক ও বেঈমানদের মতো যদি মেনে নেয়া হয় যে, যে জাতির দখলে যে ভূমিখন্ড রয়েছে, তারা তার স্বত্বাধিকারী মালিক, তা হলে পুরাতন আদি স্বত্বাধিকারীরাই জমির বৈধ অধিকারী হবে। বর্তমান প্যালেস্টইন বা ফিলিস্তিন দখলকারী ইয়াহুদীরা সে আদি ও পুরাতন ইয়াহুদীদের সন্তান, যাদের আরবরা ইসলাম গ্রহন করার পর ইসলাম ও ঈমানের অধিকার বলে ইয়াহুদীদের উৎখাত ও বিতাড়িত করে তার মালিক হয়েছিলো। কিন্তু আরবরা মূল ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় আরব জাতীয়তাবাদী হয়ে যাওয়ার পর ফিলিস্তিনী মাটির উপর তাদের ইসলামী অধিকার হারিয়েছে। ফলে আরব ও ইয়াহুদী বেঈমানদের মধ্যে প্রাক্তন মালিক ইয়াহুদীদের বংশধর বর্তমান ফিলিস্তিন দখলকারী ইয়াহুদীরাই বৈধ দখলকারী, আরবরা নয়।

তদ্রূপ আপনারা শাহকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছেন, যে শাহ শিয়া ও ইরানী ছিলো। আপনারা ইরানে আল্লাহর খাঁটি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চান। শাহ্, "যার ধরা, তার বিধান" মানতো না। তাই আপনারা আল্লাহর দ্বীনের অধিকারে শাহের স্থলে ইরানের মালিকানা পেয়েছেন।

আল্লাহ না করুন, আপনারা যদি আপনাদের ঘোষিত ইসলামী দায়িত্ব থেকে পিছু হটেন এবং শাহের স্থলে নিজেরা মসনদে বসেই সন্তুষ্ট হতে চান, তা হলে কিন্তু ইরান শাসনের বৈধ অধিকার শাহের উত্তরাধিকারী ও তাদের সমর্থকদেও পক্ষে চলে যাবে। যেমন ফিলিস্তিনের অধিকার ইয়াহুদীদের হাতে চলে গিয়েছে।

ইরান লেবাননের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলো লেবাননী ও ফিলিস্তিনীদের পক্ষে। ইরান বিশ্ব ত্বাগূতের মিত্র ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে আরো জোরদার করার জন্য উৎসাহিত করে ধনবল ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেছে। ফলে লেবাননী ও ফিলিস্তিনীরা তাদের আক্রমন বাড়িয়ে দিয়েছিলো। প্রতিউত্তরে ইয়াহুদীরা প্রবল শক্তিতে পাশবিক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে লেবাননকে প্রায় ধ্বংসস্তুপে রূপান্তরিত করলো, এবং ফিলিস্তিনীদের ভিতরে ও বাইরে পিষিয়ে দিলো। ফলে আপনাদের হিযবুল্লাহ ও তাদের সমর্থকদের এমনভাবে প্রতিরোধের কোমর ভেঙ্গে যায় যে আপনাদের পিছু হটে আপনাদের "ফিলিস্তীন" ইরানের চৌহদ্দিতে ফেরত আসা ব্যতীত আর কোন বিপল্প রইলো না।

আর ফিলিস্তিনদের ভাগ্য কি হলো? তারা এমনভাবে পরাজিত হলো যে তারা সকল প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে ইয়াসির আরাফাত নামের এক পরাজিত সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে গায্যা ও জেরিকোতে একটি লৌহ খাঁচা সর্দশ ভূখন্ডে বন্দী। দুনিয় ও আখেরাতে উভয়ই তাদের গেলো বলা চলে। তাদের উপর নিত্যদিন হত্যাযজ্ঞ চলছে। গতকাল, আজ, আগামীকাল, জবাই হওয়াই যেনো তাদের নসীবের লিখন।

আপনাদের বিশ মিলিয়ন সৈন্য তৈরী করে বাইতুল মাকদিস মুক্ত করার ঘোষিত পরিকল্পনার কি হলো? এমন একটি পরিকল্পনার পরিনাম তো এরূপ হওয়ার কথা নয়!

আল্লাহর এ অধম বান্দার ঈমান যে, আল্লাহর দ্বীনে কোন ভূখন্ড দখল ও মুক্ত করার বিধান নেই। ঈমানদার জনগণের এ পৃথিবীতে কাজ হলো আল্লাহর ভূমিকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র করা। তার বাইরে ভূমি দখলের জন্য কোন সংগ্রাম ও যুদ্ধ করার বৈধতা নেই। وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْد আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল থেকে শপথ নিয়ে দায়িত্ব দিয়েছি যে, আমার ঘরকে তোমরা পিতা-পুত্র দু'জন পবিত্র করো। (বাক্বারা - ১২৫) অঙ্গিকার হলো সব "পবিত্র" করার। দখল বা মুক্ত করার জন্য নয়।

তদ্রূপ স্বার্থক মুসলিম জাতির করনীয় করনীয় হলো ফিলিস্তিনকে আল্লাহর ভূমি হিসাবে তা পবিত্র করা, বাইতুল মাক্বদিস ও ইব্রাহীম খলীল আঃ এর হারামকে পবিত্র করা।

হে তেহ্রানের ক্ষমতাসীন ভাইরা, আপনারা সর্বপ্রথম আপনাদের ঘর ও দেশকে আল্লাহর জন্য এমনভাবে পবিত্র করুন যে আপনাদের মধ্যে কোন প্রকারের শির্ক, শিয়া সাম্প্রদায়িকতা এবং দলীয় সংকীর্ণতা অবশিষ্ট না থাকে। তারপরই আপনারা আমদের সহ গোটা বিশ্বকে পবিত্র করার যোগ্যতা অর্জন করবেন। মানুষকে অসার ও অন্তঃসার শূন্য কথা না বলে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে তার পর তাদের রনাঙ্গনে ফেলে পালিয়ে আসা? এ কাজটিই কি শিয়ারা আলীর সাথে করেনি? বিশেষ করে খারেজীদের বিরুদ্ধে আলীর যুদ্ধে?

নিজেরা পবিত্র না হয়ে জাযীরাতুল আরব দখল করার অর্থ দাঁড়ায়, " পবিত্রতম ভূখন্ডে অপবিত্রতম লোকদের দখল," যেমনটি বর্তমানে মক্কা ও মদীনার বর্তমান বন্দীদশা। ঠিক তদ্রূপ বিপবের পর আপনারা পবিত্র না হয়ে ইরানের উপর আপনাদের কর্তৃত্ব তার উপর আপনাদের অবৈধ দখল বৈ কিছু নয়।

৩) আরেকটি বিষয় আমাকে আপনাদের অবস্থান সম্পর্কে দারুনভাবে চিন্তিত করেছে, তা হলো, যারাই আপনাদের সাথে সহযোগীতার জন্য আগে বেড়েছে, তারা সবাই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আপনাদের সাথে সহযোগীতার পূর্বে তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যে মর্যাদা ও অবস্থান ছিলো, তারা তা সব হারিয়ে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে যে তাদের কোন অস্তিত্বই বাকি রয় নি। আমি এর বাকি কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার সঠিক উত্তর পাইনি।

হাফেজ্জী হুজুর আপনাদের সাথে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছিলো। বাংলাদেশে তার ও তার দলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে।
তুরস্কের নাজমুদ্দীন আরবাকান অনেক আশা নিয়ে আপনাদের সাথে হাত মিলিয়েছিলো। সে এমনভাবে বিফল হয়েছে যে তুরস্কের রাজনীতির ময়দানে তার ক্ষতিপূরণের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা।

শেখ সাঈদ শা'বান লেবাননে সম্ভাবনাময় সুন্নী নেতা ছিলো আপনাদের সাথে তার সহযোগীতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে যাচ্ছিলো। কিন্তু এমন কেনো হলো যে সে সম্ভাবনাময় লোকটি সম্পূর্ন রূপে হারিয়ে গেলো?

এ সমস্ত লোকদের আপনাদের সাথে সহযোগিতার ফলে তো এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিলো যে আপনাদের বিপবের ফল দেশে ফল ফুলে বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের পক্ষের শক্তির তেহরানের দিকে ঢল নামার কথা ছিলো! কিন্তু তা না হয়ে সব থেমে গেল কেন? এসমস্ত অপ্রত্যাশিত পরিণাম ও পরিনতি কি বিশ্বের ইসলামী জাগরণের প্রত্যাশীদের চরম ভাবে নিরাশ করছে না? এর পর মানুষ ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের ডাকে কি ভাবে সাড়া দেবে? এই পরিনাম গুলো কি আপনাদের পরস্পরের মধ্যের সত্যিকার আল্লাহর রশির বাঁধনের অনুপস্থিতির প্রমাণ দেয় না? আরব বিশ্বের বাদশা ও শেখদের সাথে সহযোগিতার হাত প্রশস্থকারী বিশ্বের ইসলামী পন্ডিত ও নেতাদের পরিণামও তো একই প্রকারের হলো!

এ কারন কি এ নয় যে আরবরা তাদের হারাম পয়সায় তাদের খন্ডিত হীন স্বার্থে মুখে ইসলামের নাম উচ্চারন করে ঐ সমস্ত লোকদের ব্যবহার করে তাদের বাজারের বেচা কেনার বস্তুতে পরিনত করে তারপর ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছে? আপনাদের সাথে সহযোগিতা ও সম্মেলনে যোগদানকারীদের একই পরিনাম কি এই ইঙ্গিত করে না যে আপনারাও ওদের একই ভাবে একই উদ্দেশ্যে পয়সার বিনিময়ে ওদের ব্যবহার করে নিঃশেষ করে ছেড়েছেন?

৪) ডাক্তার, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা, যারা আপনাদের ইসলামী বিপ্লবের পর ইরান গিয়েছিলো, তাদের ব্যাপারে আমরা আশা করেছিলাম যে তারা ইসলামী উম্মাহর উম্মাহ গড়ার সহায়ক শক্তি রূপে চিন্তা ও আমলে আরও খাঁটি মুসলিম হয়ে দেশে ফিরবে। কিন্তু দঃখের বিষয় তারা আরও পাঁচ দেশে ফিরেছে, যেমনটি তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ আরব দেশ সমূহে গিয়ে ফিরে। এরা কেউই তো ওখানে গিয়ে ভালো মুসলিম হয়নি, শিয়া ভাইদের কাছ থেকে ভালো কিছু গ্রহন করেনি, ভালো সুন্নীও হয়নি বা পূর্বের ন্যায় সহনশীল সুন্নীও রয়নি। বরং কপট শিয়াদের সংস্পর্শে গিয়ে শিয়া বিরোধী "শেগাল" বা চতুর শেয়াল হয়ে ফিরেছে। তারা প্রবল লোভী দুনিয়াদার হয়েছে। তাদের জীবনের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে বৈধ অ-বৈধ পন্থায় ন্যায় অন্যায়ের বাছ বিচারহীন যোগ বিয়োগ দিয়ে অর্থ উপার্যন করা। তারা ইরান থেকে তাদের দেখা অধিকাংশ ইরানী শিয়াদের সম্পূর্ণ ইসলামের বাইরে এক ভিন্ন সম্প্রদায় বলে মতামত ব্যক্ত করছে।

যে সমস্ত আলেমরা বাংলাদেশ থেকে গিয়ে ইরানের ধর্মীয় সংস্থা ও সম্প্রচার মাধ্যমে কাজ করেছে, তাদের আপনাদের আয়াতুল্লাহদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে। তাদের মতামত হলো যে, আপনাদের আয়াতুল্লাহরা তাদের "তাকিয়া"অর্থাৎ "মুখে এক মনে এক"আচরণ করেছে। তাই তারাও আপনাদের "তাওরিয়া"অর্থাৎ সত্য গোপন করে মুনাফেক্বীর প্রশিক্ষন নিয়ে ফিরেছে। তারা বলে যে আপনারা তাদের সাথে "তাকওয়া" ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আচরণ করেন নি। কর্মচারী ও কর্মকর্তার ব্যবহার করেছেন। পরস্পর সম মর্যাদার খাদেমের আচরন তারা পায় নি, যা ঈমানদারদের ইসলামী বন্ধনকে একাত্ব করে বিশ্ব ঐক্যের ভিত রচনা করে। এ ব্যর্থতা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের চরম প্রতিকারক হয়েছে।

৫) আপনাদের কালচারাল সেন্টারের কার্যাবলীর ক্রমাবনতি হয়ে ভালো থেকে মন্দ এবং মন্দ থেকে নিকৃষ্টে পৌছেছে। রাসূল সঃ এর ঘরে বিশেষ ভাবে লালিত আলীর অনুসারী হওয়ার দাবিদারদের সাস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যাবলির অন্যান্য দূতাবাসের কার্যাবলি থেকে ব্যতিক্রম ধর্মী না হওয়া কি রূপে সম্ভব?

আরও হৃদয় বিদারক হলো ঐ সমস্ত যুবকদের চারিত্রিক অধঃপতন, যাদের আপনাদের কেন্দ্রে চাকুরীতে যোগদানের পূর্বেও আমরা আমাদের সমাজের আদর্শবান ও চরিত্রবান যুবক রূপে দেখেছি। তারাও ওখানে ঢোকার পর সকল গুনাবলী হারিয়েছে। পূর্বে তাদের মধ্যে সত্যবাদিতা ছিলো, নির্ভর যোগ্যতা ছিলো এবং তারা নির্লোভ ছিলো। তাদের চরিত্র, তাদের কাজ কর্মে, উত্তম ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করতো। কিন্তু চাকুরীতে যোগদানের পর তাদের চেহারা থেকে "সিবগাতুলাহ" বা আল্লাহর দানের সকল রঙ মিলিয়ে গিয়েছে। দু'একজন ব্যতিত প্রায় সবাই, বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা ও সত্য গোপনকারীর রোগে চারিত্রিক মৃত্যু করণ করেছে। এ কেমন করে সম্ভব হলো?

আপনাদের বিপব সংগঠিত হওয়ার পর প্রথম দিন গুলোতে আপনাদের রাষ্ট্রদূতের যোগ্যতা উন্নত ছিলো। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, তাদের মানের পতন ঘটতে লাগলো। যে রূপটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেও ঘটেছে। ক্রমোন্নতির পরিবর্তে এ অধ:গতি ব্যক্তি ও কার্যাবলীর উভয় ক্ষেত্রেই সমান্তরাল ভাবে ঘটেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফার্সী ভাষা শিক্ষার

ক্লাস সমূহে মেয়েরা হিজাব ছাড়াই কিভাবে প্রবেশের অনুমতি পায়? অথবা লাইব্রেরীতে বা কিরূপে বেপর্দা মেয়েরা পড়তে আসে? অথবা কোন বৈধতায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পুতুল নাচ ও পুতুল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে? যেখানে ইসলাম দ্বীন হিসেবে পুতুল ও মূর্তি তৈরি নিষেধ করে, পাছে খেলার ছলে পূনঃ মূর্তিপূজা না ফেরত আসে?

৬) আপনাদের দূতাবাসে জাতীয় দিবস ও বিপ্লব বার্ষিকীর মতো বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। এ অধমের নামে বিভিন্ন তথা কথিত মুসলিম রাষ্ট্রের দূতাবাসের পক্ষ থেকে দাওয়াত নামা আসতো। তন্মধ্যে বাছাই করা দু'চারটিতে তাদের ধরণ ও স্বরূপ দেখার জন্য এ অধম উপস্থিত হতো। তাদের অনুষ্ঠানাদিতে "রাহমান" না "শাইতান"রঙ যাচাই করা ব্যতিত অন্য কোন আকর্ষন এ অধমের ছিলো না।

যখন এ আল্লাহর বান্দা দেখতে পায় যে, ইরানী দূতাবাসেও অন্যান্য তাগুতি রাষ্ট্রের ন্যায় খবীস পুরুষদের সাথে বেপর্দা খবীস মেয়েদেরও আমন্ত্রিত করেছে, তখন থেকেই এ বান্দা তাতে যোগ দেয়া বন্ধ করে দেয়। কারন এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে সহযোগীতা করা, তা আল্লাহ কর্তৃক ক্বোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ তোমরা তাক্বওয়া ও পূণ্যময় কাজে পরস্পর সহযোগীতা করো। কখনো সীমা লঙ্ঘন ও পাপ কাজে সহযোগীতা করবে না। (মাই'দা-২)

এ মহামারী রোগ কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত আপনাদের দূতাবাসে ও সাস্কৃতিক কেন্দ্রে পর্যন্ত দেখা গিয়েছিলো। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে অভিশপ্ত শয়তানের পরশ ও প্ররোচনায় সে রোগ আরও ছড়িয়ে আপনাদের আধ্যাত্মীক নেতা ভাই খাঁমেনাঈ ও রাষ্ট্রপতি রাফজানিদেরও আক্রান্ত করে বসেছে।

বেনজির ভুট্টোর মতো খবীস মহিলাদেরও রাষ্ট্রীয় ভাবে সাক্ষাত দান ও সম্বর্ধনা দান এখন আপনাদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে বৈধতা অর্জন করা সত্যিই দৃষ্টান্তহীন। ইসলামে কি এ কোনো অনুমোদন আছে?

আপনাদের শরীয়তে যদি এ কাজ বৈধ হয়, তাহলে কেন আপনারা শাহ বানু ফারাহ পাহ্লবীকে আপনাদের ভ্রাম্যমান দূত নিয়োগ করছেন না? তাকে এ অনারারি নিয়োগ দান করলে পরিক্ষা মূলক ভাবে দেখতে পাবেন যে আপনারা ইসলামের নামে বিপ্লব করে তাগুতি বিশ্বের দরবারে যে দুর্নাম কামিয়েছেন, তা দূর হয়ে আরব আজম, ইউরোপ আমেরিকা ও দূর প্রাচ্যে আপনাদের সুনাম কিভাবে পনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইরানী ভাইরা আমার। আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা আমার এ উপদেশ শুনুন ও সে অনুযায়ী সংশোধিত হোন। তা না করলে আপনাদের বিরুদ্ধে প্রতি বিপ্লব অত্যাসন্ন। কারন আপনারা সঠিক পথ পেয়ে তা ত্যাগ করে ভুল পথে প্রত্যাবর্তন করছেন এই বিভ্রান্তি আল্লাহর নিকট অমার্জনীয় অপরাধ।

এ ক্ষেত্রে বেনজির, খালেদা জিয়া, শাহ বানু ফারাহ্ পাহ্লবীর মাঝে কোন তফাত নেই। এরা ও এদের সদৃশ্যরা সবাই "শয়তানের রশি" মিশরের জুলেখার ন্যায় চক্রান্তের আকার। তাই রাসূল সঃ বলেছেন, "আমার মৃত্যুকালে তোমাদের মাঝে মেয়েদের মতো ফিতনা আর কিছুই রেখে যাচ্ছি না" مَا تَرَكْتُ أَكْبَرَ فِتْنَةٍ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ নারীদের তাদের সীমা লঙ্ঘন করে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও পুরুষদের মাঝে নারীদের পদচারনা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহন যোগ্য নয়। আল্লাহ নারী পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা।

তিনি কারো পক্ষপাত দুষ্ট নন। নারীদের পুরুষের কর্ম ক্ষেত্রে পদার্পণ "অশুভ"। নারীরা তাদের সীমার বাইরে পা বাড়ালেই মানব জাতির ভাগ্যে আল্লাহর তরফ থেকে দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনা নামতে আরম্ভ করে। হোক না সে নারীরা আল্লাহর প্রিয়তম মহানবী হযরত নূহ ও লুত আঃদের স্ত্রীরা!

মা আয়েশা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘন করে বাইরে পদার্পন করার ফলে আখেরী নবী সঃএর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত "দারুস সালাম" বা শান্তির সমাজ থেকে শান্তি "ঘরছাড়া " হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে মা আয়েশা দশ সহস্রাধিক বাছাই করা সন্তানদের বলি দিয়ে পরাজিতা হয়ে ঘরে ফিরেন। মা আয়েশা ঘরে ফিরলেও তার সাথে শান্তি আর কখনোও ঘরে ফেরেনি। মা আয়েশার ঘটনা মুসলিম জাতির জন্য কখনো "না ভোলার" শিক্ষা।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র দ্বীন হিসেবে নবী ও রাজা হযরত সুলাইমান দ্বীন এবং আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ অনুসারী হযরত সালমান ফারসীর ধর্ম। আপনারা যদি হযরত সুলাইমান ইবন দাউদের মতো ক্ষমতাধর হন, তাহলে আপনারা হযরত সুলাইমান যেরূপ শিবার রানী বিলকিসের সাথে আচরণ করেছিলেন, সেরূপ বেনজীর ও খালেদার সাথে করবেন। তিনি শিবার রানী বিলকিস্ কে লিখেছিলেন, إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، أَلاَّ تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ "অবশ্যই এ ফরমান সুলাইমানের তরফ থেকে, বিস্‌মিলাহির রাহমানির রাহীম, আমার অবাধ্য হয়ো না, বরং সবাইকে নিয়ে মুসলিম হয়ে আমার নিকট চলে এসো"। আর যদি আপনাদের সে সামর্থ না থাকে, বরং আপনারা আপনাদের সালমানের মতো দুর্বল, অপারগ হন, তাহলে আপনাদের অবশ্যই নারী চক্রান্ত থেকে হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ যেরূপ মিশরীয় রানী জুলেখা ও তার বান্ধবীদের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন, সেরূপ আপনাদের বাঁচতে হবে। এ হলো আল্লাহর দ্বীন ও তার অমোঘ বিধান। এ ব্যত্যয় হলে চলবে না। এর বাইরে হাত বাড়ালে তা আল্লাহকে দ্বীন শেখানো হবে। যা "মুস্তাকবির"দের কাজ, "মুস্তাদআফ ও মুস্তাদআফীন" দের পক্ষ শক্তি কখনো তা কল্পনাও করতে পারেনা। তারপরও যদি আপনারা ইসলামী বিপ্লব করাকে বিশ্বের উপর করুনা ভাবেন, তা হলে তার পরিনাম থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। قُلْ أَتُعَلِّمُوْنَ اللهَ بِدِيْنِكُم، وَاللهُ يَعْلَمُ ماَ فِي السَّماَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عَلِيْم، يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم، بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُم لِلإِيْماَنِ إِنْ كُنْتُمْ صاَدِقِيْنَ (সূরা হুজরাত-১৬-১৭)

"বলে দাও, তোমরা কী আমাকে দ্বীন শেখাচ্ছো? আল্লাহ তো পৃথিবীর ও সপ্তাকাশের সব জানেন। এবং আল্লাহই তো সব জান্‌নে ওয়ালা! মনে হয় ওরা ইসলাম গ্রহন করে যেনো তোমাদের কৃতার্থ করেছে। বলে দাও যে, তোমরা ইসলাম গ্রহন করে আমাদের কৃতার্থ করো নি, বরং আল্লাহই তোমাদের উপর করুণা করেছেন যে তিনি তোমাদের ঈমানের পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যদি ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে এ কথা জেনে রাখবে।"

৭) আপনাদের কবরস্থ শাহ্‌কে বিশ্বের তাগুত মুস্তাকবির মধ্যপ্রাচ্য বড় শয়তানের নায়েবের ভূমিকা রাখার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য সমর্থন দিয়ে শক্তিধর করেছিলো। যাতে ইরান ও তার চারপাশে ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি না হতে পারে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের সব উল্টে দিলেন এবং ইরানে আপনাদের বিপবের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলেন। যা বিপ্লবের পূর্বদিনও হয়তো কেউই কল্পনাও করেনি।

বর্তমানে মনে হচ্ছে যেনো আপনারা পরিস্থিতির ভুল মূল্যায়ন ও ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে ভাবছেন যে দেশ শাসনের সর্বময় ক্ষমতা আপনাদের হাতে পাকা পোক্ত হয়েছে। আপনাদের আশীর্বাদ পুষ্ট আপনাদের সমর্থকদের মধ্য থেকে এক নতুন শ্রেনীর আমলাদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করে হয়তো নিশ্চিত হচ্ছেন যে দেশের উপর আলেমদের ক্ষমতা নিরাপদ হয়েছে। এ কথা ভালো করে জেনে নিন যে বর্তমানে য আমলা শ্রেনী পাগড়ীধারীদের সাহায্যে বড় বড় চাকুরী পেয়েছে, শাহএর আমলে তারা তা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই হয়তো আপনারা ভেবে থাকবেন যে তারা আপনাদের প্রতি চীর কৃতজ্ঞ থাকবে। এ ধারনার বশবর্তি হয়ে আপনাদের সকল শক্তি, সামর্থ ও সম্পদ দেশের অভ্যন্তরে দেশের জনগনকে স্বাচ্ছন্দ দান ও তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উৎসর্গ করেছেন।

কিন্তু হায়, আপনারা ভালো ভাবে জেনে নিন যে মানব জাত বস্তু তান্ত্রিক ভোগ, বিলাস, স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্য দাতার কৃতজ্ঞ বেশিদিন থাকেনা। বরং তারা তা অচিরেই ভুলে যায়। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্ট মানুষ সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছেন إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود، وَإِنَّهُ علىَ ذَالِكَ لَشَهِيْد، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد অবশ্যই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি নিশ্চিত অকৃতজ্ঞ, সে তার এ অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী সয়ং নিজে ধন লিপ্সায় চরম। (আল আ'দিয়াত-৬,৭,৮,)

আমার উপরোলোখিত বিশেষন ও পর্যলোচনার প্রেক্ষিতে মনে হয় যে ইরানের অভ্যন্তরীন সমস্য সমাধানে নিশ্চিত হয়ে অতীতে বিভিন্ন দেশে ও ক্ষেত্রে আপনারা বিভিন্ন অত্যুৎসাহী ইসলমী দল ও সংস্থা সমূহকে সশস্ত্র সাহায্য ও সহযোগীতা দিয়ে যে সন্ত্রাসবাদের দূনার্ম কামিয়েছেন, তা মোচন ও সংশোধন করার জন্য বহির্বিশ্বে কুটনৈতিক প্রচেষ্টায় নেমেছেন, যাতে সন্ত্রাসীর স্থলে বহির্বিশ্বের আপনাদের গতকালের শত্রুরা আজ অথবা আগামীতে আপনাদের শান্তির দূত বলে আখ্যায়িত করে। তাই পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত দেশ সমূহের মাঝে দূতালী ও সালিশীর আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় নেমেছেন দেখা যাচ্ছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভারত ও পাকিস্তানের আকাশে সংঘাতের বাদল জমতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যার তিক্ততা তীব্রভাবে বাড়ছে। আপনারা তা সমাধানের জন্য মধ্যস্থতার ভূমিকা রাখার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে পাকিস্তানও মধ্যস্থতাকারী খুঁজছে। ভারতের সাথে আপনাদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

এ সুযোগকে সফলভাবে ব্যবহার করে ইরান যদি এ সমস্যার কোনো সমাধানে কৃতকার্য হয়, তা হলে ইরান বিশ্বের দরবারে শান্তি প্রচেষ্টার দূত রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এ পর ধরে ইরান উন্নত বিশ্বের মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশ সমূহের একটি জোটও গঠন করতে সক্ষম হতে পারে। তাতে এলাকায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপান ও জার্মানী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেরূপ উন্নত হয়েছে, সেরূপ ইরান,
পাকিস্তান, ভারত ও চীন একমত হয়ে জোট ভুক্ত হলে অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ দেশ সমূহ "আসছে শতাব্দীর দানব" রূপ ধারন করতে সক্ষম হতে পারে।

এধরনের কোন প্রচেষ্টা সফল হলেও কিন্তু ইরান আল্লাহ ও বিশ্বের মুস্তাদআফ মুসলিম জনগনের সাথে ইসলামী বিপ-বের যে অঙ্গিকার ঘোষনা করেছে, তা থেকে কখনো অব্যাহতি পাবে না। আপনাদের আল্লাহর বান্দা ও ভাই আপনাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে আপনারা কোন অবস্থাতেই সরকার, প্রশাসন ও জনগন রূপে আপনাদের শপথ, অবস্থান এবং দায়িত্ব বিস্মিত হবেন না। বিস্মিত হলে বা তাতে আপনারা শৈথিল্য দেখালে আল্লাহ আপনাদের ছাড়বেন না। বরং প্রতি মুহূর্ত আপনাদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান-এ তিনটি প্রতিবেশী দেশ আল্লাহর সাথে কঠর অঙ্গিকারে আবদ্ধ যে বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরনে দায়িত্ব পালন করবে।

এ তিনটি দেশের মাঝে আবার ইরানের অবস্থান ও পরিস্থিতি অন্যদুটির চেয়ে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারন, পাকিস্তান ইসলামী পনর্জাগরনে অঙ্গিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম দিন থেকে বিশ্বের তাগুতি শক্তি তার উপর এমন নষ্ট নেতৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে পাকিস্তান এক দিনের তরেও ওদের অপবিত্রতা থেকে পাক হতে পারেনি। তাই পাকিস্তান তার শপথ ভঙ্গের পাপে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে।

অপর দিকে আল্লাহ পাকিস্তানের শপথ ভঙ্গের পর ইরানে আপনাদেরকে নতুন শপথ ও অঙ্গিকারের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান করেছেন, যাতে আপনারা বলতে না পারেন যে আপনারা শপথ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে পান নি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আপনারা "সিরাতুল মুসতাক্বিম" বা সরল পথ ত্যাগ করে বক্র পথে ডানে বামে চলে বর্তমানে এক দু'মুখো রাস্তার মোড়ে দিশেহারা। আপনাদের পর তুলনামূলক ভাবে দুর্বল ও মিস্‌কিন
আফগানিস্তান বিশ্বের এক তাগুতি দানবের সামনে দাড়িয়েছে, এ শপথ নিয়ে যে, যদি আল্লাহ তাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেন, তা হলে তারা মারবে কি মরবে, তবুও তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করবে। তাই আল্লাহ এক দুর্বলতম "মুস্তাদআফের" হাতে এক শক্তিধর "মুস্তাকবির" কে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন।

এভাবে আপনারা তিনটি বিশ্বাসঘাতক দেশ পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতিবেশী হয়ে সুখে শান্তিতে রাজা রাজা খেলবেন, আল্লাহ আপনাদের ধরবেন না? কখনোও আপনারা ভাববেন না যে আল্লাহ তার রাসূলদের সাথে কৃত অঙ্গিকারে এদিক ওদিক করবেন। তিনি যেমন সীমাহীন দয়ালু দাতা, তেমনই পরম শক্তিশালী প্রতিশোধ গ্রহনকারীও বটে। (ইব্রাহীম-৪৭) وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَام

আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে কিরূপে আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতে এ তিনটি দেশকে একটির পিঠে অপরটিকে জড়ো করেছেন যার নেতারা তাদের জনগন মিলে আল্লাহর সাথে শপথ করেছে যে, "যদি আল্লাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করবে।" কারন, "সৃষ্টি যাঁর, বিধান তাঁর" এ অঙ্গিকারের কোন ব্যাত্যয় নাই"। أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ (সূরা আ'রাফ-৩৪)

হে ইরানী ভাইরা, ইরানে আপনাদের অবস্থান পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে পৃথক । এ দু দেশের আলেম সম্প্রদায় তাদের মাযহাব ও ফেরক্বা নিয়ে বিরোধ ও বিবাদের ফলে এদের জনগনের নিকট আস্থা ও মর্যাদা হারিয়ে এরা জনগনের দান ও করুনার পাত্র । তা ছাড়া কখনো - অতীত বা বর্তমানে - দেশের শাসনভার এদের হাতে আসেনি । অপর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ইরানের শাসন ক্ষমতা আপনাদের হাতে এসেছে এবং জনগনের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন আপনাদের পক্ষে । যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদের আহ্বানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অকাতরে প্রান দিয়েছে এবং দিতে প্রস্তুত । তার ফলে আপনাদের পরিস্থিতি পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে সম্পূর্ন আলাদা । এ অবস্থায় আপনারা আপনাদের কৃত শপথ বাস্তবায়নের পথে ফেরৎ না আসলে আপনারা জন সমর্থন ও আল্লাহর সাহায্য উভয়ই হারাবেন । ফলে আল্লাহর গযব ও জনগনের রুদ্র রোষ আপনাদের উপর পতিত হবে এমন ভাবে যা কোন সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়নি । কেননা আপনাদের এই শপথ ভঙ্গ সংস্কারের সুযোগ পেয়ে প্রতারনার শামিল হবে । এ পরিহাস থেকে আল্লাহর পানাহ্ প্রার্থনীয় ।

আর যদি আপনারা আমার নিঃস্বার্থ আবেদনে সাড়া দিয়ে মূল অবস্থানে ফেরৎ আসেন, তাহলে মানব ইতিহাসে আপনাদের মর্যদা ও সফলতা হবে দৃষ্টান্তহীন । আপনাদের তিনটি দেশ ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান যে ভূ-খন্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত, যেখানে আদম সন্তানের সংখ্যাগুরুদের বাস । এবং ঘনবসতির দিক দিয়েও মুসলিম জাতির সংখ্যাগুরুর বাস এখানে । আমি আমার আল্লাহ প্রদত্ত দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে দৃষ্টিতে সাইয়্যেদুনা ইব্রাহীম আঃকে আল্লাহ "মালাকুত্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব" বা আল্লাহর আসমান জমিনের শাসন পদ্ধতি দেখিয়েছেন । যে আল্লাহ তাঁর বিশেষ পদ্ধতিতে ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সমতল ভুমি ও পাহাড়ি উপত্যকার ফাঁকে ফাঁকে গুহা গর্তে তাঁর লক্ষ লক্ষ সৈন্য তৈরি আরম্ভ করেছেন । গত কয়েক যুগ থেকে তাদের দৈহিক ও মানুসিক প্রশিক্ষনও বিরামহীন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে । তাদের জন্য অস্ত্র সস্ত্র এবং বিষ্ফোরকের এমন এক ভান্ডার তৈরী হচ্ছে যাতে অগ্নিসংযোগ হলে আল্লাহ যাদের পক্ষে থাকবেন, তারা ব্যতিত পৃথিবীতে অন্য কারো অস্তিত্ব থাকবেনা ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো যে আল্লাহর এ সৈন্যদের কোন নির্দিষ্ট নেতা বা ইমামও নেই, যে তাদের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে । তাদের এ ব্যাপারটির প্রতি তাকালে মনে হয় যেন তারা আল ক্বোরআনে ঘোষিত আয়াতের পতাকা তলে নিজেরাই আল্লাহর ইশারায় প্রস্তুতি নিচ্ছে, যাতে লেখা "আমার অ-লজ্ঞনীয় ঘোষনা হয়ে গিয়েছে যে আমার রাসূল গনের অনুগামী সৈন্যরাই আমার সাহায্য পুষ্ট হবে এবং আমার সৈন্যরাই একমাত্র বিজয়ী হবে" وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ (সূরা সাফ্ফাত-৭১,৭২,৭৩)

আল্লাহর এ অজানা সৈন্যরা যেনো সে সময়ের অপেক্ষায় অপেক্ষমান, যখন আল্লাহ তাঁর হক্ব দিয়ে বাতিলের উপর এমন ভাবে মারনাস্ত্র নিক্ষেপ করবেন, যে তা বাতিলের মাথায় এমন ভাবে আঘাত হানবে যে তাতে বাতিলের মগজ উড়ে গিয়ে তা চির দিনের জন্য মিটে যাবে । بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاحِقٌ (সূরা আম্বিয়া-১৮)

আল্লাহর এই সৈন্যরা অমানিশার শেষ প্রহরে পূর্বাকাশের উদয়াচলে এক নূরের ইশারায় অপেক্ষমান । ইংগিত পাওয়া মাত্রই পৃথিবীর মানবজাতির পাপের স্তুপিকৃত গোলাবারুদের ভান্ডারের উপর সনাতন সত্যের মারনাস্ত্র দাগা হবে, ফলে বিশ্বের ত্বাগূতদের উপর চূড়ান্ত ক্বেয়ামতের পূর্বে পার্থিব ক্বেয়ামত সংঘটিত হবে । ইনশা আল্লাহ ।
আপনারা আল্লাহর সৈনিকদের এ কাফেলার কোন অবস্থানে অবস্থান করছেন? নিজেদের ভুল পদক্ষেপে দু-চার ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিক্ষায় হতাহত হয়ে মানুষের আঘাতকে আল্লাহর আযাব মনে ভেবে মগজ ধোলাই হয়ে গেলো আপনাদের? নিজেদের ভুল পদক্ষেপে দু-চার ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিক্ষায় হতাহত হয়ে মানুষের আঘাতকে আল্লাহর আযাব মনে ভেবে মগজ ধোলাই হয়ে গেলো আপনাদের? এতটুকুতেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দূতাবাসের চারদেয়ালী ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অনুষ্ঠানাদীতে অত্মগোপন করে কুটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জেহাদ করে ময়দান ফতে করা যাবে?

এ হলো আপনাদের এ ভীনদেশী দরদী ভাইয়ের দৃষ্টিতে আপনাদের সর্বশেষ অবস্থান ও আপনাদের কর্মকান্ডের চেহারা!!

আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ভীনদেশ থেকে গিয়ে ভীনদেশে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। বর্তমানে মক্কা মদীনা থেকে ইসলাম বিতাড়িত হয়ে সারা বিশ্বে প্রবাসী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুনঃ ইসলাম আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। তবে এবারের অত্মপ্রকাশ ইসলামের বিশ্বায়ন হবে। ইনশা আল্লাহ। এবারের বিজয় কাফেলায় যারা অগ্রনী হবে, তারা হবে সর্বকালের সেরা ভাগ্যবান। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের তাদের তালিকাভুক্ত করুন। আমীন। তাই রাসূল সঃ বলেছেন بدى الإسلام غريباً سيعود كما بدى، سيعود كما بدى "ইসলাম অজানা অচেনা অবস্থা থেক প্রকাশ পেয়ে নির্যাতীত দুঃখী মানুষদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। পুনঃ তা সেভাবেই ফেরৎ আসবে। কতোই না সৌভাগ্যবান সেই পুনরুত্থানের সৈনিকেরা"।

ইরানী ভাইরা এখনও সময় আছে আল্লাহর দিকে দৃষ্টান্তমুলক তওবা করে প্রত্যাবর্তনের। তাহলে আল্লাহ অতীতের ভুল মার্জনা করে হয়তো আপনাদের পুনঃ তাঁর সৈন্যদের মাঝে ক্ববূল করে নেবেন, এবং সে দিনের জন্য আপনাদের আমল ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন, যেদিন আল্লাহ তাঁর নবী সঃ ও তাঁর অনুসারী মু'মিনদের লাঞ্ছিত করবেননা। সে দিন তাদের ঈমানের আলো তাদের সামনে পেছনে আলোকিত করে তাদের পথ দেখাবে। তখন তারা বলবে, "আমাদের প্রতিপালক আমাদের এই নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করে দিন। আপনি সর্ব শক্তিমান। رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر আরবী (তাহরীম -৮)

আমরা ও আপনারা যদি উপরোল্লিখিত তওবা করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের তাঁর সৈনিক রূপে ক্ববূল করবেন এবং আমাদের হাতে আল্লাহ সে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করাবেন, যা তিনি তাঁর আখেরী নবী সঃ এর সাহায্যে বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে করেছিলেন আরবী وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَىٰ "তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, মূলে তা তুমি করোনি, বরং স্বয়ং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন।" (সূরা আনফাল-১৭)

আল্লাহর সৈনিকদের বিশ্ব পবিত্রায়নের জেহাদের অগ্নি উত্তরে বর্ষিত হবে রাশিয়া, তার বলকানী মিত্র ও ইউরোপিয়ান দোসরদের উপর, পূর্বে বর্ষিত হবে ভারতের ব্রাম্মন্যবাদী মুশরিকদের উপর এবং পশ্চিমে নিক্ষিপ্ত হবে ইয়াহুদী ও তাবেদার আরব শাসকদের উপর এ রূপে আপনাদের চারদিকে মুস্তাকবিরদের দূর্গে আগুন লেগে অবরোধের সমাপ্তি ঘটবে। এবং আমাদের ও আপনাদের দ্বারা আরব দেশে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ এর অনুসারী যায়দ বেলালদের 'মুস্তাদআফ' শ্রেনী ইয়াহুদী খৃষ্টানদের সেবাদাস শাসকদের দাসত্বের বেষ্টনী থেকে মুক্তি পাবে।

মুস্তাদআফদের এ উত্থান অবরুদ্ধ মক্কা ও মদীনাকে মুক্ত করে সে বিজয়ের সূচনা করবে, যার দ্বারা অভিশপ্ত বানর ও শুকরের বংশধর ইয়াহুদী খৃষ্টান ও তাদের আরব দোসর শক্তির পরাজয় ঘটবে। আল্লাহর সৈনিকরা তাদের কাংখিত বিশ্ব ঐক্যের ঐশী নেতা ও হযরত ঈসা রূহুলাহর অলৌকিক শক্তির সমন্বয়ে আল্লাহ তা'আলার সে অঙ্গিকার বাস্তবায়ন করবেন, যা আল্লাহ ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন, "এরূপে আমি তোমার অনুসারীদের ক্বেয়ামতের দিন পর্যন্ত কাফেরদের উপর বিজয় দান করবো।"(আলে ইমরান-৫৫) وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

এরূপেই আখেরী নবী সঃ এর বিদায় কালীন আদর্শের ইসলাম সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে, যে রূপ সাপ সন্ধ্যায় তার গর্ত থেকে বের হয়ে ভোর হবার পূর্বে গর্তে ফেরত আসে। (মুসলিম)

إن الدين ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها

বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তাআ'লা এ খেলাফত, ইমামাত, রিসালাত ও নেতৃত্ব নিয়োগ করবেন। তিনিই জানেন তার পৃথিবীতে কাকে, কোথায় ও কখন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করবেন। তিনি ব্যতীত কারো অধিকার বা শক্তি নেই তাঁর বিশেষ দান বন্টনের। মু'মিন বান্দা, সে নবী হোক বা অন্য কেউ, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তার সর্বাত্মক সাধনা ও চেষ্টার মাধ্যমে অন্ধকার থেকে বের হয়ে তার প্রতিপালকের নূরের দিকে ধাবিত হওয়া। যে পর্যন্ত না তার প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে ক্ববুল হয়, তা তাকে বিরামহীন চালিয়ে যেতে হবে। যখন সে আল্লাহর নিকট গৃহিত হয়, তখনই সে চলার ও মানুষকে ডাকার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। নবী রাসূলরাও আল্লাহ কর্তৃক অনুমতি প্রদত্ত হলেই মানুষকে ডাকে। (নিসা -৬৪) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ

নবী রাসূলগন ও তাদের খাঁটি অনুসারীরা আল্লাহর ক্বোরআনের দিকে মানুষকে ডাকার পূর্বে তার উপযোগী বিশেষ ঘর নির্মানের জন্য প্রথমে আদিষ্ট হয় । এ সমস্ত ঘর বা কেন্দ্রের অধিকারী ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় । ثُمَّ جِئْتُ عَلَىَ قَدَرٍ يَّا مُوْسى (ত্বাহা-৪০) فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهاَاسْمُهُ (নূর-৩৬)

এ সমস্ত ঘর সমূহে বাড়ীওয়ালার সাথে ঈমান ও তার আমলে বাড়ীওয়ালার চরিত্র ও আদর্শের অনুসারী পরিবারের সদস্যরা যেমন বাস করে, তদ্রুপ তার ঘরে আদর্শ বিরোধী কুলাঙ্গারও থাকে । অতএব এক্ষেত্রে আনুগত্য ও অনুকরণ করতে হবে, "সাহিবুল বাইত" বা বাড়ীর কর্তার এবং গৃহকর্তার অনুগত গৃহবাসীর এবং গৃহের বাইরের গৃহকর্তার অনুসারী আদর্শ ব্যাক্তিদের ।

হযরত নূহ আঃ এর আদর্শ ঘর ছিলো, যেমন তিনি বলেছেন "প্রভু আমাকে ও আমার ঘরে যারা ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করেছে, তাদের ক্ষমা করুন ।" হযরত ইব্রাহীম আঃ এরও সেরূপ ঘর ছিলো যখন ইব্রহীম ও ইসমাঈল ঘর তৈরী করছিলো, বলেছিলো, "হে আমাদের প্রভু , আমাদের ঘরকে ক্ববুল করুন ।" মুসা ও হারুন আ: দেরও সে আদর্শের ঘর ছিলো । মুসা ও তার ভাইকে আল্লাহ অহী মারফত নির্দেশ করেছিলেন তোমরা তোমাদের অনুসারীদের নিয়ে 'সালাত' ক্বায়েমের জন্য কেন্দ্রীয় ঘর তৈরী করো ।"(সূরা নূহ২৮) (সূরা বাক্বারাহ-১২৭) (সূরা ইফনুস- ৭৮) সেরূপে আমাদের সকলের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতিষ্ঠত ঘর হচ্ছে, "বাইতুল্লাহ" ।

فَالْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذاَ الْبَيْتِ

এই গৃহের মালিকের দাসত্ব করা মানব জাতির কর্তব্য । ইবাদাত এ গৃহের মালিকের । এ গৃহের অভ্যন্তরে বাসকারী, এ গৃহের প্রতিবেশী বা এ গৃহের দাবীদার কারও আনুগত্য করা চলবে না । কারণ এদের মাঝে যোগ্য ও অযোগ্য রয়েছে । যারা অবাধ্য ও অযোগ্য তারা এঘরের বাসিন্দা হয়েও এ ঘরের লোক নয় । কারণ তাদের আমল এ ঘরের অযোগ্য ।

যেমনটি আল্লাহ নূহের সম্পর্কে বলেছিলেন । হ্যাঁ, যদি ঘরের লোক হক্বের মানদন্ডে যোগ্য হয় তবে তারা সত্যের পথে অনুসরনীয় । পূজনীয় বা ইবাদতের যোগ্য নয় । কারণ তারাও বান্দা । এবাদত বা বন্দেগী শুধুমাত্র বান্দাদের রবের । একমাত্র তোমরা এবাদত করবে । فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوْن (নামল-৫১)

এই বান্দা শুধু "বাইতুল আতীক্ব" বা প্রাচীনতম ঘরের মালিক আল্লাহর এবাদত ও দাসত্ব করে তার সকল সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে । এবং দিনের ব্যাপারে অনুসরন করে সে সমস্ত গৃহ কর্তাদের, যাদের ঘর আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর জন্য নির্মিত হয়েছে । তারা হলেন আল ক্বোরআনে বর্ণিত দৃঢ় চিত্ত আম্বিয়া নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ । তাদের সবার প্রতি সমান সালাম । তাঁদের প্রতি খাঁটি আনুগত্ত্ব । তার আল্লাহ হুকুম করেছেন বলে । مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطاَعَ الله "যে রাসূলের আনুগত্য সে আল্লাহরই আনুগত্য করে" । (সূরা নিসা -৮০) তার ঈমান ও ঈমানের আরকান বা স্তম্ভ, নবী ও মু'মিনদের ঈমান ও তার স্তম্ভ সমূহ । "রাসূল সঃ ও মু'মিনরা যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরই ঈমান স্থাপন করেছে। এখন রাসূল ও মু'মিনরা প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, ফেরেশতাদের, কিতাব সমূহের উপর এবং রাসূলদের উপর । এমন ঈমান যে তারা আল্লাহর রাসূলদের মাঝে কোন পার্থক্য করেনা । তারা বলে 'শুনলাম ও মানলাম' । হে আমাদের রব আমরা আপনার ক্ষমার ভিখারী । আপনার নিকটই আমরা ফিরে আসবো ।" آمَنَ الرَّسُوْلُ بِماَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْن، كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ وَرُسُلِه، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحدٍ مِنْ رُسُلِه، وَقَلُوْا سَمِعْناَ وأَطَعْناَغُفْرَنَكَ رَبَّناَ وإِلَيْكَ الْمَصِيْر (বাক্বারা-২৮৫)

এ আল্লাহর রহমতের ভিক্ষুক সর্বদা আল্লাহর দরবারে তওবা রত । যদি না আল্লাহর রহমত তার বান্দাদের পাপ থেকে ব্যাপক হতো, তাহলে এ অধমের রক্ষা ছিলোনা । এরূপ তওবায় নিজে নিমজ্জিত অবস্থায় সে অন্যদের তওবার দিকে ডাকছে ।

আল্লাহর দ্বীন হলো শাসক শ্রেণী ও জনগণকে সদোপদেশ দেয়া ও নিজে সত্যের উপর অনড় থাকা । এ অধম নিরর্থক সভা সমিতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে যোগদান পরিহার করে চলে । কারণ, এই সমস্ত সম্মেলন সমূহ নিরর্থক বাগাড়ম্বর, খাওয়া দাওয়া ও সময় নষ্ট ছাড়া অন্য কোন ফল দেয়না ।

ঈমানদার মানুষের জন্য এই পার্থিব জীবন পরকালের ফসল ও পাথেয় উপার্জনে কৃষি ও কর্মক্ষেত্র। অতএব, অনিশ্চিত আয়ূ ক্ষনিকের জীবনে আমার মতো প্রানীর একটি মুহুর্ত হেলা ফেলা ও ভোগের পেছনে দৌড়াবার জন্য নেই।

নবী রাসূলদের আদর্শে নিজে চলে মানুষকে সে পথে ডাকার জন্য আমার নিজের হাতের উত্তম উপার্জন দিয়ে একটি ঘর দাঁড় করিয়েছি আমার স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালে মুক্তির আশায়। আমার ঘরটি তার ঊষা লগ্ন থেকে যাতে "তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তার যত্ন নিয়েছি। আমি আমার জীবিকার জন্য নিজ হাতে খাদ্য উপার্জন করি। গাভী পালি দুধ দোহন করি ও নিজে দুধ বিক্রি করি। নিজে ক্বোরআন তেলাওয়াত করি এবং যারা ক্বোরআন শুনতে বা শিখতে আসে, তাদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়াই ও শুনাই। বাড়ি ভাড়াও খাইনা। আমার সাধ্যমতো যারা দ্বীন সম্পর্কে জানতে আসে, তাদের আপ্যায়নের চেষ্টা আমি নিজ খরচে করি ও আল্লাহর কাছে তার তৌফিক চাই। মক্কার মুহাজির জীবনে আগর কাঠ ও সুগন্ধির ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত প্রায় দু' মিলিয়ন ডলারের মতো অর্থের সবটাই আমি পরকালের একাউন্টে পাচার করার উদ্দেশ্যে ব্যায় করে আল্লাহর রহমতের আশায় সময় কাটাচ্ছি। আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আরব বাদশা ও শেখদের বা অন্য কারো এক ডলার দান বা অনুদান নেই।

আমার এবাদাত ও বান্দেগীতে শুধু আল্লাহর কিতাব ও তাঁর ও রাসূলদের অনুসরণের চেষ্টা করি। সাহাবী ও মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ করিনা। মাযহাব সমূহের কিতাবাদী তা জানার জন্য পড়েছি ও পড়ছি। কিন্তু কারো শিকল গলায় পরিনি। ক্বোরআন রাসূল সঃ এর আমল আমার জানা, বুঝা ও মানার বস্তু। পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ক্বায়েম করি এবং মধ্য রাতের পর আল্লাহ যতোটুকু তৌফিক দেন, মা'বুদের সামনে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। রাত থেকে রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করার চেষ্টা করি। প্রচলিত রাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পালন করিনা। ثُمَّ أَتِموُّا الصِّيَامَ إلى اللَّيْل "রাত পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ করো", আল ক্বোরআনে আল্লাহর সুস্পষ্ট হুকুম। তাই সুন্নীদের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার এবং শিয়াদের বিশ পঁচিশ মিনিট পর ইফতার, কোনটাই ক্বোরআন অনুযায়ী ঠিক নয়। রাসূল সঃ ক্বোরআনের বাইরে কিছুই করেননি।

"নি'মাল বিদআত" নামে উমার ইব্‌ন্ আল-খাত্তাব প্রচলন করা তারাবী পড়িনা। কারণ, তা রমযান মাসে সত্যিকার ক্বোরআন তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ থেকে বিরত করে। জুম'আ ও ঈদের জামাতের জন্য সর্ব প্রথম শর্ত ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সমাজে ইমামের নেতৃত্ব থাকতে হবে। অর্থাৎ যার পেছনে নামাজ তার নেতৃত্বে সমাজ"। শাষিত হবে। তা হলেই সে দেশ ও সমাজে জুমআ ও ঈদের জামাত বৈধ হবে। যে রাষ্ট্র ও সমাজে নামাজ পড়া হয় মোলার পেছনে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ শাষিত হয় ফাসেকদের নেতৃত্বে, সে রাষ্ট্র ও সমাজে জুমআ ও ঈদের জামাত দূরে থাক, সে সমাজে পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাজও জামাতের সাথে হওয়া উচিত বা সঠিক নয়। রাসূল **সঃ** মক্কার লোকেরা তাঁর কর্তৃত্ব মানেনি বলে তিনি মক্কায় কোন জামাত অনুষ্ঠান করেননি। অথচ মক্কাই তাঁর মে'রাজ হয়ে তিনি নামাজ ক্বায়েমের প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হন।

মদিনায় হিজরতের সঙ্গে সঙ্গেই রাসূল সঃ নামাজ ও জামাত এবং জুম'আ ও ঈদের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। কারন, মদিনায় রাসূল সাঃ এর হাতে বায়আত ও শপথের মাধ্যমে সেখানে "যার পেছনে নামাজ, তার পেছনে সমাজ" এর ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের সূচনা হয়।

যে সমাজ ও তার ইমাম অনুপস্থিত বলে আল্লাহ ও তার রাসূলদের অনুগত এ বান্দা জুম'আ ও ঈদের নামাজ পড়ে না শুধু পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করে।

আজানের মূল শব্দ ও বাক্য সমূহ ব্যতিত অন্যান্য বাক্য আজানে যোগ করে না। যেমন, "আস সালাতু খায়রুম মিনান নাউম"ও আজানের উচ্চারন করেনা। কারন, "আস সালাতু খায়রুম মিনান নাউম" অর্থাৎ "ঘুম হতে নামাজ উত্তম" এবং "হাইয়া আলা খাইরিল আমল" বা কাজে তোমরা দৌড়ে এসো"প্রভৃতি বাক্য উমরের আমলে যোগ করা হয়। নামাজের সাথে ঘুমের কোন তুলনা হয় না। রাসূল সাঃ বলেছেন "আজান ও ইক্বামতের মাঝে দু'রাকাত নফল নামাজ দুনিয়া ও তার সকল সম্পদের উত্তম" ।ركعتين بين اذانين خير من الدنيا وما فيها ফজরের নামাজ ফরজ নামাজের মধ্যে সর্বোত্তম ।إنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كاَنَ مَشْهُوْداً

অবশ্যই ফজরের নামাজে বিশেষ ভাবে ফেরেশতারা সাক্ষী থাকে এবং এ নামাজে আল্লাহ তার নামাজী বান্দাদের হাজিরা নেন ।(বনী ইসরাঈল-৭৮) তাই এ নামাজের সাথে ঘুমের কী তুলনা হতে পারে? তার পরে আজানে এধরনের অবান্তর সংযোজন উমরের পর শিয়াদের কর্তৃক "আশহাদু আন্না আলীউন্ হুজ্জাতালাহ" ও "আশহাদু আন্না আলীউন ওয়ালিউলাহ" ধরনের বহু সংযোজনের দুয়ার খুলে দিয়েছিলো । যাতে আযনের তওহীদ ও রিসালাতের কলেমা সমূহ ঠাট্টা তামাশায় রূপান্ততর হয়েছিলো । এখানে শিয়ারা তা'করে ।

নিজে তওহীদ ও রিসালাতের উপর অটল থেকে ও স্বজনদের আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর কিতাবের দিকে আহবান করি । সদক্বা যাকাতের আবর্জনা দ্বারা তৈরী ও পরিচালিত মাদ্রাসা ও জাতী ধ্বংসের কুশিক্ষাদানের স্কুল কলেজে সন্তানদের না দিয়ে, মানবজাতীর কল্যাণের সোপান এবং কুশিক্ষা জাতীর সর্বনাশের জাহান্নাম । অশিক্ষিতকে সুশিক্ষা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু কুশিক্ষিতকে কোন শিক্ষা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে না ।

উপরোলোখিত সাদামাটা আমলের দ্বারা এ অধম রোজ ক্বেয়ামতে তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং মানবজাতিকে আল্লাহর দ্বীনের সোজা পথ ডাকছে । যাতে কোন বক্রতা নেই, মাযহাব ও ফের্ক্বার দ্বন্দ্ব নেই, নেই শিয়া সুন্নী ও ইয়হুদী খৃষ্টবাদের বিভজন । এ সল্প পাথেয় নিয়েই এ বান্দা বিশ্ব নেতৃত্বের ইমামের আবির্ভাব ও হযরত ঈসার পূনরাগমনের দিন গুনছে, যাতে তাদের দল হিযবুল্লাহর ক্বাফেলায় যোগ দিতে পারে ।

এ বান্দা দিব্যি চোখে দেখতে পাচ্ছে যে বর্তমান বিবাদরত শিয়া সুন্নিরা যদি তওবা করে একক তওহীদে রূপান্তর না হয়, তা হলে অচিরেই আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করার জন্য ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বাদ দিয়ে অন্য এক অজ্ঞ, অখ্যাত ও নিরক্ষর সম্প্রদায়কে বেছে নিবেন । যেমন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করার জন্য ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বাদ দিয়ে অন্য এক অজ্ঞ, অখ্যাত ও নিরক্ষর সম্প্রদায় থেকে তাঁর আখেরী নবীকে নির্বাচিত করে সে সমাজেও মুস্তাকবিরদের মুস্তাদআফদের দ্বারা পরাজিত করে ছিলেন । তাই যদি হয়, তা হলে আল্লাহ বর্তমান শিয়া ও সুন্নিদের সে রূপ লানত করবেন, যেরূপ ইয়াহুদী খৃষ্টানদের তাদের হঠকারিতার পাপে করেছিলেন । আমি তা থেকে পানাহ্ চাই ।

ইরানী আলেম ভাই আয়াতুল্লাহরা! আপনারা যদি আপনাদের এ ভাইয়ের পত্রে সর্বাঙ্গিন কল্যাণের সোজা সরল পথের দিক দর্শন অনুভব করেন, তা হলে আমি আপনাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য আপনাদের উত্তরের আশা করবো । এবং আপনাদের সাথে ইস্পাত ঢালাই প্রাচীরের ন্যায় একত্রিত হবো, যে পর্যন্ত না "ফতহে মুবিন" বা চুড়ান্ত বিজয় আসে । অন্যথা, আপনাদের কোন প্রয়োজন নেই । সে ক্ষেত্রে এক আল্লাহই তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট সাহায্যকারী, অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক । حَسْبُنَاَ اللهُ نِعْمَ الْوَكِيْل نِعْمَ الْمَوْلَىَ وَ نِعْمَ النَّصير

ভাই খামেনাঈ ও ভাই রাফসানজানীর সাথে আমাদের বিশেষ সাক্ষাতকারে তথাকথিত মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস ও ঘটনাবলীর প্রতি তাদের গভীর ছাপ ও অনুভুতি দেখতে পেয়েছি । বিশেষ করে ভাই খামেনাঈর সাথে আলাপ কালে ভারতীয় উপমহাদেশের দূরঅতীত, নিকট অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি তার রাজনৈতিক দূর দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক গভীরতার চেয়ে প্রখর অনুভব করেছি । তা তিনি তখন আধ্যাত্মীক নেতা না হয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ফলেও হতে পারে । বর্তমানে গোটা বিশ্বে "আল্লাহর পৃথিবীকে গুটানোর" যে তাকভীনি ও তাদবিরী প্রক্রিয়া চলছে, তা অবলোকন ও মূল্যায়নের জন্য বাহ্যিক দৃষ্টির চেয়ে অন্তর দৃষ্টি প্রয়োজন বেশী । أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا نأتي الأرضَ نَنْقُصُهاَ مِنْ أطْرافِهاَ؟ (রাআদ -৪১)

তদ্রুপ ভাই রাফসানজানীর সাথে সাক্ষাতকালে রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক যোগ বিয়োগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে বেশী, মুসলিম বিশ্বের রূহানী রোগ নির্ণয় ও তার জরুরী সমাধানের চেয়ে । অথচ আমাদের জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ক্বোরআন ভুলে ও ক্বোরআন ত্যাগ করে আমরা পথ হারিয়ে যে পথে ফেরত আসার জন্যে পথের সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে পথ প্রথমে আমরা নিজে পেয়ে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারপর অন্যদের সে পথে ডাকা । তাও এ জন্য হতে পারে যে রাফসানজানী সে সময় পার্লামেন্টের স্পিকার ছিলেন বলে তার সামনে রাজনৈতিক সমস্যাবলীর অগ্রাধিকার ছিলো ।

কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে ঈমান ও তাগুত এবং মুস্তাকবিরীন ও মুস্তাদআফীনদের যে পরস্পরে চুড়ান্ত রণক্ষেত্র বা "শো'ডাউনে" মেরুকরণ চলছে, সে ক্ষেত্রে মানবজাতির মুক্তির পথ প্রদর্শক "খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস" এর দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য তওহিদ ও রিসালাতের রূহানী দৃষ্টিতে আরো পরিপক্কতা অর্জন অত্যাবশ্যক। কারন, বর্তমানে বিশ্বে তাগুতের ক্রিয়া কলাপ ও তাদের প্রচার ও প্রসার মাধ্যমে বিদ্যুত গতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। এ তাগুতদের মোক্বাবেলায় ইসলামী রূহানী নেতৃত্বের গতি আরো দ্রুততরো হতে হবে।আমরা যে নবীদের ওয়ারিশ! মে'রাজের গতি আমাদের গতি। তাগুতদের পৃথিবী ও তার সম্পদের ভোগ বিলাসই সব! আর আমাদের কাছে তো গোটা পৃথিবীটাই তুচ্ছ নিলামের মাল! পরকাল ও তার সফলতা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ! "বলে দাও যে পার্থিব জীবনের মূল্য তুচ্ছ, এবং পরকালই মুত্ত্বাকীদের সব! (নিসা-৯৯) قُلْ مَتَاعُ الدُّنياَ قَلِيْل، والآخِرَةُ لِمَنِ اتَّقَى

আমাদের কাঙ্খিত বিশ্ব নেতৃত্ব তো বিশ্বের আদম সন্তানদের এ ক্ষুদ্র ধরার মাটিও তার সম্পদ, "ফুলস ওয়াত্তীন বা ফিলিস্তিন" থেকে মুখ ফিরিয়ে সাত আকাশের ও পাতালের ধনের দিকে নিবদ্ধ করবে। কারন, এর খেলাফত ও ইমামতের জন্যই না আমাদের সৃষ্টি!?

অতএব, আমাদের দৈহিক, আত্মীক ও আধ্যাত্মীক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে "আউলিয়াউস্ শাইতান" তাগুতকে চ্যালেঞ্জ করে আউলিয়াউর রহমানদের" পালা ভারি করতে। তা না করে আমরা শত্রুদের "শয়তানে আকবর" বা বড় শয়তান কি রূপে আখ্যায়িত করি, যখন জাতীয় রাষ্ট্র, জাতীয় রাজনীতি স্বার্থ ও জাতীয় ভৌগলিক সীমা রেখায় আমরা সে শয়তানদেরই সাগরেদ?!! বিশ্বায়নের "লা ইলাহা ইলালাহ" যাদের পতাকা , তারা কি খন্ডিত রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িকতার আরবী ,ইরানী, আফগানী ও পাকিস্তানী হতে পারে?

কালি কলম দিয়ে কালো করা এ পৃষ্ঠাগুলো কোন প্রচলিত কোন চিঠি নয়। এগুলো আমার আমল নামার কিতাবের পৃষ্ঠাসমূহ যা রোজ ক্বেয়ামতে আল্লাহর সামনে আমার সাক্ষ্য স্বরূপ পেশ হবে। আমার পক্ষে বা বিপক্ষে। ইহাই আমার ঈমান, আমল ও আদম সন্তান আমার ভাইদের প্রতি আমার এ ডাক।

আমি আমার এ ডাকের চিঠি আপনাদের হাতে পৌঁছে দিলাম। আপনারা এর প্রতিটি অক্ষর , বাক্য ও এর মধ্যস্থিত অর্থ পড়ে দেখবেন। এ পত্রের বিষয়বস্তু যেরূপ আমার ঈমানের সাক্ষ্য , তদ্রুপ যদি আপনাদের ঈমানেরও প্রতিধ্বনি হয়, তা হলে ইরানে ইসলামী বিপবের নেতৃত্বে আসীন ভাইদের নিম্নের পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য পেশ করলাম।

*　　　　*　　　　*

১. প্রচলিত তাগুতের সদৃশ্য সকল রাজনীতি বর্জন করে নবীদের ইমামত ভিত্তিক কর্মপন্থা নিন।
২. বাহুল্য খরচ ও অপচয়ের কুটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ত্যাগ করে নবী স: এর আদর্শে বিশ্বের মুসলিম জনগনের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনের সর্বাত্মক চেষ্টা আরম্ভ করুন, যেরূপ আখেরী নবী স: মদীনায় হিজরতের পর করেছিলেন। রাসূল স: মদিনায় আনসার , মোহাজির, ক্বোরেশ ও অক্বোরেশ সবাইকে একাকার করে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী বিপ্লবের ভিত রচনা করে ছিলেন। আমাদের আপনাদেরও তাই করতে হবে।
৩. মানব জাতির পার্থিব জীবনকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সুন্দর ও সাবলীল রূপে পরিচালিত করতে সঠিক ও সহজ বিধান দিয়ে তার ব্যাপক প্রচার করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাঁর প্রাকৃতিক দ্বীনে স্পষ্ট শরীয়তের বিধানের আওতায় স্বাভাবিক বিবাহ, মিল্‌কুল্ ইয়মিন ও মুত্আকে বৈধ করেছেন। সে রূপ আল্লাহ মানুষকে হালাল পথে সীমাহীন ধন-সম্পদ উপার্জন করার স্বাধীনতা দান করেছেন। প্রত্যেকটি নিষ্ঠাবান ঈমানদারের কর্তব্য হলো সে তার ইমামের ভান্ডারে তার মূলধনের যাকাত এবং লাভের খুম্‌স্ দিবে। তারপর সে মুক্ত। বৈধ পথে তা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করবে। এ দুটি স্বাধীনতা আদম সন্তানদের বালেগ হওয়ার পর থেকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত পথ নির্দেশ দান করে। এ সত্যটি সঠিক ভাবে গোটা বিশ্বের মানুষকে বুঝানো যায়, তা হলে মুরীদ ও শিষ্য বানাতে শয়তান পৃথিবীতে একটি লোকও পাবেনা। আল্লাহর বিধানের বৈধ জীবনকে জটিল করার ফলে শয়তান অবৈধ জীবন সহজ করে বিশ্বের

নরনারীকে কুকুর কুকুরীর চেয়েও নীচ করেছে। এরূপে মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে শয়তান ও তার মানুষ অনুসারীরা যে জটিলতার পাহাড় দাড় করিয়েছে, সে গুলোর সহজ সমাধান তুলে ধরা মাত্রই মানুষ তাদের সৃষ্টির মূল আদর্শ ধর্মীয় জীবনে ফেরত আসবে। এ ছাড়া মানব জাতিকে পেয়ে বসা চারিত্রিক মহামারী; ঘর ভাঙ্গা, বিকৃত জীবন ও ইত্যাকার যৌন বিকৃতির এইডস রোগ থেকে মুক্তির পথ নেই।

৪. দেশে বিদেশে তওহীদ ও রিসালাতের সীমার বাইরে সকল ফের্কা ও সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা তাৎক্ষনিক ভাবে বন্ধ করতে হবে। গোটা মানব সমাজ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সম্পূর্ণ রূপে ত্যক্ত বিরক্ত। আল্লাহ এক, তার দ্বীনও এক। শুরুতে যেমন মানুষ এক ধর্মালম্বী ছিলো, শেষেও সে ঐক্য ফেরত আসবে, যখন ঐক্যের আহ্বান কারীরা ঐক্যের ডাকে সঠিক হবো, তখনই আমরা আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবো। তা হওয়া মাত্রই আল্লাহর অঙ্গীকারের সাহায্য ও বিজয় আসবে। যেমনটি আখেরী নবী সঃ ও তাঁর "মুস্তাদআফ" অনুসারীদের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের সময় এসোছিলো। "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসা আরম্ভ হবে, তখন দেখবে যে সংগঠিত সেনাবাহিনীর মতো বিশ্বের মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে।" (আন্ নাস্র-৩) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً

এ তওবা করার আবেদনে কী আপনারা অস্বস্তি বোধ করছেন যে আপনাদের মতো ইসলামী বিপ্লবের কর্ণধার "আয়াতুল্লাহ"দের তওবা করার জন্য বলা হচ্ছে?

আল্লাহ যখন তাঁর খাতামুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল লিল্ আলামীন নবী সঃ কে তাঁর বিজয় ও সাহায্য প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত রূপে فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ অর্থাৎ "তোমরা প্রতিপালকের হামদের তসবীহ পড়ো ও ক্ষমা চাও "বলেছেন, তখন আপনারা আমরা তো কিছুই নই।

আল্লাহ না করুন, এখনো যদি আপনারা আমরা সবাই নিজেদের তওবা উর্ধে সাধুজন মনে করি, তা হলে ইবলিসের মতো হটকারিতা করে আমরা "মুস্তাকবির" হবো, যেমন শয়তান সৃষ্টির সর্ব প্রথম "মুস্তাকবির"। أَبىَ وَاسْتَكْبَرَ তা হলে আমাদের পরিনাম হবে তাই, আল্লাহ আগাম ক্বোরআনে বলেছেন "অবশ্যই নিশ্চিত রূপে তোর অনূসারীদের নিয়ে জাহান্নামে ভর্তি করবো।"(আ'রাফ-১৮) لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ

আমি আমার ও সকল মুসলিম ভাইদের তরফ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করে শয়তানের সকল কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর দরবারে পানাহ চাই। এবং আমার সকল ঈমানদার ভাইদের জন্য তেলাওয়াত করছি। "বিশ্বে ভ্রাম্যমান কোন শয়তান যখনি মুত্তাকীদের স্পর্শ করে, তখনি তারা সতর্ক হয়ে তীব্র ভাবে সত্যের দিকে ধাবিত হয়।এবং শয়তানের ভাইরা তাদের পরস্পরকে এমন ভাবে বিপথগামী করে যে ফেরার কোন পথ থাকে না।" (সূরা-আ'রাফ-২০১-২০২) إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوا إِذا مسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تذَكَّرُوا فإذاهُمْ مُبْصِرُوْنَ، وإِخْوَانُهُم يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الغيِّ ثُمَّ لا يَقْصِرُوْنَ

আল্লাহর করুনার ভিখারী
আপনাদের ভাই
ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব
ঢাকা-বাংলাদেশ
তারিখ:১৩-০৯-১৪১৪ হিজরী
২৬-০৩-১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাপ্তি স্বীকার

আন্তর্জাতিক ইসলামী নেতৃত্বের
সদর দফতর
ডাক বাক্স নং-১৩১৮৫-১৫৫৫
তেহরান, ইরান

মহান আল্লাহর নামে

মাননীয় শেখ ইমামুদ্দিন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবিব

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুলাহি ওয়াবারাকাতুহু

আপনার অকাট্য যুক্তি পূর্ণ মূল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পত্র আমাদের হাতে পৌঁছেছে। এর প্রতিটি লাইন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ইসলামী ইরানের কল্যাণে আপনার গভীর চিন্তা ও প্রত্যয়ের স্মারক বহন করে।

উত্তম নির্ভিক মুসলিম আপনি। কতইনা উত্তম উপদেশ আপনি পেশ করেছেন। আল্লাহর নিকট আমরা দোয়া করছি যেনো আল্লাহ আমাদের আপনার মতো আরো শুভাকাঙ্খী দান করেন। এবং আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার পাথেয় দান করেন। তিনি সব ডাক শুনেন ও ডাকে সাড়া দেন।

এ পত্রোত্তরের সাথে এ বিষয়ে অনুরূপ আমাদের কিছু প্রকাশনা আপনার নামে পাঠাচ্ছি। আশা করি তা আপনার সঠিক মতামতের প্রতিধ্বনি করবে।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

মুহাম্মাদ আলী তাস্‌খিরী
ইসলামী নেতৃত্বের দফতর
আন্তর্জাতিক বিভাগ প্রধান